

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

[ব্রহ্মবিদ্যা]

মহন্ত মহারাজ

শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রহ্মবিদেহী

প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ

তদীয় শিষ্য

শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্. এ.

দ্বারা সংগৃহীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

চক্রবর্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৯৩৫

মূল্য এক টাকা চারি আনা

প্রকাশক—

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম্. এম্-সি.

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্তী

কালিকা প্রেস

২১, ডি. এম্. রায় ষ্ট্রিট, কলিকাতা

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ हरिः

निवेदन

आमि १७७० सालेर पूजार छुटिंते श्रीश्रीगुरुदेवके दर्शन करिबार निमित्त श्रीवृन्दावन आश्रमे गियाहिलाम । आध्यात्मिक कोन कोन विषये आमार मने पूर्ब हईते सन्देह हईयाहिल । तंसम्बन्धे श्रीश्रीगुरुदेवेर निकट आमि प्रश्न उथापन करि । तिनि आमार प्रश्न सकल उतर बलिया सेइ सकल उतर तालरूपे बुझियाहि किना ताहा देखिबार अतिप्राये ँ सकल उतर लिपिबद्ध करिया ताहाके देखाईते आदेश करेन । आमि ँ प्रश्नोत्तर एक खतय लिथिया आमार लेखा पाठ करिया ताहाके सुनाईले तिनि बलेन, “ईहा किछुई हय नाई, तुमि बुझिंते पार नाई । तोमार प्रश्न अति दुर्बोध्य विषय सम्बन्धे हईयाछे, आमि ईहार उतर पुनराय बलिंते थाकिब, तुमि ताहा लिथिया लओ । ईरूप लिथिया राखिले परे पड़िया चिन्ता करिया निजे बुझिंते पारिबे एवं अपर काहारओ मने ँ सकल प्रश्नेर उदय हईले ताहाराओ तोमार लेखा पड़िया बुझिंते पारिबेन।” ताहार ँई आदेश अनुसारे आमार प्रश्नसकल एकत्र करिया प्रथम प्रश्नटि आमि लिथि । तंपरे तिनि ताहार उतर बलिंते थाकिले ताहा खतय लिथिंते आरम्भ करि । ईरूप दुई तिनटि प्रश्नोत्तर लिथित हईवार पर आमि कलिकताय

ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই। সেই সময় নূতন একটি প্রশ্ন লেখা মাত্র হইয়াছিল। তাহার উত্তর তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; তাহা তখনও শেষ হয় নাই। আমার অপরাপর কোন কোন গুরুভ্রাতা সঙ্গে বসিয়া ঐ সকল উত্তর শুনিতেন, আমার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হইলে আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় দাসজীকে ঐ প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষ করিয়া খাতাখানি আমার নিকট পাঠাইতে বলিয়া আসি। প্রশ্নোত্তর লিখিতে লিখিতে তাঁহার মনে অগ্ৰাণ্ড প্রশ্নের উদয় হয়। সেই সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তর খাতায় লিখিত হইতে থাকে ; পরে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে শ্রীযুক্ত বনমালী দাসজী নামক আমার অন্ততম গুরুভ্রাতা লিখিতে আরম্ভ করেন। লিখিতে লিখিতে তাঁহার মনেও প্রশ্ন সকল উদয় হইতে থাকে ; শ্রীশ্রীগুরুদেবও দুই একটি প্রশ্ন ইঙ্গিত করিয়া দেন, এবং খাতা লেখা শেষ হইলে তাহা পাঠ করিয়া ডাক্তার শ্রীজ্ঞানবাবু প্রভৃতিও কোন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাহা এবং তাহার উত্তর ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইয়া এই খাতা সমাপ্ত হয়। এক্ষণকার কালে বহুলোকের মনে আমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। এই সকল প্রশ্নোত্তর পাঠ করিলে তাঁহাদের সকলেরই উপকার হইবে বিবেচনায় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অনুমতি লইয়া এক্ষণে এই প্রশ্নোত্তর ছাপাইয়া প্রকাশ করিতেছি, ভরসা করি ইহা পাঠে অনেকের অনেক প্রকার সন্দেহ বিদূরিত হইবে।

এই প্রশ্নোত্তর পাঠে কোন কোন স্থানে পুনরুক্তি থাকা দৃষ্ট হইবে। প্রশ্নগুলি অনেক সময় মূলতঃ একই বিষয়ক হওয়াতে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা উত্থাপিত হওয়াতে এই প্রকার পুনরুক্তি অনিবার্য্য। পরন্তু আমরা পাঠ করিতে করিতে দেখিয়াছি যে এই সকল পুনরুক্তি দ্বারা উপদিষ্ট বিষয়ের সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। অতএব তাহার

কোনরূপ পরিবর্তন করিতে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা আবশ্যিক বিবেচনা করি নাই।

এই সকল প্রশ্নোত্তরকে নানা অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহা কেবল পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত। মূলে কোন অধ্যায় বিভক্ত ছিল না। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া এই সকল প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হইবে ইহা আমাদের কাহারও ধারণা ছিল না। সুতরাং শৃঙ্খলাভঙ্গসারে বিষয়ভেদে প্রশ্নসকল উত্থাপন করা হয় নাই। অতএব বিষয়ভেদে অধ্যায়-বিভাগের নিয়ম সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া প্রশ্নোত্তরকে অধ্যায়দ্বারা বিভাগ করা অনেকস্থলে সম্ভবপর হয় নাই। তজ্জন্ম ভরসা করি পাঠক আমাদের কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না।

নিবেদক

শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায়

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ইহাদের যথার্থ স্বরূপ কি? ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ করার অর্থ কি?	১
২। জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে কিরূপে ধারণা করা যায়?	৮
৩। উপাসনাকালে ব্রহ্ম কি কি রূপে ধ্যেয়?	১১
৪। ভগবানের দ্বিতীয় মূর্তরূপ কি?	১৫
৫। জীবকে ঈশ্বরের অঙ্গীভূত বলিয়া কিরূপে ধারণা করা যায়?	১৬
৬। ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ থাকা কথার অর্থ কি?	১৮
৭। স্থূল জগৎকে কিরূপে ব্রহ্মের শক্তিমাত্র বলা যাইতে পারে?	২১
৮। কর্ম্মের দ্বারা বস্তু নূতন উৎপন্ন হয় দেখা যায়, ব্রহ্মে বস্তুসকল নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে ইহা কিরূপে হয়?	২৬
৯। ব্রহ্মেই বস্তুনিচয় নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এবং দ্রষ্টা জীবও ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হইলে বস্তুসকল পৃথকরূপে থাকাই বা কিরূপ হয়?	৩৪
১০। ব্রহ্ম সদরূপ, কিন্তু এই 'সৎ'এর কি কোন বিশেষণ নাই যদ্বারা তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়?	৩৬
১১। ব্রহ্মের আনন্দময়তার জ্ঞান জীবের কেন থাকে না? জীবের বন্ধাবস্থা কিরূপে হয়?	৪৬
১২। শত্রুর প্রতি ও পাপিষ্ঠের প্রতি কিরূপে কার্য্যতঃ ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা যাইতে পারে?	৬৩
১৩। জীবকে ঈশ্বর পাপে কেন নিবুজ্ঞ করেন?	৬৯
১৪। ব্রহ্মের দ্বিতীয় মূর্তরূপ ও অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা	৮০

- ১৫। শ্রীকৃষ্ণকে ভাগবতে কোন কোন স্থলে অংশ, কোন কোন স্থলে পূর্ণ বলা হইয়াছে কেন ? ... ৯৪
- ১৬। শ্রীভগবান্ মনুষ্যদেহে কিরূপে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন ? এবং তাঁহার দর্শনেই মোক্ষ হইল না কেন ? ... ১০০
- ১৭। ঈশ্বর স্বরূপতঃ বিভূ, কিন্তু জীব স্বরূপে অণু এবং গুণে বিভূ, ইহার অর্থ কি ? ... ১১২
- ১৮। জীবের গুণে বিভূত্ব কেন সর্বদা দেখা যায় না ? ... ১১৪
- ১৯। বদ্ধজীবের, জীবমুক্ত পুরুষের এবং ভগবদবতারের দেহের পার্থক্য কি ? ... ১৪২
- ২০। শ্রীকৃষ্ণাবতার দ্বিভূজ অথবা চতুভূজ ? ... ১৫৪
- ২১। পুরাণ সকলের বর্ণনায় অনৈক্যের কারণ কি ? ... ১৭৩
- ২২। শ্রীগৌরানন্দদেব সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? ... ১৭৫
- ২৩। শ্রীকৃষ্ণ-দেহ পাঞ্চভৌতিক কি না ? ... ১৭৬
- ২৪। ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত কি ? ... ১৯১
- ২৫। গুরু-লক্ষণ, শিষ্য-লক্ষণ, দীক্ষা ও উপাসনা প্রণালী দ্বৈতাদ্বৈত মতে কিরূপ ? ... ১৯৭
- ২৬। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধন কি প্রকার ? দাস্ত্য-ভাবই বা কি ? ... ২১০
- ২৭। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত সিদ্ধান্ত কি এবং রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত কি এবং ইহাদের দোষগুণ কি ? ... ২২০
- ২৮। শঙ্করাচার্য ও রামানুজ স্বামী উভয়েই অবতার, তবে তাঁহাদের মতে ভেদ ও ভ্রম কেন ? ... ২৫০
- ২৯। ব্রহ্মস্বরূপ কি ও তাঁহাকে লাভ করিবার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় কি, ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ... ২৫৩



શ્રીમદ્ આચાર્ય સત્ગુરુજી વાવડાજી

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎতত্ত্ব

বিষয়—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ইহাদের যথার্থ স্বরূপ কি ? ব্রহ্মে কৰ্ম্মার্পণ
করার অর্থ কি ?

শিষ্য । ব্রহ্মকে শাস্ত্রে কোন স্থানে সৎরূপ, কোন স্থানে সচ্চিদ্রূপ, কোন স্থানে সচ্চিদানন্দরূপ, কোন স্থানে সৰ্বশক্তিমান্ ঈশ্বরস্বরূপ ; এবং জীবকেও কোন স্থানে ব্রহ্ম, কোন স্থানে ব্রহ্মাংশ, কোন স্থানে জ্ঞানস্বরূপ, কোন স্থানে ঈশ্বরাধীন মাত্র বর্ণনা করা হইয়াছে ; —ইহার তাৎপর্য্য কি ? আর জীব সৰ্বদাই ঈশ্বরাধীন থাকা সত্য হইলে, ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণ করিবার কি অর্থ হয় ?

গুরু । কেবল সৎরূপ ব্রহ্ম একান্ত নিগুণ ও অনির্দেশ্য, অনির্বাচ্য । দৃশ্য-স্থানীয় সমস্ত প্রকৃতিবর্গ সৰ্বপ্রকার নাম রূপাদি লিঙ্গ রহিত হইয়া ঐ সৎরূপে অবস্থিত আছে । সুতরাং ঐ সৎরূপ কোন লিঙ্গবিশিষ্ট-রূপে কোন প্রকারে চিন্তনীয় নহে । ইহা কেবল “নেতি” “নেতি” দ্বারা, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গম্য তদ্বিপরীতরূপে পরিলক্ষিত হয় । সৎ শব্দ কেবল অস্তিত্ববোধক ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

পরন্তু এই সঙ্কল্প সদা চিৎশক্তিয়ুক্ত ; তিনি জ্ঞাতাস্বরূপ ; ব্রহ্ম কেবল সঙ্কল্প নহেন, তিনি সচ্চিদ্রূপ । এই চিৎ (দর্শন, ঈক্ষণ, অথবা দৃষ্) শক্তিবিশিষ্ট সং আপনাকে (সেই সংকে) দর্শন করেন । ব্রহ্ম জড়বৎ সংজ্ঞাহীন নহেন । তিনি নিজ স্বরূপকে পরিজ্ঞাত আছেন । ব্রহ্মকে সচ্চিদ্রূপে যে স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই স্থানে এই অর্থ বুঝিতে হইবে ।

চিচ্ছক্তির দ্বারা ব্রহ্ম যে আপনাকে অনুভব (দর্শন) করেন তাহা আনন্দময়রূপে অনুভব । অতএব ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়রূপ বলিয়াও বর্ণিত হইলেন । তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই । যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত অথবা অণু কোন প্রকারে অনুভূত হয়, তৎ সমস্ত তাঁহারই অঙ্গীভূত, তাঁহাতেই বর্তমান থাকিয়া নাম ও রূপবিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়,—স্বীয় নাম ও রূপ বিবর্জিত হইয়া তদ্রূপে স্থিত হয় ।

ব্রহ্মের স্বীয় স্বরূপ অনুভবের নিমিত্ত যে চিৎশক্তি আছে, তদ্বারা ব্রহ্ম আপনাকে এক অদ্বৈতরূপে যেমন অনুভব করেন, তদ্রূপ আবার আপনার ঐ সঙ্কল্পকেই তিনি অনন্ত বিভিন্নরূপে অনুভব করিয়া থাকেন । যেমন তোমার সমস্ত শরীরব্যাপী তুমি আপনাকে এক বলিয়া বোধ কর, আবার সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদাদি পৃথক্ পৃথক্ বহু অঙ্গের বোধও তোমার আছে ; তদ্রূপ চিৎশক্তির দ্বারা ব্রহ্ম আপনাকে এক অদ্বৈতরূপে এবং অনন্ত বিভিন্নরূপেও দর্শন করেন । এই উভয়রূপে দর্শন যুগপৎই হইয়া থাকে ; ইহাই ব্রহ্মের চিৎশক্তির নিত্যস্বরূপ । অতএব এক হইয়াও কেন আপনাকে অনন্তরূপে দর্শন করেন, এইরূপ আশঙ্কা হয় না ; কারণ ইহাই তাঁহার স্বরূপ । ইহার দ্বারা তাঁহার পূর্ণতাই সিদ্ধ হয়, তাঁহাতে

প্রথম অধ্যায়

কিছুই অভাব নাই ; তিনি সর্ব-রূপী—তিনি এক অথচ বহু । এবিধ চিহ্নিত্বিশিষ্ট ব্রহ্মের ঈশ্বরসংজ্ঞা হয় ।

ব্রহ্ম যে আপনাকে অনন্তরূপে স্বীয় চিহ্নিত্বের দ্বারা দর্শন করেন, তাহার দুই প্রকার ভেদ আছে । একটি সমষ্টিভাবে দর্শন, অপরটি ব্যষ্টিভাবে দর্শন । পরন্তু সমষ্টিভাবে দর্শনকর্তারূপেই তাঁহার ঈশ্বরসংজ্ঞা হয় ; ব্যষ্টি-দর্শনকর্তারূপে তাঁহার জীবসংজ্ঞা হয় ।

এই ব্যষ্টিরূপ দর্শন পুনরায় দ্বিবিধ :—স্বরূপে দর্শন এবং ভিন্নরূপে দর্শন—স্ব অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে ও তদ্ভিন্ন রূপে ।

জীব যে অবস্থায় স্বরূপে (ব্রহ্মরূপে) সমস্ত দর্শন করেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে মুক্ত বলে ; যখন ভিন্নরূপে দর্শন করেন, তখন তাঁহাকে বদ্ধ বলে । এই বদ্ধাবস্থায় তাঁহার স্বীয় স্বরূপজ্ঞানেরও অভাব থাকে । দৃশ্যবর্গকে ভিন্নরূপে (ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে) যে দর্শন, তাহাকে অবিদ্যা বলে ।

ব্রহ্মের চিহ্নিত্বের কদাপি অভাব হয় না, ইহা তাঁহার স্বরূপগত । পরন্তু, চিহ্নিত্বকে স্বভাবতঃই দ্বিরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, একরূপে ঈশ্বর, অপররূপে জীব । সুতরাং ব্রহ্মের ঈশ্বরত্বও নিত্য এবং জীবত্বও নিত্য । পরন্তু জীব নিত্য হইলেও, বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা এই অবস্থা-ভেদ জীবের আছে ; ঈশ্বরের সেই ভেদ নাই । বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বীয় স্বরূপের ও দৃশ্যবর্গের ব্রহ্মরূপতার উপলব্ধি হয় না ; মুক্তাবস্থায় ব্রহ্ম-রূপতার জ্ঞান হয় । ব্রহ্মরূপে দর্শন নিত্য আনন্দদায়ক । ঈশ্বরের এই দর্শনের অভাব কদাপি না থাকতে, তাঁহার আনন্দেরও অভাব কদাপি নাই । পরন্তু এই আনন্দকে ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ বলিয়া তাঁহার চিহ্নিত্বের দ্বারা তিনি অনুভব করেন না ।

ব্রহ্মই দৃষ্ট ও দ্রষ্টা উভয় । আনন্দও ব্রহ্ম । সজ্ঞপ ব্রহ্ম যে চিহ্নিত্বযুক্ত,

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

সেই চিৎশক্তির দ্বারা অনুভূত বিষয় স্বয়ং সেই সংই হওয়ায়, এবং সেই সংই স্বয়ং আনন্দরূপ হওয়ায়, ঐ সং আনন্দরূপেই আপনাকে চিৎশক্তির দ্বারা জ্ঞাত হইলেন। মুক্তাবস্থা-প্রাপ্ত জীবেরও স্বরূপজ্ঞান প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহারও ঈদৃশ আনন্দময়্যাবস্থা উপজাত হয়।

পরন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, বন্ধাবস্থায় জীবের স্বীয় স্বরূপ এবং দৃশ্য-বর্গের যথার্থ স্বরূপ (আনন্দময় ব্রহ্মরূপ) বিষয়ক জ্ঞান আবৃত থাকে, তন্নিমিত্ত তদবস্থায় জীবের তদ্রূপ আনন্দানুভব নাই। পরন্তু বন্ধ জীবও যে কোন বস্তুর অন্বেষণে যে কোন কার্য্য করে, সেই বস্তুকে এবং সেই কার্য্যকে আনন্দদায়ক বলিয়াই বোধ করে, নতুবা সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। আনন্দও কিঞ্চিৎ লাভ করে, সন্দেহ নাই; পরন্তু বন্ধাবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন ও পূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পারে না; কারণ নিজের ও দৃশ্যবর্গের পূর্ণরূপ (ব্রহ্মরূপতা) তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে পরিমাণে তাহার দৃষ্টিশক্তি নিম্নল হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই দৃশ্যবর্গের আনন্দময়তা জীব উপলব্ধি করিতে পারে। অতএব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আনন্দময়; এবং সম্যক্ বর্ণনা করিতে হইলে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়াই বর্ণনা করা যায়।

পূর্বে বলিয়াছি যে, দৃশ্যস্থানীয় সমস্ত প্রকৃতিবর্গ সঙ্কপ ব্রহ্মে অবস্থিত আছে। ইহা বোধগম্য করিবার জন্ত এইরূপ বিচার করিবে, যথা :— ঈশ্বর সম্যক্ দ্রষ্টা হওয়াতে, তিনি কালশক্তির অতীত ও নিত্য সর্বজ্ঞ। অতএব ত্রিকালে প্রকাশিত জাগতিক সর্ববিধ বস্তু, সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়-রূপে, ঈশ্বরের জ্ঞানে নিত্য অবস্থিত আছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।” যাহা ঐ সঙ্কপে স্থিত আছে, তাহাই অনন্ত বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ ত্রিকালে প্রকাশিত

প্রথম অধ্যায়

সমস্ত জাগতিক ব্যাপার ঈশ্বরজ্ঞানের নিত্য বিষয়ীভূত না থাকিলে, ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা অর্থশূন্য হয়। ঈশ্বরের জ্ঞানে তৎসমস্ত নিত্য বর্তমান থাকায়, নূতন কিছু প্রকাশিত হইতে পারে না। অতএব শ্রুতিতে যে জগৎকে “সদেব... আসীৎ” বলিয়াছেন তাহা এই সর্বজ্ঞতার দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়। দৃশ্যবর্গ ব্রহ্মে যেরূপে স্থিত আছে, তাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইয়া কখনও ব্যষ্টিদ্রষ্টা জীবের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে না, যেমনটি নিত্যরূপে ঈশ্বরজ্ঞানে অবস্থিত আছে, তদ্রূপই দর্শন অর্থাৎ অনুভূতি জীবের হইবে। অতএব জীবশক্তি ঐশীশক্তির অধীন। সম্যক্ দর্শনকার্যের অন্তর্ভূত এই ব্যষ্টিদর্শন ; ঈশ্বর যেরূপ জ্ঞান করেন, তদনুযায় জীবের কোন অনুভূতি হইতে পারে না। ইহাই ঈশ্বরের নিয়ামকত্ব। জীব সম্যক্ দর্শী না হওয়ায়, তাহার জ্ঞানের পারম্পর্য্য হয় ; ইহারই নাম কাল। অতএব জীব কালাধীন। জীবের অনুভূতি বিষয়ে অবশ্যস্তাবিত্ব দর্শনে ঈশ্বরকে জীবের সমস্ত কার্যের ‘নিয়ন্তা’ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বস্তুতঃ কর্ম্ম অবিচারই ফলস্বরূপ অথবা রূপান্তর মাত্র। জীবের দর্শনকার্যের অবধারিত ক্রম আছে, অর্থাৎ কোন্টির পর কোন্টির দর্শন হইবে ইহা অবধারিত আছে। এই পারম্পর্য্য হেতু, এবং পারম্পর্য্য নিমিত্তক সুখদুঃখাদির অনুভবের বিভিন্নতা হেতু, প্রত্যেকটি নূতন কর্ম্ম বলিয়া প্রতিভাত হয়, যেন একটির দ্বারা অপর একটি নূতন সৃষ্ট হইল বলিয়া বোধ জন্মে। সমস্ত কর্ম্মবিষয়ে ঈশ্বরাধীনত্ব থাকারূপ বিবেক অন্তরে স্থাপন করাকেই (—সমস্ত কার্যের প্রকাশকর্তা ঈশ্বর, এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হওয়াকেই) ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ করা বলা যায়। জীব আপনাকে সর্বদা ঈশ্বরাংশ (চিৎস্বরূপ, ব্যষ্টিদ্রষ্টা) স্মতরাং ঈশ্বরাধীন বলিয়া চিন্তা করিবে ; ইহাই যথার্থ দাশুভাব। এই চিন্তার দ্বারা কর্ম্মে

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হইবে এবং অবশেষে নিৰ্ম্মল চিদানন্দরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ; ইহাই মোক্ষ । বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৯শ সূত্রে, পূর্ণ মুক্ত পুরুষগণ আপনাকে যে ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে । সাধন অবস্থায়ও আপনার ঐ মুক্ত অবস্থারই চিন্তা করিবে অর্থাৎ মুমুকু ব্যক্তি আপনাকে পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে (তাঁহার অঙ্গীভূত ভাবে) ধ্যান করিবে । ইহাও বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদের ৩য়, ১২শ ইত্যাদি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে । বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়টি ভালরূপে পাঠ করিবে ।

এক্ষণে বুঝিতে পারিবে যে ব্রহ্মকে কোন স্থানে ‘সৎ’, কোন স্থানে ‘সচ্চিৎ’, কোন স্থানে ‘সচ্চিদানন্দ’, কোন স্থানে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে তৎসমস্তই সত্য । কেবল বিশেষ বিশেষ বিবক্ষা অনুসারেই বর্ণনার প্রভেদ হইয়াছে ।

জীবও ব্রহ্মের অঙ্গীভূত অংশ—এক বিশেষ প্রকার চিৎশক্তিস্বরূপ এবং আনন্দময় । তিনি নিত্যই (অবিদ্যায়ুক্ত বদ্ধাবস্থায় এবং তদ্রহিত মোক্ষাবস্থায়) স্বরূপতঃ ব্যাষ্টিদ্রষ্টা হওয়াতে, নিত্য ঈশ্বরাদীন এবং তদংশ মাত্র । অংশ সর্বভাবে অংশীর অন্তর্ভূত, অংশীকে অতিক্রম করিয়া অংশের কিছুই নাই ও থাকিতে পারে না । অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । পরন্তু অংশীর সত্ত্বা অংশমাত্রে পর্যাপ্ত নহে, অংশী অংশকে অতিক্রম করিয়াও থাকে । অতএব অংশী হইতে অংশ ভিন্নও বটে । সুতরাং অংশীর সহিত অংশ অভিন্ন এবং ভিন্ন, উভয়ই সত্য । জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সম্বন্ধ বলিয়া জানিবে ।

জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলাতে যেমন বৃহৎ মৃৎপিণ্ডের অংশ তাহার এক খণ্ড, তদ্রূপ বুঝিতে হইবে না । একই পুরুষের যেমন দর্শনশক্তি,

প্রথম অধ্যায়

শ্রবণশক্তি ইত্যাদি নানা প্রকার শক্তিরূপ অংশ আছে, জীবকেও তদ্রূপ এক বিশিষ্ট চিৎশক্তিরূপ অংশ বুঝিবে। যেমন জীবের দর্শনশক্তি দর্শনকালে শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, দর্শন ব্যাপার না থাকিলে জীবের সহিত লীন হইয়া, তাহার সহিত একতা প্রাপ্তভাবে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবও ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ চিৎশক্তি (জ্ঞানশক্তি) ; ব্রহ্মের স্বরূপের সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিত থাকিলেও, দর্শনকার্য উপলক্ষে ঐ 'সৎ'এর বিশেষ শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়; শক্তি ও শক্তিমাণে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, জীবের সহিত ব্রহ্মের সেই ভেদাভেদ সম্বন্ধ জানিবে।

[এ স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দ 'পরব্রহ্ম' অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। পরন্তু শাস্ত্রে অনেক স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দ 'কার্যব্রহ্ম' (হিরণ্যগর্ভ) অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন্ স্থানে কোন্ অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহৃত, তাহা বিবক্ষা বিচারে বুঝিয়া লইতে হইবে।]

সদ্রূপ পূর্ণব্রহ্মেই তাঁহার প্রত্যেক শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে, বিশেষ বিশেষ শক্তিবিশিষ্টরূপে তিনিই অনন্ত বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইবেন। পরন্তু ঐ প্রত্যেক বিশেষ শক্তির অন্তরালে তদাশ্রয়রূপে এক অখণ্ড 'সৎ' ব্রহ্ম থাকায়, প্রত্যেক বিশেষ পদার্থকে পূর্ণ বলিয়া "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছি। দর্শনশক্তি তোমার একটি শক্তি; সেই বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তুমি দর্শন কর। শ্রবণশক্তি তোমার অপর একটি শক্তি, তাহার দ্বারা তুমি শ্রবণ কর। এই দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তি পরস্পর বিভিন্ন; পরন্তু সম্যক্ 'তুমি' এই প্রত্যেক শক্তির আশ্রয়; দর্শন করিতেও সম্যক্ 'তুমি' দর্শন করিতেছ, শ্রবণ করিতেও সম্যক্ 'তুমি' শ্রবণ করিতেছ; অতএব দর্শনকারীকেও পূর্ণ 'তুমি' বলা হইবে, শ্রবণ-

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

কারীকেও পূর্ণ 'তুমি' বলা হইবে। দর্শনশক্তির সীমাবদ্ধতাহেতু দর্শন-কারীকে অপূর্ণ বলা হইবে না। অতএব জীব এবং যাবতীয় জাগতিক বস্তু যখন ব্রহ্মশক্তি, তখন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ ও সীমাবদ্ধতা থাকিলেও, যখন সদ্ভুক্ত হইতে তাহারা ভিন্ন নহে,—যখন প্রত্যেকটি তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত শক্তি বিশেষ, তখন প্রত্যেককেই পূর্ণ বলিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। পরন্তু এক বৃহৎ মৃৎপিণ্ডের যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড আছে, খণ্ড সকলের মিলিতাবস্থায় ঐ বৃহৎ মৃৎপিণ্ডের পূর্ণতা, খণ্ড সকল কোনটিই পূর্ণ নহে, সদ্ভূত ব্রহ্ম তদ্ভূত খণ্ডযুক্ত নহেন, তিনি নিত্য পূর্ণ, অদ্বৈত, পরন্তু অনন্ত শক্তিশালী ; প্রত্যেক খণ্ড সেই অখণ্ড সদ্ভূতের শক্তি হওয়াতে, শক্তিতে শক্তিতে প্রভেদ থাকিলেও, প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণ সদ্ভূতে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, প্রত্যেকটি পূর্ণ বলিয়া আখ্যাত হয় ; ইহাতে কোন বাক্যবিরোধ বা যুক্তিবিরোধ নাই।

বিষয়—জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে কিরূপে ধারণা করা যায়।

শিষ্য। আপনি বলিলেন যে, অনন্তকালে প্রকাশিত অনন্তরূপী জগৎ নিত্য সদ্ভূতে প্রতিষ্ঠিত আছে, নূতন কিছুই হয় না, ইহা কিরূপে তাহা ধারণা করিতে পারিতেছি না, উহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। এই বিষয়টি “ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা” নামক গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ১৭৯ পৃষ্ঠায় একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তথায় বলিয়াছি, “যেমন এক খণ্ড প্রস্তর খুদিয়া তাহা হইতে কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, শিব, গোপাল প্রভৃতি মূর্ত্তি ইচ্ছানুরূপ প্রকাশ করা যায়, কিন্তু ঐ প্রস্তরখণ্ডকে উক্ত প্রকারে খুদিবার পূর্বে তৎসমস্ত মূর্ত্তিই ঐ প্রস্তরখণ্ডের সহিত এক হইয়া উহার অন্তর্নিহিত রূপে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং

প্রথম অধ্যায়

প্রকাশিত হইবার পূর্বে এবং পরে মূর্ত্তি সকল ঐ প্রস্তর হইতে অভিন্ন ; তদ্রূপ জগৎও পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হয় ; পরন্তু প্রকাশিত হইবার পূর্বে এবং পরে সকল অবস্থায়ই তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইবার পূর্বে যেমন মূর্ত্তিসকলের পরস্পর হইতে পৃথক্ ভাবের স্ফুরণ থাকে না, তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপ দ্বারা তদবস্থায় স্বীয় উপাদান প্রস্তর হইতে পৃথক্ করা যায় না, পরে প্রকাশিত সমস্ত রূপই প্রস্তরে অন্তর্নিহিত থাকে ; তদ্রূপ জগৎও পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্বে ব্রহ্মের সহিত একরস হইয়া বর্ত্তমান থাকে, পরে প্রকাশিত নাম ও রূপসকল ব্রহ্মেরই অন্তর্নিহিত হইয়া, তাঁহা হইতে অভিন্নরূপে অবস্থিতি করে ।” এইস্থানে “ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইবার পূর্বে” ও “ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইবার পরে” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে ; ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে ব্রহ্ম কালশক্তির অধীন । বস্তুতঃ ব্রহ্মের দর্শনশক্তি নিত্য, ইহা তাঁহার স্বরূপগত । ঐ দর্শনশক্তিবুক্ত সদ্ভূত ব্রহ্ম সদা ঈশ্বর ও জীবরূপে বিরাজমান আছেন । ব্যষ্টিকরূপে দর্শনশক্তিসম্পন্ন যে ‘সৎ’ তাঁহারই নাম জীব ; এই জীবও নিত্য । চিৎশক্তির বিষয়রূপে বিশিষ্টভাবে অবস্থিত হওয়ার নামই প্রকাশিত হওয়া । ব্রহ্মের এই সমস্ত শক্তিভেদ মাত্রই “পূর্বে” ও “পরে” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে । শ্রুতিও এই অর্থে “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি স্থলে কালবাচী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । ইহার অর্থ এই নহে যে, ব্রহ্ম এক সময়ে এক

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অবস্থায় ছিলেন, অপর সময়ে তাঁহার পরিবর্তন ঘটিল, তিনি বিশেষ সৃষ্টির ইচ্ছায়ুক্ত হইলেন এবং পরে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ হইলে তিনি পরিবর্তনশীল ও কালাধীন হইয়া পড়েন, তাহা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে।

অতএব ব্রহ্মস্বরূপ পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে গেলে, তাহাকে চতুষ্পাদ-বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা যায় ; যথা :—অনন্ত পৃথক্ রূপবিশিষ্ট জগৎরূপ প্রথম পাদ, জীবরূপ দ্বিতীয় পাদ, ঈশ্বররূপ তৃতীয় পাদ এবং অক্ষর সংরূপ চতুর্থ পাদ। উপাসনার নিমিত্ত অধিকারীভেদে এক এক পাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্ণনা করা হয় মাত্র। বস্তুতঃ এই চতুষ্পাদই নিত্য ষুগপৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত।

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৭—১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) *

* উদগীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিৎস্বরূপং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥১৭॥
সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্বপাশৈঃ ॥১৮॥
জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা ।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বোরূপো হকর্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥১৯॥

বিষয়—উপাসনাকালে ব্রহ্ম কি কি রূপে ধ্যেয় ?

শিষ্য । আপনি বলিলেন উপাসনার নিমিত্ত এক ব্রহ্মেরই পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ গৃহীত হয় ; ইহা বিশদরূপে বুঝিতে ইচ্ছা করি । আর ব্রহ্মের অবতাররূপ যে উপাসনার নিমিত্ত প্রায়শঃ গৃহীত হইয়া থাকে ইহা ব্রহ্মের কোন রূপ এবং ইহার তত্ত্বই বা কি ?

গুরু । পূর্বকথিত সঙ্গ্রহ ব্রহ্মই ‘অক্ষর ব্রহ্ম’ শব্দবাচ্য । ইহাতে কোন-রূপ বিশেষ রূপের প্রকাশ নাই । যাহা কিছু দৃশ্য আছে, যাহা কিছু মনের দ্বারা চিন্তনীয়, তৎসমস্তই বিশেষত্ববিহীন হইয়া—সর্ববিধ রূপবর্জিত হইয়া, সঙ্গ্রহ ব্রহ্মে এক হইয়া আছে । ইনি বাক্য মনের অগোচর ; কারণ বাক্য ও মন কোনও ‘বিশেষ’কে

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ ।

তস্তাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্

ভূয়শ্চাস্তে বিশ্বমায়ানিবৃদ্ধিঃ ॥১।১০॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ

ক্ষীগৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাগিঃ ।

তস্তাহভিধানাতৃতীয়ং দেহভেদে

বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥১।১১॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্,

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ।

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥১।১২॥

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অবলম্বন করে। রূপ-রসাদি বিশেষ ধর্মবর্জিত অবস্থাকে মন সাধারণতঃ অবলম্বন করিতে পারে না। তবে চিৎশক্তি স্বয়ং রূপ-রসাদি বর্জিত হইলেও, ঐ শক্তিই জীবের স্বরূপ হওয়ায়, এবং তৎসম্বন্ধে জীবের সাধারণ ভাবে স্বাভাবিক অনুভূতি থাকায়, সেই চিৎশক্তির ধ্যান কাহারও সাধ্যায়ত্ত্ব হয়। এই চিৎশক্তিরই অন্ততম নাম পুরুষ। এই পুরুষমাত্রের—আত্ম-স্বরূপের ধ্যানই কাহার কাহার পক্ষে উপযোগী হয়। সমগ্র-দর্শী ঈশ্বরকে ‘উত্তমপুরুষ’ শব্দে সংজ্ঞিত করা যায়।

পূর্বে বলিয়াছি, ব্যষ্টিদ্রষ্টা জীব সমগ্র দ্রষ্টা উত্তমপুরুষ ঈশ্বরের (অঙ্গীভূত) অংশমাত্র। অতএব জীব সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন। সুতরাং স্বয়ং চিদ্রূপ হওয়াতেও, তাঁহা হইতে ব্যাপক ঈশ্বরের প্রতি জীবের ভক্তিসঞ্চারণ হইয়া থাকে। তুমি আমি প্রভৃতি অনন্ত কোটি জীব বিশ্বরূপ দেহব্যাপী এক চৈতন্যময় পুরুষের অঙ্গীভূত আছি। তিনি সমগ্র দ্রষ্টা, আমরা ব্যষ্টিদ্রষ্টা। আমাদের সর্বপ্রকার সুখাদির অনুভূতি তাঁহার অধীন হওয়ায়, তাঁহার মহত্ত্ব বোধ হইলে, তৎপ্রতি আমাদের ভক্তির উদয় হওয়া স্বাভাবিক; বস্তুতঃ আমরা ঈশ্বরের অঙ্গীভূত অংশ-মাত্র বলিয়া জ্ঞান হইলে, তৎসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আকর্ষণ উপজাত হওয়া অবশ্যসম্ভাবী। নদী যেমন স্বীয় উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের দিকে নিয়তই ধাবিত হয়, পৃথিবী হইতে বিশিষ্ট পদার্থ যেমন স্বভাবতঃই পৃথিবীতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবও স্বীয় আশ্রয়ীভূত ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ কোন বস্তুকে মহৎ বলিয়া বোধ হইলে, সর্বত্রই তৎপ্রতি কিছু না কিছু ভক্তির সঞ্চারণ হয়; ইহা একপ্রকার আকর্ষণ বিশেষ।

এই আকর্ষণের নামই ভক্তি। পরন্তু তুমি যেমন তোমার সমগ্র-

প্রথম অধ্যায়

দেহের দ্রষ্টা (অধিষ্ঠাতা) হইলেও, নিজ স্বরূপে দৃশ্যস্থানীয় দেহ হইতে বিভিন্ন, দেহের পতনেও তোমার বিনাশ নাই, আর মুক্তাবস্থায় তো সর্ববিধ বিশেষ দেহবর্জিত চিৎকণারূপেই জীব অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সম্যক্ বিশ্বদ্রষ্টা যে ঈশ্বর, তিনিও স্বরূপতঃ বিশ্ব হইতে বিভিন্ন । তিনি চিন্মাত্র—দ্রষ্টাস্বরূপ ; সেই স্বরূপে তিনি সর্বরূপবর্জিত, এবং দৃশ্যস্থানীয় যাবতীয় বস্তু হইতে বিভিন্ন । তাঁহাকে নির্দেশ করিতেও “নেতি” “নেতি” অথবা দৃশ্যস্থানীয় কোন বস্তু নয়, তদতীত, জ্ঞাতাস্বরূপ মাত্র বলা যায় । বস্তুতঃ পূর্বেক্ত সক্রপ অক্ষর ব্রহ্মাবস্থা এবং চিৎশক্তিবৃক্ত ঈশ্বরবস্থা, এই উভয়ই রূপ-রসাদিবর্জিত ; এক সন্মাত্র, অপর সচ্চিন্মাত্র ।* ঐ চিৎ আপন সংরূপকে দর্শন করেন, তাহা যে আনন্দময়রূপে দর্শন ইহা পূর্বেই বলিয়াছি । এই আনন্দের দর্শন নিজ হইতে অভিন্নরূপে দর্শন । ইহাতে বৈধেতের আভাস মাত্র নাই । অতএব ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দময় ও অরূপী বলিয়া শ্রুতি এবং ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন । পরন্তু তোমার দেহের অধিষ্ঠাতা যেমন তুমি দেহী, তদ্রূপ প্রকাশিত সমগ্র জগতের অধিষ্ঠাতারূপে যখন ঈশ্বরকে ধ্যান করা যায়—বিশ্বরূপ দেহবিশিষ্ট পুরুষরূপে যখন তাঁহার ধ্যান করা যায়— তখন সেই ধ্যান সাকারের (সঙ্গের) ধ্যান হয় । এই ধ্যান অনন্ত-বিরাট পুরুষের ধ্যান । বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের ৭ম অধ্যায়ে উক্ত বিষয় সকল অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

“অমূর্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ

সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতানূপ ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৬৯॥

তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্তুদ্বরেমহৎ ।

সমস্ত শক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ॥৭০॥”

* ৩৮ পৃষ্ঠাও এই স্থলে দ্রষ্টব্য ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অর্থাৎ, হে নৃপ ! ব্রহ্মের যে অমূর্তরূপ তাহাই 'সৎ' শব্দের দ্বারা কথিত হয় ; সর্বপ্রকার শক্তিই এই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত আছে । হে রাজন্ ! তদ্ভিন্ন মহৎ যে বিশ্বরূপমূর্তি, তাহা তাঁহার অণুতর রূপ ; তাহাই সমস্ত শক্তিসম্পন্ন (বিশেষ বিশেষ) রূপসকলকে প্রকাশিত করে ।

ইহাতে বলা হইল যে, তাঁহার প্রথম রূপ অমূর্ত সূত্র, অর্থাৎ সৎমাত্র ('সৎ' এই শব্দে বিদ্যমানতা মাত্র বুঝায় । বস্তুতঃ তাঁহার এই রূপ কোন প্রকারে নির্দেশ করিতে পারা যায় না । তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে তিনি আছেন । অতএব 'সৎ' শব্দের দ্বারা কেবল এইমাত্র নির্দেশ করা হইয়াছে) । পরন্তু ঐ সৎ চিহ্নক্রিবিশিষ্ট, যাহা সর্বশক্তির আধার ; অতএব ঐ সৎ সর্বশক্তিমান ; এই শক্তিও তাঁহার স্বভাবগত । এই সর্বশক্তিময়রূপে তিনি ঈশ্বর-পদবাচ্য । অতএব পূর্বোল্লিখিত সচ্চিদানন্দরূপী ঈশ্বর সর্ববিধ বিশেষরূপ বর্জিত । তিনি জগদতীত হইয়া জগৎ প্রকাশিত করেন । বিশ্বরূপাধিষ্ঠিত যে চিৎ যাহাকে মহাবিরাট-রূপে বর্ণনা করিয়াছি, তিনিই ঈশ্বরের প্রথম প্রকাশিত অবস্থা ; তিনি প্রকাশিত ঈশ্বর, তিনি এই অবস্থায় হিরণ্যগর্ভনামে শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছেন । ইনি ব্রহ্মের প্রথম মূর্তিমান রূপ । এই ত্রিবিধ রূপই অধিকার অনুসারে সাধকের ধ্যাতব্য । এই বিষয়টি বিষ্ণুপুরাণের ৭ম অধ্যায়ে ৪৭ সংখ্যক শ্লোকে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে । যথা :—

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ ।

ভূপ মূর্তমমূর্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব ॥৪৭॥

অন্তর্থাৎ :—হে নৃপ, মনের আশ্রয় (ধ্যাতব্য) ব্রহ্ম ; ব্রহ্মের স্বভাবতঃ দ্বিবিধ রূপ আছে, একদিকে অমূর্ত ও মূর্ত, অপরদিকে পর ও অপর ।

অর্থাৎ অমূর্তরূপ দুই প্রকার—পর অমূর্ত ও অপর অমূর্ত ; এবং মূর্তরূপও দুই প্রকার—পরমূর্ত ও অপরমূর্ত ।

শ্রীধরস্বামী ঐ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন “.....মূর্তং মূর্তিমৎ অমূর্তং তদ্রহিতং । তৎপুনঃ প্রত্যেকং পরঞ্চাপরঞ্চৈতি দ্বিধা, তত্র পরমমূর্তং নিগুণং ব্রহ্ম অপরঞ্চামূর্তং ষড়্গুণেশ্বররূপম্ ॥”

এই স্থানে লক্ষ্য করিবে যে ব্রহ্ম স্বভাবতঃই দ্বিরূপ, ইহা এই পুরাণে বেদব্যাস সূক্ষ্মপট্টরূপে বলিয়াছেন । “স্বভাবতঃ” বলিতে এই দ্বিরূপতার যে কখনও অভাব হয় না, তাহা অবশ্য বুঝিতে হইবে ; কারণ স্বভাব পরিবর্তিত হয় না ।

অনন্ত বিশ্বরূপী ব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভনামে শ্রুতিতে এবং অনন্তদেব ইত্যাদি নামে পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছেন । ভগবান্ অনন্তদেবের বিরাট দেহের অন্তর্ভূত জাগতিক সর্ববিধরূপ । ইহা তাঁহার প্রথম প্রকাশিত মূর্তরূপ । ব্রহ্মের এই বিশ্বরূপকে কেহ কেহ পরমূর্তরূপ বলিয়া আবার অপর কেহ কেহ অপরমূর্তরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ; বস্তুতঃ এই রূপটি পরই হউক অথবা অপরই হউক ইহা ব্রহ্মের মূর্তরূপ এবং সাধকের ধ্যানব্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । সুতরাং ইহা ‘পর’ পদবাচ্য অথবা ‘অপর’ পদবাচ্য তাহার বিচার তত প্রয়োজনীয় নহে ।

বিষয়—ভগবানের দ্বিতীয় মূর্তরূপ কি ?

শিষ্য । মূর্তরূপও দুই প্রকার বলিলেন । তন্মধ্যে এক প্রকার রূপের মাত্র ব্যাখ্যা করিলেন ; ‘পর’ হউক অথবা ‘অপর’ হউক ভগবানের দ্বিতীয় মূর্তরূপ কি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ।

গুরু । হাঁ, এই দ্বিতীয় মূর্তরূপ এক্ষণে ব্যাখ্যা করিব ।

পূর্বে বলিয়াছি সদব্রহ্ম, সদা চিৎশক্তিয়ুক্ত, তিনি নিত্য চৈতন্য-বিশিষ্ট

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

জড়বৎ অজ্ঞান নহেন, তাঁহার জ্ঞানের বিষয় তিনি নিজে—এক নিরাকার অদ্বৈতরূপে এবং অনন্তরূপবিশিষ্টরূপে তিনি নিজেকে দর্শন করেন। এই অনন্তরূপে দর্শন দ্বিবিধ। সম্যক্ দর্শন এবং ব্যষ্টি দর্শন। ব্যষ্টিরূপে দর্শনশক্তিকেই জীবশক্তি বলে। এই ব্যষ্টিদর্শন সম্যক্ দর্শন-শক্তির অন্তর্কর্তা। সম্যক্ দর্শনশক্তিবিশিষ্ট 'সৎ' এরই নাম ঈশ্বর। অতএব জীবশক্তি ঈশ্বরাধীন। যাহা ঈশ্বরের দর্শনের বিষয় স্থানীয়, তাহাই পৃথক্ পৃথক্ রূপে জীবেরও দর্শনের বিষয়ীভূত হয়।

বিষয়—জীবকে ঈশ্বরের অঙ্গীভূত বলিয়া কিরূপে ধারণা করা যায় ?

শিষ্য। ব্রহ্মের দ্বিতীয় মূর্তরূপ ও অবতারের তত্ত্ব ব্যাখ্যার পূর্বে ব্যষ্টি দর্শনশক্তি (জীবশক্তি) কিরূপে সম্যক্ দর্শনশক্তির (ঈশ্বরের) অঙ্গীভূত ও অধীন তাহা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি :—তোমার সম্মুখে এই একটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে, তুমি এই স্তম্ভটির সম্পূর্ণরূপে দেখিতেছ ; ইহাই এই স্তম্ভের সম্যক্ জ্ঞান। পরন্তু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে দেখিবে যে বৃহৎকায় স্তম্ভের সম্যক্ দর্শনের অন্তর্ভূতরূপে ইহার প্রত্যেক অঙ্গের বিশেষ জ্ঞানও অবশ্য বর্তমান আছে। অঙ্গবিশেষের জ্ঞান ও সম্যক্ স্তম্ভের জ্ঞান যুগপৎই উৎপন্ন হইতেছে। যাহা কিছু সম্যক্ দর্শনে আছে, তদ্ব্যতিরিক্ত কিছু ঐ বিশেষ বিশেষ দর্শনের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে তোমার ঐ স্তম্ভবিষয়ক জ্ঞানের বহুবিধ বিশেষ অঙ্গ আছে ; ইহার বর্ণ শুভ্র, এই এক বিশেষ জ্ঞান ; ইহার কিয়দংশ গোল, কিয়দংশ চতুষ্কোণ, কিয়দংশ অগ্রপ্রকার, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আর একটি বিশেষ জ্ঞান।

পুনরায় ইহা কঠিন ; চিনির দ্বারা যেমন মন্দির ও অপরবিধ খেলনা প্রস্তুত করে, তাহাও দেখিতে এই স্তম্ভের গায় হইতে পারে, কিন্তু তাহা এত দৃঢ় হয় না, এবং তাহার আশ্বাদ ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার । এই স্তম্ভকে আঘাত করিলে এক বিশেষ প্রকার শব্দ হয়, তাহা ধাতুর শব্দের মত নহে । এই সমস্ত অবস্থা দ্বারা তুমি ইহাকে প্রস্তুতনির্মিত বলিয়া জানিয়াছ ; এই সকলও এই স্তম্ভ সম্বন্ধে অপরবিধ বিশেষ জ্ঞান । এইরূপ বহুবিধ বিশেষ জ্ঞান স্তম্ভ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইয়া ঐ স্তম্ভবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞানের অঙ্গীভূত ভাবে বর্তমান থাকে । এই সকল বিশেষ জ্ঞান মূলতঃ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, এবং কিয়দংশ অনুমানের দ্বারাও অর্জিত হয়, কিন্তু স্তম্ভসম্বন্ধীয় পূর্ণ-জ্ঞানে সকলই একত্র বর্তমান থাকে । ঐ বিশেষ বিশেষ অঙ্গের জ্ঞান সম্যক্ স্তম্ভজ্ঞানের অন্তর্ভূত । এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া লইবে যে সদ্ব্রহ্মের যে সম্যক্ দর্শনশক্তি—যাহাকে ঈশ্বরশক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি—তাহার অন্তর্ভূতরূপে প্রত্যেক অঙ্গ-বিশেষের দর্শনের বিশেষ শক্তিও অবশ্য আছে—যদ্বারা ঐ অঙ্গ-বিশেষেরই জ্ঞান হয় ; সেই শক্তিকে জীবশক্তি বলে । সূর্য্য আকাশে উদিত হইবামাত্র যেমন তাহার সম্যক্ প্রতিবিম্ব চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং ঐ সম্যক্ প্রতিবিম্বের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত সূক্ষ্ম রশ্মিসকলও তদন্তর্ভূতরূপে প্রসারিত হয়, অনন্ত সূক্ষ্ম জীবশক্তিও তদ্রূপ সম্যক্ দর্শনকারী ঈশ্বরের অন্তর্ভূতরূপে প্রকাশিত হয় । ঈশ্বর ও জীব, এই উভয়েরই দৃশ্যবস্তু এক সদ-ব্রহ্ম ; ঈশ্বর সদ্ব্রহ্মকে সম্যক্ দর্শন করেন, জীব ঈশ্বরের অধীন

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

থাকিয়া সেই সদ্ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ অংশ দর্শন করেন। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপগত ভেদ। পরন্তু স্তম্ভদর্শন দৃষ্টান্তে বলিয়াছি যে, বিশেষ বিশেষ স্তম্ভাঙ্গের জ্ঞান সমগ্র স্তম্ভজ্ঞানের অঙ্গীভূত; তদ্রূপ জীবও ঈশ্বরের অন্তর্ভূত জানিবে। অতএব জীব স্বভাবতঃ ঈশ্বরাধীন। ইহাই জীবের স্বরূপ।

বিষয়—ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ থাকা কথার অর্থ কি ?

শিষ্য। স্তম্ভ দর্শনের দৃষ্টান্তে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জ্ঞান কিরূপ তাহা এক্ষণে বুঝিলাম। কিন্তু ব্রহ্মের ত কোন খণ্ড নাই, তিনি অখণ্ড, নিত্য পূর্ণ বলিয়া পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; জাগতিক বিভিন্ন বস্তুনিচয়ও তাঁহার স্বরূপেরই অন্তর্গত বলিয়াছেন, তবে তাঁহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গদর্শন কিরূপে সম্ভব হয়? বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বলিতে ত যেমন বৃক্ষের পাতা, ডাল প্রভৃতি পৃথক্ অঙ্গ আছে তাহা বুঝায়, অঙ্গসকলের মিলনে সমষ্টি বৃক্ষ হয়; এই সকল অঙ্গ বৃক্ষের বিশেষ বিশেষ খণ্ড। ব্রহ্মের যখন খণ্ড নাই—তিনি অখণ্ড, তখন তাঁহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ কিরূপ হইতে পারে এবং ব্যষ্টিদর্শন (বিশেষ বিশেষ অঙ্গের জ্ঞান) কথারই বা অর্থ কি?

গুরু। ইহার উত্তর পূর্বে একপ্রকার বলা হইয়াছে; পরন্তু তোমার বোধের নিমিত্ত পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি:—তোমার নিজের স্বরূপে তুমি এক অখণ্ড বলিয়াই ত বোধ কর। তোমার শরীরের হস্তপদাদি নানাবিধ অঙ্গ আছে সত্য, কিন্তু এই শরীরে অধিষ্ঠিত যে একমাত্র চৈতন্যময় পুরুষ আছেন, তাহাই ত তোমার নিজের স্বরূপ। সেই পুরুষ ত সর্বদাই এক আছেন,

প্রথম অধ্যায়

গমন করা কালে ঐ গমন কার্য্য সেই এক সম্পূর্ণ পুরুষই (তুমিই) করিতেছ ; তোমার কোন অংশ গমন করিতেছে এরূপ কখনও বোধ কর না ; দর্শনকালে তুমি সম্পূর্ণ পুরুষই দর্শন করিতেছ ; শ্রবণকালে সম্পূর্ণ তুমিই শ্রবণ করিতেছ । এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই সম্পূর্ণ তুমিই সেই কার্য্য করিতেছ বলিয়া অনুভব কর । এই কার্য্যগুলি প্রত্যেকই এক তোমারই শক্তিবিশেষের প্রসারণ । এরূপ কখনও অনুভব কর না যে, তোমার একখণ্ড দর্শন করিতেছে, অপর এক খণ্ড শ্রবণ করিতেছে, ইত্যাদি । তুমি এক, অখণ্ডরূপ ; কিন্তু বহুবিধ শক্তি তোমাতে আছে, সেই সকল শক্তি আপন আপন কৰ্ম্ম করিবার সময় শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, অত্র সময় তোমার সহিত অভিন্নভাবে স্থিত হয় । তোমার চক্ষু যখন মুদ্রিত করিয়া থাক—কিছু দেখ না, তখনও তোমার দর্শনশক্তি আছে, কিন্তু শক্তিরূপে তাহার প্রকাশ নাই, তোমার সহিত এক হইয়া আছে, দর্শনকার্য্য কালে তোমার শক্তিরূপে প্রকাশিত হয় । এইরূপ অপরায় শক্তিও কার্য্যকালে শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, অপর সময় তোমাতে লীন হইয়া তোমার সহিত অভিন্নভাবে থাকে । এক ও অখণ্ড থাকিলেও তুমি নানাবিধ শক্তিসম্পন্ন ; সেই সকল শক্তি পরস্পরের সহিত বিভিন্ন হইলেও, সকলেই তোমার স্বরূপের অন্তর্গত, তোমার সহিত তাহারা সকলেই এক,—তোমার সহিত অভিন্নভাবে নিজেদের পার্থক্য বর্জিত হইয়া তাহারা বর্তমান থাকে, কার্য্যকালে বিশেষ বিশেষ নাম অবলম্বন করিয়া (যেমন একটি দর্শনশক্তি, একটি শ্রবণশক্তি ইত্যাকার নাম অবলম্বন

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

করিয়া) প্রকাশিত হয়। পরন্তু এই শক্তিসকলকে তোমার অংশ ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? তাহাদিগকে তোমার অংশই বলা যায়। সুতরাং তুমি স্বয়ং নিত্য অখণ্ড হইলেও, এই সকল বিশেষ বিশেষ শক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমাকে বিশেষ বিশেষ অংশযুক্ত বলিয়া কি বর্ণনা করা যায় না?—যেমন তোমার দর্শনশক্তি যখন প্রকাশিত হয়, তখন দর্শনশক্তিবিশিষ্ট তুমি এইরূপ বর্ণনা করা যায়, শ্রবণকালে শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট তুমি, গমনকালে গমনশক্তিবিশিষ্ট তুমি ইত্যাদি। এইসকল অবস্থার পরম্পরের সহিত পার্থক্য আছে। প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ; পরন্তু প্রত্যেক বিশেষ অবস্থারই অন্তরালে প্রত্যেকের আশ্রয়-রূপে এক অখণ্ড তুমি সর্বদাই বর্তমান আছ। অতএব তুমি এক অখণ্ড হইলেও, তোমার সম্বন্ধে সমগ্র দর্শন ও ব্যষ্টিদর্শন উভয়বিধ দর্শনই সম্ভব। সমগ্র শক্তিবৃদ্ধরূপে তোমার যে দর্শন, তাহা সমগ্র দর্শন, এবং তোমার বিশেষ বিশেষ শক্তিরূপ অংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেবল তত্ত্ব শক্তিবিশিষ্টরূপে যে তোমার দর্শন তাহা ব্যষ্টিদর্শন। অতএব এই উভয়বিধ দর্শনই এক তোমার সম্বন্ধে সম্ভব হয়, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। তুমি এক অখণ্ড থাকা সত্ত্বেও শক্তিসকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তোমার ব্যষ্টি-দর্শনেরও সম্ভাবনা আছে। তুমি অখণ্ড থাকা, এবং তোমার ব্যষ্টিরূপে দর্শন হওয়া এই উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্মের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। তিনি অখণ্ড ও নিত্য পূর্ণ স্বভাব, অথচ নিত্য অনন্ত শক্তিসম্পন্ন; ঐ সকল শক্তিই তাঁহার বিশেষ বিশেষ অংশ; শক্তিসকলের পরম্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে

প্রথম অধ্যায়

কিন্তু প্রত্যেকেরই তাঁহার সহিত অভিন্নতাও আছে। প্রত্যেক শক্তিরই দ্বিবিধ অবস্থা। ব্রহ্মের সহিত একত্বভাবে স্থিতি একটি এবং শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া বিশেষ নামরূপে অভিব্যঞ্জিত হওয়া অপর একটি। যেমন দর্শনকার্য না থাকা কালে তোমার দর্শনশক্তি তোমার সহিত এক হয়, কিন্তু কার্যকালে তোমার একটি বিশেষ শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়,—তুমি দর্শনশক্তিবিশিষ্ট-রূপেই তখন লক্ষিত হও, তদ্রূপ সদ্ব্রহ্ম বিশেষ বিশেষ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন থাকায়, বিশেষ বিশেষ নাম ধারণ করিয়া অনন্ত জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়েন। প্রকাশিত হইয়েন কথার অর্থ তাঁহার চিতি শক্তির বিষয়ীভূত হইয়েন, (ঈশ্বরের সমগ্রভাবে, জীবের ব্যষ্টিভাবে বিষয়ীভূত হইয়েন)। পূর্বেই বলিয়াছি সমগ্ররূপে দর্শনকারী চিৎশক্তিবুক্ত সদ্ব্রহ্মের নামই ঈশ্বর, ব্যষ্টি-রূপে দর্শনকারী চিৎশক্তির নামই জীব।

বিষয়—স্থূল জগৎকে কিরূপে ব্রহ্মের শক্তিমাত্র বলা যাইতে পারে ?

শিষ্য । সদ্ব্রহ্ম চিৎশক্তিবুক্ত, অনন্ত শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁহার শক্তির অনন্ততাহেতু ঐ চিৎশক্তির বিষয়ও অনন্ত ; সুতরাং সম্যক্ দর্শনকারী চিৎ (ঈশ্বর) এবং ঈশ্বরের অংশরূপী ব্যষ্টিদর্শনকারী চিৎ (জীবসমূহ), ইহাদের মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে এক্ষণে বুঝিলাম। পরন্তু আপনি বলিয়াছেন যে এই বিচিত্র জগৎ সমস্তই ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ, প্রকাশিত অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ হয় কিন্তু মূলতঃ তাঁহার সহিত এক হইয়া আছে ; যেমন আমার দর্শনশক্তি কার্যকালে দর্শনশক্তি নামে প্রকাশিত হয়, অপর সময় আমার সহিত এক হইয়া থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু শেষোক্ত

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

কথাটি এক্ষণেও আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। জগৎ জড় বস্তু—বৃহৎ ; তন্মধ্যস্থিত প্রস্তুরাতি অতি কঠিন। পরন্তু শক্তি অতি সূক্ষ্ম, দৃষ্টতঃ শক্তির কোন অবয়বই নাই, কেবল কার্য্য দ্বারা তাহার সত্তার পরিচয় হয়। অতএব দৃশ্যমান স্থূল জগৎকে শক্তিনামে কিরূপে আখ্যাত করা যায়? শক্তির দ্বারা ইহা চালিত হইতে পারে, ইহা দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট, আশ্বাদিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিজে কোন প্রকার শক্তিমান, এইরূপ ত বলা যায় না? অতএব ইহাকে কিরূপে ব্রহ্মের শক্তি বলা যাইতে পারে তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বলুন।

গুরু। স্থূল এবং সূক্ষ্মের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ আছে মনে করিতেছ বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত নহে। দেখ, জলীয় বাষ্প অতি সূক্ষ্ম, তাহার অস্তিত্ব তোমার একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও বোধগম্য হয় না; একখানা আর্দ্র বস্তুর শুকাইতে দাও, ইহাতে সংলগ্ন জলীয় কণাসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া বাষ্পাকার অবলম্বন করে, বস্তুখানা শুষ্ক হইয়া যায়; বস্তুর জল বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পুষ্করিণীর জল, নদীর জলও এই প্রকার উড়িয়া যায়। এই বাষ্প তোমার সমীপে বায়ুতে বর্তমান থাকিলেও তুমি তাহা বোধগম্য করিতে পার না। ঐ বাষ্প যখন ঘনীভূত হইয়া মেঘাকারে পরিণত হয় তখন তাহা ধূমবৎ দৃষ্টিগোচর হয়, আরও অধিক ঘনীভূত হইলে জলরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে পতিত হয়। কখনও বা ততোধিক ঘনীভূত হইলে প্রস্তুরের গ্ৰায় কঠিন বরফ আকারে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। বরফ, জল ও বাষ্প এই তিনটি বাস্তবিকই এক পদার্থ। পৃথিবীর ধূলি, মৃত্তিকা,

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তুত এতৎ সমস্তই স্থূল ও কঠিন এবং অবয়ব-বিশিষ্ট ইহা সত্য । কিন্তু ইহাদেরও পরমাণুসকল অতি সূক্ষ্ম ; অগ্নিতে গলিয়া প্রস্তুত মৃত্তিকা সমস্তই তরলরূপ ধারণ করে, অগ্নি অধিক হইলে অতি সূক্ষ্ম বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া বায়ুর সহিত একীভূত হইয়া বিচরণ করে । ঐ বায়বীয় অবস্থায় তাহারা তোমার কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না । একটি কাষ্ঠখণ্ডকে অতি স্থূল কঠিন বলিয়া বোধ কর, অগ্নিসংযোগে ইহার অধিকাংশ বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া বায়ুর সহিত একীভূত হইয়া উড়িয়া যায় । তোমার কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ সূক্ষ্মাবস্থায় তাহা অনুভব করিতে পার না ; সকল জাগতিক বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ নিয়ম আছে,— কখন সূক্ষ্ম, কখন স্থূল । মূলতঃ জাগতিক সমস্ত পদার্থই অদৃশ্য সূক্ষ্মাবস্থা হইতেই স্থূলাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । অতএব স্থূল সূক্ষ্মের প্রভেদ অতি অকিঞ্চিৎকর ।

শক্তি এবং দৃশ্য বস্তুসকল এক বলিয়া বোধ করিতে পার না বলিয়াছ ; সাধারণ দৃষ্টিতে এইরূপই বোধ হয় সত্য । কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, এই দৃষ্টতঃ প্রভেদও বস্তুতঃ অকিঞ্চিৎকর, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি :—তুমি একটি স্থূল পদার্থ একদিন দর্শন করিলে, দর্শন করিবার সময় তদ্বিষয়ে তোমার জ্ঞান হইল ; তৎপর তুমি অন্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, অন্য স্থানে গমন করিলে, আর পূর্বদৃষ্ট পদার্থটি তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত রহিল না, তুমি তাহা ভুলিয়া গেলে । দীর্ঘকাল পরে কোন উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হওয়াতে তোমার পূর্বদৃষ্ট পদার্থটি স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল । তখন সেই পূর্বদৃষ্ট পদার্থটি তোমার সাক্ষাতে নাই, হয়ত তাহার তদ্রূপে

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অস্তিত্বও তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তোমার স্মৃতিতে উদয় হওয়াতে তাহা বর্তমানবৎ তোমার জ্ঞানগম্য হইল । এক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার স্মৃতিতে উদিত রূপটি এই দীর্ঘকাল কোথায় অবস্থিত ছিল । নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমার দর্শনেন্দ্রিয় যেমন দর্শনকার্যকালে প্রকাশিত হয়, অপর সময় তোমার বুদ্ধির সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থিত থাকে এবং পুনরায় দর্শনকার্যের প্রয়োজন হইলে পুনরায় প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ এই পূর্বদৃষ্ট স্থূল পদার্থটিও প্রথম দর্শনকালে তোমার বুদ্ধিতে আপন স্বরূপ অঙ্কিত করাতে, তাহা তোমার দর্শনের বিষয় হইয়াছিল ; কিন্তু পরে তুমি অন্য-স্থানে গমন করায় এবং অন্য কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় ইহার জ্ঞান তোমার বিলুপ্ত হইয়াছিল । পরন্তু প্রথম দর্শনকালে তোমার বুদ্ধিতে ইহার যে প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছিল সেই প্রতিবিম্বটি বুদ্ধির সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় নাম রূপ বিবর্জিত হইয়া বুদ্ধিতেই বর্তমান ছিল, পরে উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হওয়াতে পুনরায় স্বীয় বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ায় তোমার বোধগম্য হইয়াছে ; ইহারই নাম স্মৃতি । দৃষ্ট পদার্থ-সকলের রূপ বুদ্ধিতে স্থিত না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে স্মৃতি হওয়া অসম্ভব ; স্মৃতির সময়ে পূর্বদৃষ্ট বাহ্য বস্তুটি বর্তমান থাকে না অথচ তাহার জ্ঞান হয় ; পরন্তু অস্তিত্বহীন বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না । অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্বদৃষ্ট পদার্থের রূপ বুদ্ধিতে বর্তমান ছিল, এক্ষণে (স্মৃতিকালে) উদ্দীপক কারণ পাইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে । অতএব তোমার দর্শনশক্তি যেমন তোমার বুদ্ধির সহিত এক হইয়া অপ্রকাশভাবে বর্তমান থাকে, দর্শনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে প্রকাশিত হয়, ঠিক তদ্রূপ দৃষ্ট বাহ্য বস্তুটির রূপও বুদ্ধির

প্রথম অধ্যায়

সহিত একীভূত হইয়া অপ্রকাশভাবে বর্তমান থাকে, পরে উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে পুনরায় প্রকাশিত হইয়া বোধগম্য হয়। অতএব বুদ্ধির সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া যেমন দর্শনশক্তি বর্তমান থাকে, ঠিক তদ্রূপই বাহুবস্তুর স্থূলরূপও বুদ্ধিতে একতাপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমান থাকে,—যখন বাহুবস্তুর স্থূলরূপ এবং দর্শনশক্তি উভয়ই বুদ্ধি হইতে অভিন্ন হইয়া বর্তমান থাকে, তখন ঐ স্থূলরূপ ও দর্শনশক্তি উভয়কেই একই বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত রূপ বলিয়া কি বোধগম্য করা উচিত নহে? (বুদ্ধিরই অন্তর নাম “চিন্তা” বলিয়া জানিবে)। যখন উভয়ই এক বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ প্রকাশিত রূপ, তখন ইহাদিগকে সম শ্রেণীর পদার্থ বলিয়া নিশ্চয়ই অবধারণ করা উচিত। বস্তুতঃ জগৎসৃষ্টি ব্যাপার বিশেষরূপে নির্দেশ করিতে গিয়া সাংখ্য দর্শনকার (এবং সাংখ্য-দর্শনের ঠিক অনুরূপ পৌরাণিকগণ পুরাণ সকলে সর্বত্র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক বুদ্ধিতত্ত্বই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া অহংতত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়, এবং অহংতত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইয়া এক দিকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র, এবং এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ্ এবং ক্ষিতি ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। অপরদিকে মন ও দর্শন শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে পূর্বোক্ত শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত বর্তমান থাকে। এই সকল তত্ত্ব প্রকাশ হওয়ার প্রণালী “ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা” গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠে ইহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবে। অতএব রূপাদি-বিশিষ্ট জাগতিক বস্তুনিচয় ও দর্শনাদি শক্তির মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই; ইহারা সকলই এক বুদ্ধিরই প্রকাশিত অবস্থাভেদ মাত্র।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

বিষয়—কর্মের দ্বারা বস্তু নূতন উৎপন্ন হয় দেখা যায়, ব্রহ্মে বস্তু সকল নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে ইহা কিরূপে হয় ?

শিষ্য । দর্শনাদি শক্তি ও রূপ রসাদি বস্তু সমস্তই বুদ্ধির বিকার ইহা বুঝিলাম, ইহাদের মধ্যে যেরূপ ভেদ থাকা বোধ করিতাম তদ্রূপ ভেদ নাই বুঝিলাম ; পরন্তু এখনও আমার সংশয় সম্পূর্ণ রূপে মিটে নাই । প্রত্যেক বস্তু তাহার কারণরূপী বস্তুর কর্মক্ষেপ্তা (কোন না কোন ব্যাপার) দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকি । বস্তুর উৎপত্তি সেই ব্যাপারের ফল । নূতন উৎপন্ন বস্তুটি কারণের কার্যস্বরূপ বলিয়া বোধ করি । আপনি বলিয়াছেন জাগতিক সমস্ত বস্তুই নিত্য সদ্ভূক্তের সহিত এক হইয়া নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে ; তবে আমরা যে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ দেখি এবং কারণ-বস্তুর শক্তি প্রয়োগরূপ চেপ্টার দ্বারা কার্য্য বস্তু উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ করি ইহা কিরূপে হইতে পারে ? কারণ-বস্তুর শক্তি প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য-বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে বাধাসকল দূর করিয়া এবং কখন কখন দুই তিনটি অথবা অধিক বস্তু একত্র করিয়া কার্য্য-বস্তু উৎপাদন করে, ইহাই সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয় । তবে কার্য্য-বস্তুও শক্তির গ্ৰায় সদ্ভূক্তে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা কিরূপে ধারণা করিতে পারা যায় ?

গুরু । তোমার এই সন্দেহ অধিকাংশ লোকের মনেই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই । পরন্তু নিবিষ্ট চিন্তে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে এই সন্দেহ অমূলক । দেখ, জড় জগতে সর্বত্রই এই কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয় ; যেন প্রত্যেক বস্তুই

প্রথম অধ্যায়

নূতন উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ অনুভব সর্বদা হইয়া থাকে । পরন্তু জড় জগতের সমস্ত ব্যাপার যে অলঙ্ঘনীয় নিয়মাধীন তাহা জড় বিজ্ঞানেও নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে । এই সকল নিয়ম (law) যে পরিমাণে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমরা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি । ঝড় সকল প্রকাশিত হইবার কিছু পূর্বেই তাহার বিজ্ঞাপন গভর্নমেন্ট প্রকাশ করেন । অद्याপি ভারতবর্ষে এমন জ্যোতিষী আছেন, যাহারা তোমার জীবনের প্রত্যেক ভবিষ্যৎ ঘটনা গণনাদ্বারা সেই সকল ঘটনা ঘটিবার বহু পূর্বে নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিতে পারেন, অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই সকল ঘটনা যে প্রকাশিত হইবে, তাহা পূর্বাধি অবধারিতই আছে । যদি জাগতিক সমস্ত নিয়মের বিজ্ঞান আমাদের জন্মে, তবে জাগতিক সমস্ত ঘটনারই ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের উপজাত হওয়া সম্ভব । যোগীপুরুষগণ তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ভাগ্য, ভূত ভবিষ্যৎ কর্ম ও সুখদুঃখাদি বলিয়া দিতে সমর্থ ; এই বিষয়ে ভারতবর্ষে এ যাবৎ প্রমাণাভাব হয় নাই । পরন্তু ঈশ্বর যে সর্বজ্ঞ তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই ; এই সমস্ত জাগতিক নিয়মের নিয়ন্তা তিনিই । সুতরাং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে প্রকাশিত সমস্তই যে তাঁহার জ্ঞানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা কিরূপে অস্বীকার করিতে পারা যায় ? যদি ঈশ্বরজ্ঞানে সমস্তই নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্য হয়, তবে যাহা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাই জীবজ্ঞানে পর পর প্রকাশিত হয় বলিতে হইবে ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

বস্তুসকলের নূতন উৎপত্তি হওয়া যে আমরা বোধ করি তাহার কারণ এই যে, তৎসমস্ত পূর্বে আমাদের জ্ঞানের বিষয় থাকে না পরে প্রকাশিত হয়। পরন্তু একেবারে “নাই” হইতে হঠাৎ আপনা হইতে প্রকাশিত হইল, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। প্রত্যেক বস্তু কোন কারণ বিনা একেবারে নাই অবস্থা হইতে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে ইহা কোন জীব মনে করিতে পারে না। কোন উপাদান-কারণ কোন নিমিত্ত-কারণের দ্বারা চালিত হইয়া নূতন বস্তুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই সর্বসাধারণের ধারণা। নিমিত্ত-কারণরূপ কুস্তকার উপাদান-কারণরূপ মৃত্তিকা অবলম্বন করিয়া নিজ ব্যাপার দ্বারা মৃত্তিকাকে কুস্তরূপে পরিণত করে, ইহাই সর্বত্র দৃষ্ট হয় ও সত্য। বস্তুতঃ সমস্ত বস্তুই সদৃশ্বে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কোন বস্তুই নাস্তি অবস্থা হইতে প্রকাশিত হয় না ; অতএব সর্বসাধারণ জীবের এই শেষোক্ত ধারণা সম্পূর্ণ সত্য, অমূলক নহে। পরন্তু সদৃশ্বে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে ও পরবর্তী অপর বস্তুর সহিত যোগে জীবের বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। যেটির পর যেটি প্রকাশিত হইবে তাহার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম আছে। যে বস্তুটি পূর্ববর্তী না হইলে পরবর্তী বস্তুটির প্রকাশ হয় না, পরবর্তী বস্তুটির বিদ্যমানতা বিষয়ক জ্ঞান যে স্থলে উপজাত হয় পূর্ববর্তী বস্তুটিরও বিদ্যমানতা বিষয়ক জ্ঞান সেই সেই স্থলে সর্বদাই হইয়া থাকে এইরূপ যে যে স্থলে আমরা দেখি, সেই সেই স্থলেই সেই সেই বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ-বিদ্যমানতা বিষয়ক সম্বন্ধ আছে বলিয়া বর্ণনা করি। বস্তুতঃ যাহাকে কারণবস্তুর

প্রথম অধ্যায়

ব্যাপার বলা যায়, তাহাও এক একটি বিশেষ অবস্থার ক্রমিক প্রকাশ মাত্র। সম্পূর্ণ কৃত্তাকারে পরিণত হইবার পূর্বে মৃত্তিকা-পিণ্ড যে সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া যায় বলিয়া বোধ করি, সেই সমস্ত অবস্থাও পর পর ক্ষণব্যাপী বহু অবস্থার সমষ্টিমাত্র। ইহা আরও পরিষ্কার করিয়া একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। তোমরা বায়স্কোপ (bioscope) যন্ত্র দেখিয়াছ; তাহাতে কখনও এইরূপ দেখায় যে, একজন এক স্থান হইতে কোন দ্রব্য চুরি করিয়া পলায়ন করিল; চোর বস্তুটি লইয়া যাইতেছে টের পাইয়া গৃহস্থ তলবার হাতে লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল; নানা গলি, পাহাড়, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া গৃহস্থ চোরের সমীপবর্তী হইলে, উভয়ে লড়াই করিতে লাগিল; লড়াই করিতে করিতে গৃহস্থ তলবার দ্বারা চোরের শিরশ্ছেদ করিয়া নিজের বস্তু উদ্ধার করিল, ইত্যাদি। বস্তুতঃ এইরূপ ঘটনা ঘটিবার কালে একজন লোক সঙ্গে থাকিলে, সে যেমনভাবে সত্য সত্য ঘটনা সকল দেখে, পরে বায়স্কোপ যন্ত্র দ্বারা ঠিক তদ্রূপেই তাহা অপরকে দেখান যায়। সত্য ঘটনা সকল ঘটিবার কালে প্রতি মুহূর্তে তাহাদের যেমন যেমন রূপ সকল দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফটোগ্রাফ ক্রমান্বয়ে অতি দ্রুতবেগে গ্রহণ করিয়া রক্ষিত করা হয়, সেই সকল ফটোগ্রাফ যন্ত্রে আকৃষ্ট করিয়া দ্রুতবেগে একটির পর আর একটি ক্রমান্বয়ে দর্শক-বৃন্দকে প্রদর্শন করা হয়। সত্য ঘটনা ঘটিবার সময় যেমন একটি 'কার্য্য' অপর একটি 'কারণ' বলিয়া অনুভূত হয়, বায়স্কোপ যন্ত্রস্থ চিত্রসকলকে পর পর প্রদর্শন করা কালেও

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ঠিক তদ্রূপ ঐ সকল ঘটনা কার্য-কারণ-সম্বন্ধে অবস্থিত থাকা দৃষ্ট হয়, ইহাতে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। পরন্তু বায়স্কোপ দর্শনকালে যে দৃশ্য পদার্থসকলের (ছবি সকলের) কেবল পর পর দর্শনমাত্র হয়, পরস্পরের মধ্যে অণু কোন সম্বন্ধ নাই, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে কারণ-স্থানীয় যে পদার্থটি স্থূল চক্ষে দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ কার্যস্থানীয় বস্তুটির প্রকাশ বিষয়ে ঐ দৃষ্টতঃ কারণ-স্থানীয় বস্তুটির কোনই কর্তৃত্ব নাই, তোমার নিকট অব্যবহিত পর পর প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে এইরূপ জাগতিক সমস্ত চিত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। জীব কালশক্তির অধীন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি; সুতরাং জীবের জ্ঞানে ঐ সকল চিত্র পর পর প্রকাশিত হইতেছে। দুইটি বস্তু এক বিশেষ অবস্থায় প্রকাশিত হইলে, তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকেই কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বলিয়া আমরা বোধগম্য ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। দেখ, তুমি নিজে যখন কোন অঙ্গ চালনা করিতেছ বলিয়া বোধ কর, তখন ঐ অঙ্গের বিশেষ বিশেষ অবস্থারই জ্ঞান তোমার পর পর হইয়া থাকে। একটি প্রস্তুত ঠেলিয়া দিতে তুমি শক্তি প্রয়োগ করিতেছ বলিয়া মনে কর; ঠেলিয়া দেওয়া কার্যে তোমার শরীরাত্যন্তরিক অঙ্গ সকলের যে যে বিশেষ অবস্থা প্রকাশিত হয়, তাহার অনুভব ভিন্ন আর কি জ্ঞান ঐ শক্তি সম্বন্ধে তোমার আছে? দ্রুতবেগে অনুভব সকল পরিবর্তিত হইতে থাকে, তন্নিমিত্ত তাহাতে তোমার এক ধারাবাহিক একত্ব বুদ্ধি হয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলবিন্দু দ্রুতবেগে সংলগ্ন-

ভাবে পর পর নদীতে চলিতে থাকে, কিন্তু তৎসমস্ত এক নদী বলিয়া বোধ জন্মে ; যেমন প্রদীপশিখা প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন হইলেও, এক অখণ্ড প্রদীপশিখা বলিয়া বোধ হয়, ইহাও তদ্রূপ জানিবে । প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পরিবর্তিত হইলেও সংলগ্ন ভাবে অনুভূতির বিষয় হওয়ায় সেই সকলকে প্রবাহরূপে স্থিত একটি বস্তু বলিয়া তুমি বোধ কর ।

পরন্তু তোমার একই শক্তি যেন প্রবাহরূপে গমন করিয়া কার্যসকল প্রকাশিত করে, এই যে তোমার বোধ তাহার একটি সত্য কারণও আছে, তোমার এই বোধ একান্ত অলীক নহে । দেখ, তোমার নিজের সম্বন্ধে সর্ববিধ শক্তিপ্রয়োগ কার্যে তোমার নিজের একত্ব বোধ নিত্যই অনিবার্য্য রূপে বর্তমান থাকে ; দর্শনকার্য্যও তোমার, শ্রবণকার্য্যও তোমার, স্পর্শকার্য্যও তোমার ; বাল্যকালে যে তুমি, যৌবনকালেও সেই তুমি, এবং বার্দ্ধক্যেও সেই তুমি ; সুস্থাবস্থায় যে তুমি, অসুস্থাবস্থায়ও সেই তুমি ; তোমার নিজের একত্ব বোধ সর্বাবস্থাতেই সমভাবে প্রত্যেক বিষয়ের অনুভূতির সহিত বর্তমান আছে । এই একত্ব বোধ অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু ইহা ভ্রম নহে । কারণ পূর্বেই বলিয়াছি এক সদ্ভুক্তই সদ্ভুক্ত, তিনি চিহ্নশক্তিক্রিয়ুক্ত ; ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশক্তি তাঁহারই এক চিহ্নশক্তির অঙ্গীভূত । এই ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশক্তিক্রিয়ুক্ত সদ্ভুক্তেরই নাম জীব । সুতরাং তিনি প্রত্যেক দর্শনকার্য্যের মূলে অবস্থিত আছেন ; এবং দৃশ্যস্থানীয় সমস্তই তাঁহার স্বরূপান্তর্গত ; যখন কারণবস্তুও তিনি, কার্য্যবস্তুও তিনি এবং যাহাকে কারণবস্তুর ব্যাপারাবস্থা বলি তাহাও তিনি, তখন এক কারণবস্তুই কার্য্যরূপতা প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া যে অনিবার্য্য বোধ তোমার আছে, ইহাকে কেবল অলীক ভ্রম মাত্র বলা যাইতে পারে না ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

এক বিশেষ রূপবিশিষ্ট হইয়া কারণবস্তুর কার্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বিশেষ বিশেষ রূপরসাদি গুণসমষ্টির আশ্রয় এক সদ্ভুক্ত, ইহা সত্য। অতএব তোমার ধারণা অমূলক নহে ; তোমার নিজের অঙ্গীভূত ব্যাপার সমূহ আশ্রয়রূপী এক অখণ্ড তোমারই ব্যাপার বলিয়া তোমার যে বোধ আছে, তাহাও অলীক নহে। তোমার নিজের সম্বন্ধীয় এই ধারণাকেই দৃষ্ট বাহ্য বস্তুর ব্যাপার সম্বন্ধে আরোপ করিয়া, ঐ বাহ্য বস্তুরও তদ্ব্যাপারের প্রবাহরূপে একত্ব বোধ তোমার উপজাত হয় ; ইহাও মিথ্যা নহে ; কারণ বিশেষ বিশেষ রূপ, রসাদি গুণসমষ্টির আশ্রয়ীভূত গুণী বস্তু এক সদ্ভুক্ত ; তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তোমার আশ্রয়ীভূত যেমন সদ্ভুক্ত, তদ্রূপ প্রত্যেক বাহ্য রূপেরও আশ্রয়স্থানীয় সদ্ভুক্ত। তিনি স্বীয় চিতি শক্তির দ্বারা একদিকে দ্রষ্টা জীবরূপে, অপরদিকে দৃশ্য বস্তুরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। তোমার বাহ্য রূপ ও শক্তির ব্যাপারের পরিবর্তন অহর্নিশ হইতেছে, তাহাতেও তুমি এক আছ, এবং এক থাকিয়া ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়া বালক, যুবা, বৃদ্ধ, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইতেছে। এতদৃষ্টে বাহ্যবস্তুর রূপ, রসাদি পরিবর্তনের সঙ্গে এক স্থায়ী পদার্থ আছে, এবং সেই স্থায়ী পদার্থও নিজে এক থাকিয়া কেবল রূপ, রসাদি গুণ বিষয়ে পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া তোমার ধারণা অলঙ্ঘ্যরূপে বর্তমান আছে ; ইহা সত্য ধারণা, অমূলক নহে। বাহ্য স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ মাত্র তোমার পঞ্চ জ্ঞানেन्द्रিয়ের দ্বারা তুমি অবগত হও ; ঐ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি সেই বস্তুর পূর্বাপর একত্ব বিষয়ে তোমার বোধ অলঙ্ঘনীয়। একটি গোলাপের কলি অল্প এক স্থানে দেখিলে ; দুই দিন পরে তাহার সমস্ত অঙ্গ পরিবর্তিত হইয়া গেলেও—

তাহার রূপ, রসাদি সমস্ত পরিবর্তিত হইলেও, পূর্ব দৃষ্ট গোলাপ কলি ও পরে দৃষ্ট শুষ্ক গোলাপ একই বস্তু বলিয়া তোমার অলঙ্ঘনীয় ধারণা থাকে ; এই ধারণা মিথ্যা নহে । ইহার কারণ এই যে ঐ রূপ-রসাদিকে একটি স্থায়ী বস্তুর গুণ মাত্র বলিয়া তোমার অলঙ্ঘনীয় ধারণা আছে ; সুতরাং রূপ, রসাদি গুণ পরিবর্তিত হইলেও তাহাদের আশ্রয়স্থানীয় গুণী বস্তুটির একত্ব বোধ তোমার সর্বদাই বর্তমান থাকে । সেই আশ্রয় বস্তুর স্বরূপ তোমার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে ; কিন্তু ইহা যে আছে তৎসম্বন্ধে তোমার ধারণা কোন প্রকারে বিনষ্ট হয় না । এই আশ্রয় বস্তু সদ্বুদ্ধ ; সেই সৎ যে সদা চিৎশক্তিবিশিষ্ট তাহা পূর্বেই বলিয়াছি ; অপর সমস্ত শক্তিই ঐ চিৎশক্তির অন্তর্গত । সর্ববিধ জাগতিক শক্তিবিশয়ে তোমার জ্ঞানও তোমার নিজের স্বরূপগত চিৎশক্তির অনুভব হইতেই উপজাত হয় । এই চিৎশক্তিরই অপর নাম ঈক্ষণ অথবা দর্শন শক্তি অথবা চিতি শক্তি ; এই ঈক্ষণ শক্তি জগদ্ব্যাপার প্রকাশের মূল । শ্রুতি বহুস্থলে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—হান্দোগ্য উপনিষদে শ্রুতি বলিয়াছেন :—

“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি ॥”

অর্থ :—হে সৌম্য, দৃশ্যমান এই জগৎ অগ্রে (অর্থাৎ রূপাদি দ্বারা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্বে) সক্রপে (সদ্বুদ্ধরূপে) বর্তমান ছিল । সেই সৎ এইরূপ “ঈক্ষণ” করিলেন যে আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে প্রকাশ হউক ।

এই শ্রুতি এবং এই প্রকার অন্যান্য শ্রুতি দ্বারা এই সার তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে প্রকাশিত সমগ্র জগৎ সক্রপ ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত আছে । তাহার ঈক্ষণ শক্তি প্রভাবে

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

তিনি আপনিই আপনাকে অনন্ত জগদ্রূপে প্রকাশিত (দর্শন) করিয়া থাকেন। পরন্তু এস্থলে উক্ত শ্রুতির উল্লিখিত “আসীৎ” পদ অতীতকাল-বাচী হওয়াতে, এরূপ বুঝিবে না যে ‘সৎ’ রূপ ব্রহ্মের ঐক্ষণ শক্তির এককালে অভাব ছিল, কালান্তরে প্রাদুর্ভূত হইল। শক্তি এক কালে থাকে, কালান্তরে থাকে না—এইরূপ হইলে সেই শক্তিমানকে পরিবর্তন-শীল বলিতে হয়; অতএব ব্রহ্ম পরিণামী হইয়া পড়েন। কিন্তু পরিণামিত্ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে অসংখ্য শ্রুতি নিবারণ করিয়াছেন; তিনি সর্বদা একরস—অক্ষর। যাহা কিছু পরিবর্তনশীল তাহা ক্ষর—বিনাশধর্ম্মশীল। স্মৃতরাং ব্রহ্মের পরিণামশীলত্ব সর্ববিধ শাস্ত্রের অগ্রাহ; তিনি পরিবর্তনশীল স্মৃতরাং কালাধীন হইলে, জীবের সহিত তাঁহার কোন পার্থক্যই থাকে না, তিনি অনীশ্বর হইয়া পড়েন। তবে পূর্বেও ছান্দোগ্য প্রভৃতি শ্রুতি যে অতীতকালবাচী “আসীৎ” পদ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জগতের প্রকাশিত অবস্থার অতীত অর্থাৎ দৃষ্টির অবিষয়ীভূত ব্রহ্মরূপতা যে জগতের আছে, তাহাই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে।

কেমন এইক্ষণ তোমার সংশয় দূর হইয়াছে কি ?

বিষয়—ব্রহ্মেই বস্তুনিচয় নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এবং দ্রষ্টা জীবও ব্রহ্মের

অঙ্গীভূত হইলে বস্তুসকল পৃথকরূপে থাকাই বা কিরূপ হয় ?

শিষ্য। হাঁ, এইক্ষণ অনেকটা বুঝিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটি বিষয় আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া শুনিতে ইচ্ছা হয়। ব্রহ্মই একমাত্র সর্বস্ব, তাঁহাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার বাহিরে কিছু নাই। তবে তাঁহাতে বর্তমান থাকিলেও কিরূপে আবার জগৎ তাঁহা হইতে বাহিরে পৃথকরূপে বর্তমান থাকা তাঁহার জীবশক্তির গোচর হয়, এই বিষয়টি এখনও ভালরূপ ধারণা

করিতে পারি নাই। আমার নিজের দর্শনাদি শক্তিসকলের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সেই সকল শক্তি কার্যকালে যেন আমা হইতে বাহির হইয়া গিয়া আমার বাহিরে স্থিত বস্তু রূপাদি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে; সকল বস্তুই আমাতে বর্তমান থাকিলে বস্তুসকলের বিভিন্নত্ব বোধ কিরূপে হইতে পারে? এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করি।

শুরু। এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য এক প্রস্তরখণ্ডের ভিতরে কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা ইত্যাদি নানা মূর্তির দর্শন যে হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। প্রস্তর খুদিয়া মূর্তিসকলকে বাহির করিবার পূর্বেও যেমন ঐ সকল মূর্তি প্রস্তরখণ্ডের অঙ্গীভূত হইয়াছিল, প্রস্তরের অপর অংশসকল খুদিয়া বাহির করিয়া কোনও বিশেষ মূর্তি প্রকাশিত করিবার পরেও সেই মূর্তি প্রস্তরের অঙ্গীভূতই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নূতন রূপে প্রকাশিত হইল বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক অপর দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিতেছি। তোমার স্মৃতি-শক্তির কথা পর্যালোচনা করিলে দেখিবে যে, অতীতকালে দৃষ্ট বস্তুটি প্রত্যক্ষীভূত হইবার কালে বাহিরেই স্থিত থাকিলেও পরে স্মৃতির সময় ইহা বর্তমান থাকে না; যেরূপটির জ্ঞান স্মৃতির সময় হয়, তাহা তৎকালে তোমার নিজের বুদ্ধিতেই অবস্থিত, বাহিরে নহে; অথচ তুমি ইহাকে বাহ্যবস্তু বলিয়া বোধ কর। এইরূপ যত কল্পনা তুমি করিয়া থাক, তৎসমস্তই ত তোমার বুদ্ধিতেই স্থিত, তোমার বাহিরে ত কল্পনাদৃষ্ট বস্তু একটিও নাই; অথচ প্রত্যক্ষের গায় সেই সমস্ত বস্তুকে তোমা

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া কল্পনা কালে বোধ কর। স্বপ্নে ত কত কিছু কার্য্য কর, কত নূতন ও পুরাতন স্থান, কত বস্তু, কত মনুষ্যাদি দর্শন কর ; সেই সকল ত বাস্তবিক তোমার বাহিরে স্থিত নহে, তোমার বুদ্ধিতেই স্থিত, কল্পনাশক্তি বলে প্রকাশিত, অথচ তৎসম্বন্ধে ঠিক প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞান তোমার হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে তুমি নিজে নিদ্রা যাও, অথচ একাংশে কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া স্বপ্নে নানাবিধ কার্য্য কর, নানাবিধ দর্শনাদি করিয়া থাক। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিবে। এইক্ষণ এই বিষয় পরিষ্কার হইয়াছে কি ?

বিষয়—ব্রহ্ম সদরূপ, কিন্তু এই সংগ্রহ কি কোন বিশেষণ নাই যদ্বারা

তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

শিষ্য। এইক্ষণ আর সংশয় নাই বলিয়াই বোধ হয় ; সদ্বৃক্ষই অনন্তরূপী জগতের আশ্রয়, এবং এই সদ্রূপেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনন্ত বিভিন্নরূপে তাঁহার চিচ্ছক্তির দ্বারা দৃষ্ট ও অনুভূত হয় ; জীব সম্যক্ চিচ্ছক্তির অংশবিশেষ ; স্মৃতরাং সম্যক্ দ্রষ্টা ঈশ্বর এবং জীবে অংশ অংশী (দ্বৈতাদ্বৈত) সম্বন্ধ, ইহা এইক্ষণে বুঝিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক দৃশ্য পদার্থের আশ্রয়ীভূত হইয়া যে পূর্ণ সদ্বৃক্ষ বর্ত্তমান আছেন, ইহাও এইক্ষণ বুঝিলাম।

পরন্তু ব্রহ্মের সর্বাশ্রয় স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে আপনি কেবল ‘সৎ’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ; এই ‘সৎ’ শব্দ কেবল অস্তিত্ববাচক, ব্রহ্ম আছেন—এই মাত্র ইহার দ্বারা বুঝিলাম ; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কীদৃশ ইহা বোধগম্য করিবার কি কোন উপায় নাই ? তাহার আভাসও কি কিছু পাওয়া যায় না ? এই বিষয় আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু । প্রকাশিত জগতে এমন কিছু নাই যাহার সহিত ব্রহ্মের সেই সক্রপের যথার্থরূপে তুলনা হইতে পারে । জগৎ গুণাত্মক তাহা পূর্বেই বলিয়াছি । সদ্ভুক্ত গুণী—গুণসকলের আশ্রয় । দৃশ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির আশ্রয়ীভূত স্থায়ী অপরিবর্তনীয় সদ্ভুক্তই সদ্ভুক্ত । কিন্তু সেই আশ্রয়বস্তু কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে । সুতরাং তাহার দ্বারা তাহার বর্ণনা করা সম্ভব নহে । ইহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র শ্রুতি “আনন্দময়” শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্ম আনন্দময়, রসময়, সুখময়,—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই তাহার স্বরূপ । এদিকে যেমন ছান্দোগ্য শ্রুতি (“সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদ্.....”) ইত্যাদি পূর্বেবর্ণিত বাক্যে সমস্ত জগৎ সদ্ভুক্ত হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে—সদ্ভুক্তই জগৎরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, ঠিক তদ্রূপ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ভৃগু-বরণ সংবাদে বলিয়াছেন :—

“আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ।

আনন্দাক্ষেব খঞ্চিমানি ভূতানি জায়ন্তে ।

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি ।

আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি ।”

অর্থাৎ (ভৃগু) জানিয়াছিলেন আনন্দই ব্রহ্মের রূপ ; দৃশ্যমান জগৎ আনন্দ হইতেই জায়মান হইতেছে, জাত হইয়া আনন্দেতেই স্থিত থাকিয়া প্রকাশিত হইতেছে, এবং আনন্দেতেই পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া তাহাতেই প্রবিষ্ট হইতেছে ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

তৈত্তিরীয় শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন :—

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বানু ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ।”

অর্থাৎ যিনি বাক্য ও মনের অতীত (যাহাকে বাক্য ও মন প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া নিবর্তিত হয়), সেই ব্রহ্মের আনন্দ-ময়তা বিজ্ঞাত হইলে জীব সর্বপ্রকার ভয়রহিত হয়েন অর্থাৎ জীব অমৃতত্ব লাভ করেন ।

ঐ শ্রুতি পুনরপি বলিয়াছেন :—“রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লক্ষানন্দী ভবতি,.....এষ হেবানন্দয়তি ।” অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম রস (আনন্দ) স্বরূপ ; এই রসময়কে লাভ করিয়া জীব আনন্দময় হয় ।ইনিই একমাত্র আনন্দদাতা ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ “ভূমা” বিদ্যা প্রকরণে ঐ বাক্য ও মনের অতীত ব্রহ্মকে “ভূমা” (দ্বৈতরহিত, এক, অনন্ত) নামে বর্ণনা করিয়াছেন । এবং সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সুখস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা :—“যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাশ্নে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ।” অর্থাৎ যাহা “ভূমা”—অদ্বিতীয়, মহৎ, তাহাই সুখস্বরূপ, অশ্নে সুখ নাই, “ভূমা”ই সুখ ।

সুখ এবং আনন্দ একই অর্থবাচক ; উভয় শ্রুতি একই অর্থজ্ঞাপক । এইরূপ বহুশ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দময়, সুখময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; অতএব সর্বত্র আনন্দময় । কিন্তু ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে, এই আনন্দ অচেতন আনন্দ নহে, ইহা চিন্ময় আনন্দ । বস্তুতঃ যে আনন্দ অনুভূত না হয় তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ থাকে না—নাস্তি বলিয়াই গণ্য হয় ; অতএব আনন্দরূপে যে

প্রথম অধ্যায়

অনুভূতি, তাহা আনন্দেরই স্বরূপাস্তর্গত ; তাহা বিরহিত হইয়া আনন্দই থাকে না। অনুভূতি এবং চিৎ একই অর্থব্যঞ্জক, অতএব ঐ আনন্দকে চিন্ময় বলা হইল। এই অবস্থায় চিৎ আনন্দের একান্ত স্বরূপগত হওয়ায় ইহাকে আনন্দের শক্তিরূপে বর্ণনা করা যায় না ; ঈশ্বরবস্থায় ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপগত আনন্দকে অনন্তরূপে আশ্বাদন করেন—ঐ আনন্দের অনন্ত প্রকার রূপ তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় ; এই নানারূপে ঈশ্বর জ্ঞানে আনন্দের প্রকাশ হওয়াতে তদবস্থায় তাঁহার স্বরূপগত চিৎকে তাঁহার শক্তি বলিয়া বর্ণন করা যায়। বহু রূপত্বের প্রকাশ শক্তি দ্বারা হয়—এই নিমিত্তই ব্রহ্মের ঈশ্বর-ভাবকে চিৎশক্তিসূক্ত সং বলিয়া পূর্বে বর্ণন করিয়াছি ; সূত্রপে ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দের কোন প্রকার অভিব্যক্তি নাই বলিয়া ঐ আনন্দ চিন্ময় হইলেও তদবস্থায় ব্রহ্ম সং শব্দ মাত্রের বাচ্য হয়েন। ঈশ্বরবস্থায় সচ্চিৎ শব্দ-বাচ্য হয়েন।

আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেই জীব সর্ববিধ ভয়বর্জিত হয় এবং তাহার সর্ববিধ ক্লেশ দূর হয়। ইহা বর্ণনা করিতে গিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি পুনরায় বলিয়াছেন :—

“অথ সোহভয়ং গতো ভবতি । যদা হেবৈষ এতান্মিন্দুর

মস্তরং কুরুতে, অথ তস্ম ভয়ং ভবতি ।”

[এতান্মিন্-উৎ (অপি)-অরং (অন্নং)-অস্তরং (ভেদদর্শনং)-কুরুতে] অর্থাৎ অনস্তর (আনন্দময়-ব্রহ্মকে লাভ করিয়া) জীব অভয়পদ (অমৃতত্ব) প্রাপ্ত হয়। পরন্তু যে পর্য্যন্ত জীবের এই ব্রহ্মে কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদবুদ্ধি থাকে সেই পর্য্যন্তই তাহার ভয় থাকে।

ছান্দোগ্য শ্রুতিও “ভূমা” বিদ্যা প্রকরণে ঠিক এই প্রকার উক্তি করিয়াছেন। যথা :—

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

“যত্র নাশ্রুৎ পশুতি নাশ্রুচ্ছৃণোতি নাশ্রুদ্বিজানাতি স ভূমা,
অথ যত্রাশ্রুৎ পশুত্যশ্রুচ্ছৃণোত্যশ্রুদ্বিজানাতি তদন্নং,
যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদন্নং, তন্মর্ত্যং ।”

অর্থাৎ যাঁহার ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জ্ঞাত হয় না, তাহাই “ভূমা”। আর যেস্থলে অন্য বলিয়া কিছু থাকা দর্শন করে, শ্রবণ করে, অথবা জ্ঞাত হয় তাহা অন্ন (পরিচ্ছিন্ন)। যাহা “ভূমা” তাহা অমৃত। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা মরণশীল।

ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্ত-দর্শনের ১ম সূত্রে ব্রহ্ম কি—এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন (“অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা”)। তদন্তরে প্রথমে ২য় সূত্রে বলিয়াছেন :—

“জন্মাশ্রু যতঃ ।”

অর্থাৎ এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যাঁহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বের নিমিস্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ, যাঁহাতে বিশ্ব স্থিত থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছে, এবং যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই বিশ্বাতীত সদস্তু ব্রহ্ম। (এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গত—জগৎকারণ-রূপে অস্তিত্বশীলত্ব মাত্র বর্ণনা করা হইয়াছে।)

বেদান্ত-দর্শনের ৩য় ও ৪র্থ সূত্রে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, ইহা সর্ববিধ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। যথা :—

৩য় সূত্র :—“শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ।” শাস্ত্রই ইহার প্রমাণ।

৪র্থ সূত্র :—“তন্তু সমন্বয়াৎ ।”

অর্থ :—(শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জগৎকারণ বিষয়ে বিভিন্নরূপ উক্তি আছে, সত্য) কিন্তু সমস্ত বাক্যার্থ সমন্বয় করিলে ব্রহ্মেরই জগৎকারণতা নিশ্চিতরূপে তদ্বারা সিদ্ধান্ত হয়।

৫ম সূত্রে এই সঙ্কল্প যে ঈক্ষণ শক্তি (চিহ্নিত)যুক্ত তাহা বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

৫ম সূত্র :—“ঈক্ষতের্নাশকম্।”

অর্থ :—জগৎকারণ ঈক্ষণশক্তিস্বক্ৰ বনিনা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন, অতএব অচেতন প্রকৃতি জগৎকারণ নহে। (তাহার ঈক্ষণেই সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে বনিনা শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ তদৈক্ষত বহুশাঃ প্রজায়েয়েতি।”

অর্থাৎ হে সৌম্য, এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সঙ্কল্পেই বর্তমান ছিল, সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন—আমি বহু হইব, আমার বহুরূপ সৃষ্টি প্রকাশ হউক।)

এইরূপে পঞ্চম সূত্রে সঙ্কল্পের ঈক্ষণশক্তিস্বক্ৰতা, এবং সেই ঈক্ষণ-শক্তিই যে জগতের নিমিত্তকারণ, তাহা বর্ণনা করিয়া ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ সূত্র পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি হইতে পারে তাহা ভগবান্ বেদব্যাস খণ্ডন করিয়াছেন। অতঃপর ১৩শ সূত্রে জগৎকারণ সঙ্কল্প যে আনন্দময় এবং “আনন্দময়” শব্দ দ্বারা শ্রুতি যে এই সঙ্কল্পেরই স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বেদব্যাস নিজ সিদ্ধান্ত বনিনা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

১৩শ সূত্র :—“আনন্দময়োহিত্যাসাৎ।”

অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দময় বনিনা শ্রুতি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্ম আনন্দময়।

অতঃপর কয়েকটি সূত্রে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি হইতে পারে তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অতএব ব্রহ্মস্বরূপ অবধারণ করিতে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দময় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আনন্দময়। তিনি বিদ্যমান আছেন—অস্তিত্বশীল দৃশ্যপদার্থের গ্রায় পরিবর্তনশীল নহেন, এই অর্থে তিনি সৎ, এবং অচেতন নহেন, তাঁহার আনন্দরূপতা অনুভব করেন, ইহাই তাঁহার চিহ্নপতা। এই চিহ্নজ্ঞির অনন্ত প্রকার ভেদ আছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি। জীব ঐ চিহ্নের অংশ, তাহাও পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। অতএব যখন স্বীয় আশ্রয়স্থানীয় এই অদ্বিতীয় আনন্দময় সৎ-স্বরূপ জীবের নিকট প্রকাশিত হয়, তখন তিনিও আনন্দময় হইয়া যান। ইহাই তাঁহার মোক্ষাবস্থা।

ব্রহ্ম স্বকীয় চিহ্নজ্ঞিহারা সর্বদা তাঁহার আনন্দের অনুভব করিতেছেন, তাঁহার এই আনন্দানুভূতির চ্যুতি কখনও হয় না; কারণ তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ অপারিসীম। তাঁহার এই নিত্য আনন্দানুভবতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার “কৃষ্ণ” নাম শাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। “কৃষ্ণ” অর্থ উৎকৃষ্ট “ণ” অর্থ সুখ। ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট সুখাত্মক, এই অর্থে তিনি “কৃষ্ণ” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। “কৃষ্ণ” শব্দের অর্থ আকর্ষণও হয়। আনন্দময় ব্রহ্ম সর্ব চিন্তাকর্ষক এই নিমিত্তও তাঁহার “কৃষ্ণ” সংজ্ঞা। বাস্তবিক আনন্দময় ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পূর্বোক্ত “আনন্দাক্ষেপ জাতানি ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। এই অবিচ্ছিন্ন আনন্দময় ভাব বদ্ধজীবের অনুভবগম্য নহে, পরন্তু আনন্দময় চিদংশই জীবের স্বরূপ। সুতরাং ঐ আনন্দময়তা প্রাপ্তির ইচ্ছা জীবের স্বভাবতঃ নিয়ত বর্তমান আছে। যতকিছু কস্মৎচেষ্টা জীবের দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই আনন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত। কিন্তু সেই অচ্যুত, অপারিসীম আনন্দ গুণমাত্রের দ্রষ্টা বদ্ধজীব জগতে কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। গুণাশ্রয়

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মের দর্শন ভিন্ন কেবল গুণ দর্শনের দ্বারা সেই অচ্যুত আনন্দ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ? গুণময় জগতে যে আনন্দ একেবারে নাই তাহা নহে ; শ্রুতিও বলিয়াছেন, আনন্দেতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত (“আনন্দেন জাতানি জীবন্তি”) । আনন্দ প্রাপ্তির আশাতেই জীবের সর্বপ্রকার জীবন ব্যাপার সংসাধিত হয়, জগৎ আনন্দময় ব্রহ্মেরই বিকারস্থানীয় ; সুতরাং তাহাতেও কিছু কিছু আনন্দ আছেই । সুন্দর দৃশ্য দর্শনে আনন্দ, নৃত্যে আনন্দ, সঙ্গীতে আনন্দ, ব্যায়ামে আনন্দ, আহারে আনন্দ, ভ্রাণে আনন্দ, স্পর্শে আনন্দ, মৈথুনে আনন্দ ; এইরূপ সর্বত্রই কিছু কিছু আনন্দ আছে, তবে জগতে মৈথুনাদি ব্যাপারে যে আনন্দ দেখা যায় তাহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, কারণ জাগতিক ভোগ্য বিষয়সকল অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে । সুতরাং কোন জাগতিক ভোগ্য বিষয়ে জীবের স্থায়ী তৃপ্তি হয় না । ব্রহ্মানন্দ ইহার সহিত তুলনায় সম্পূর্ণরূপে অণু প্রকারের জিনিষ । তাহা বুঝাইতে অণু কোন প্রকার শব্দ নাই বলিয়া “আনন্দময়” শব্দ শ্রুতি ব্যবহার করিয়াছেন । প্রাচুর্যার্থ বুঝাইতে আনন্দ শব্দের পর ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ এ স্থলে শ্রুতি করিয়াছেন । ব্রহ্ম স্বরূপতঃ প্রচুর— অপারিসীম, অচ্যুত আনন্দরূপ, ইহাই ‘আনন্দময়’ শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে । এই অচ্যুত অনির্বাচনীয় অপারিসীম আনন্দ তিনি নিত্য অনুভব (ঈক্ষণ) করিতেছেন, এই অর্থে ব্রহ্ম “ব্রহ্ম” নামে আখ্যাত হইলেন । ব্রহ্মের ঈক্ষণ শক্তি যেন অনুক্ষণ আনন্দকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে । আনন্দাংশকে “রাধা” নাম দিয়া, চিৎশক্তিযুক্ত সদব্রহ্ম (ব্রহ্ম) যেন রাধাকে নিত্য আলিঙ্গন করিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন, এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়া পৌরাণিকগণ ব্রহ্মের নিত্য চিদানন্দতা জীবকে বোধগম্য করাইতে প্রযত্ন করিয়াছেন । “রাধেত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারো দানবাচকঃ ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

স্বয়ং নির্বাণধাত্রী যা সা রাধা পরিকীর্তিতা” ॥ পূর্ণানন্দময়তা লাভই মোক্ষ, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব ব্রহ্মের আনন্দময়তাকেই পৌরাণিকগণ রাধা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মের যে ব্যষ্টিভাবে ঈশ্বরশক্তিকে জীব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা অনাদি-কাল হইতে তাঁহার আনন্দময় সজ্জপের বিকারস্থানীয় কোন একটি সূক্ষ্ম দেহ (যাহা একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রাত্মক) তাহা অবলম্বন করিয়া সর্বদা বর্তমান আছে। ঐ সূক্ষ্ম দেহের যোগে দেবতির্য্যগাদি নানা সূক্ষ্ম দেহের সহিত মিলিত হইয়া জীব সংসার ভোগ করে। যখন ভাগ্যবশতঃ ঐ জাগতিক সমস্ত বস্তুর আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মের দর্শন ঘটে, তখন ঐ জীবকে জীবমুক্ত বলা যায়। তখন আশ্রয়স্থানীয় ঐ পরম বস্তুর দর্শন হওয়ায়, তাঁহার নিজ স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় এবং জগৎ যে আনন্দময় ব্রহ্ম হইতেই প্রকাশিত ও ব্রহ্মেতে স্থিত, তাহা তিনি বোধগম্য করেন। তখন তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন যে জগৎ সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মাধীন; সুতরাং তাঁহার নিজের কর্তৃত্ব-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সর্ববিধ কর্ম হইতে তিনি নির্লিপ্ত হইয়া যান। ঐ অবস্থায় তাঁহাকে জীবমুক্ত বলে। কর্তৃত্বাভিমান থাকি কালে জন্মান্তরে কৃত প্রাক্তন কর্মফল ভোগের নিমিত্ত বর্তমান সূক্ষ্ম দেহ গঠিত হইয়া তদাশ্রয়ীভূতরূপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইহজন্মে যখন সাধন-পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন জীবিত থাকিয়াই ব্রহ্মদর্শন করিবেন, এই ইচ্ছা বর্তমান ছিল; এবং সাধনের পরিপকতাবস্থায় ব্রহ্মদর্শন হইবার পর তিনি দেহ-নিমিত্তক কর্ম ও সুখদুঃখাদি হইতে নির্লিপ্ত হইয়া যান; সুতরাং ঐ দেহপাত করিবার ইচ্ছা তখনও তাঁহার উদিত হয় না; ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও দেহের পূর্বসংস্কার বিলুপ্ত হইতে কিছু বিলম্ব হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পরও

প্রথম অধ্যায়

তাঁহার অবশিষ্ট প্রাক্তন কর্মফলের ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেহ জীবিত থাকে। ভোগানুরূপ কর্মসকল সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে তিনি সাধন করিতে থাকেন। তখন আংশিকভাবে সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ তাঁহার আবিভূত হয়, পরন্তু বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন তাহা তিনি ব্যবহার করেন না। কর্মভোগ শেষ হইলে তাঁহার স্মৃতি দেহ ঐ স্থল দেহকে পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় এবং অর্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া পরে ব্রহ্মরূপতা লাভ করে, যে আনন্দময় সদ্ভুক্ত হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আনন্দরূপতা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। তদবস্থায় ঐ জীবকে বিদেহমুক্ত বলা যায়; তখন তিনিও আনন্দময়ই হইবেন, হইয়া নিত্যানন্দানুভবে মগ্ন থাকেন। এই আনন্দ স্থল দেহ সম্বন্ধে লব্ধ আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জীবমুক্ত পুরুষগণেরও দেহ-সম্বন্ধ থাকায় সেই নিশ্চল আনন্দময়তা জন্মে না; স্থলদেহসম্বন্ধ বিনষ্ট হইবার পর যখন স্মৃতি দেহেরও পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তখনই তাঁহারা অবাধিত নিশ্চল আনন্দলাভ করেন। এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে বিদেহমুক্ত বলা হয়।

বাস্তবিক জীবের কামক্রীড়াদি হইতে উপজাত ক্ষুদ্রানন্দের সহিত ব্রহ্মানন্দের কোন তুলনাই হয় না। এই কামক্রীড়াজনিত আনন্দ অতি স্থল, দ্বৈতবুদ্ধি না থাকিলে তা ইহা সাধারণতঃ হইতেই পারে না। ভোক্তা ও ভোগ্য এই দ্বৈততাব ইহাতে সর্বদাই বর্তমান থাকে, পরন্তু পূর্বোক্ত শ্রুতিসকল স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বৈততাব বর্তমান থাকিতে প্রকৃত ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হইতে পারে না। কামক্রীড়াজনিত আনন্দ সর্বদাই বিষাদে অবসানপ্রাপ্ত হয়। বিচ্ছেদরূপ পীড়া ইহার অবশ্যস্বাবী। অধিকন্তু এই আনন্দ অতি স্থল আনন্দ। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিশ্চল আনন্দ বদ্ধজীবও সময় সময় অনুভব করিয়া

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

থাকে। অতএব এই স্থূল কামক্রীড়াকে তোমরা কদাপি আদর্শ-স্থানীয় করিবে না; ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে।

এইক্ষণ পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময়ত্ব এবং জীবস্বরূপ বুদ্ধিতে পারিয়াছ কি ?

বিষয়—ব্রহ্মের আনন্দময়তার জ্ঞান জীবের কেন থাকে না ?

জীবের বদ্ধাবস্থা কিরূপে হয় ?

শিষ্য। হাঁ, ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময়ত্ব এক প্রকার বুদ্ধিয়াছি বলিয়া বোধ হয়; এবং জীবও যে চিদংশ এবং ঈশ্বরান্বিত তাহাও বুদ্ধিয়াছি বলিয়া বোধ করি। জগৎ বহুরূপী হইলেও যে এক সদ্‌ব্রহ্মে স্থিত তাহাও বুদ্ধিয়াছি। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থা কি নিমিত্ত হয়, আনন্দরূপতার দর্শন কেন সর্বদা থাকে না তাহার কারণ এখনও ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই। অতএব ইহা আবার বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করুন। ইহা ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ এবং অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবেন।

গুরু। আমি পূর্বে বলিয়াছি পরব্রহ্ম নিত্য চিৎশক্তিযুক্ত, তিনি অচেতন নহেন, তিনি আপনাকেই আপনি দর্শন করেন। দৃশ্যস্থানীয় অনন্ত জগৎ তাঁহার স্বরূপে একতাপ্রাপ্ত হইয়া নিত্য বর্তমান আছে। তাঁহার চিৎশক্তিদ্বারা অনন্ত বিভিন্নরূপে আপনি আপনাকে দর্শন করেন। তাঁহার চিৎশক্তির নিকট অনন্তরূপে জগৎ ভাসমান হইলেও, এই প্রকাশিত অবস্থায়ও জগৎ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া এক প্রস্তরখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছি; চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে ঐ প্রস্তরখণ্ড এক অবিকৃত অবস্থায় থাকিলেও

প্রথম অধ্যায়

ইহার কেবল বিশেষ বিশেষ অংশের প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট করিলে, ঐ একই অবিকৃত প্রস্তরখণ্ডে কৃষ্ণ, কালী, ছুর্গা ইত্যাদি অনন্তরূপ দর্শন হইতে পারে ; প্রস্তরের মধ্যে এই সকল বিশেষ বিশেষ রূপ তোমার দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইলেও, যেমন প্রস্তরখণ্ডের এক অবিকৃত রূপতাব কোনপ্রকার অভাব হয় না, কেবল দর্শনের বিভিন্নতা হেতু এক অবিকৃত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেই নানাবিধ রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম এক পূর্ণ অদ্বৈতরূপে নিত্য বিরাজমান থাকিলেও, তাঁহার চিৎশক্তির অনন্ত প্রভেদ হেতু, তাঁহাতে অনন্তরূপতা প্রকাশ পায় ; ইহাই তাঁহার স্বরূপ । অনন্ত বিভিন্ন প্রকারের বস্তু ব্রহ্মের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে থাকিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিও না । দেখ, তোমার স্মৃতিপথে আকৃষ্ট অসংখ্য বিভিন্ন প্রকারের পদার্থের রূপ এবং তোমার দর্শন শ্রবণাদি অশেষবিধ শক্তি, দৃশ্যতঃ পরস্পর হইতে অনন্ত বিভিন্নতায়ুক্ত হইলেও, তোমার বুদ্ধিতে একরস হইয়া বর্তমান থাকে ; ইহা পূর্বে বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছি । এই বুদ্ধির স্বরূপ এমন ব্যাপক যে ইহাতে এই অশেষবিধ শক্তি ভেদরহিতভাবে বর্তমান থাকিতে পারে । তোমার প্রত্যক্ষযোগ্য আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । এইক্ষণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন যে রং (colour) মূলতঃ সাতপ্রকার ; violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red (বেগুনী, নীল, সবুজ ইত্যাদি) । এই সাতটি রং পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু ইহাদের একত্র মিলন শুক্লবর্ণে (whiteএ) আছে । সাতটি রং

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

একসঙ্গে দেখিলে গুরু দেখায়, পর পর দেখিলে পৃথক পৃথক দেখায়। ঐ গুরুবর্ণ ইহাদের একটিরও অনুরূপ নহে; কিন্তু পূর্বোক্ত সপ্তবর্ণ পরম্পরের বিভিন্নতাবর্জিত হইয়া গুরুরূপে অবস্থিতি করিতেছে। তদ্রূপ অনন্ত-রূপ-বিশিষ্ট জগৎ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া অভিন্নভাবে বর্তমান আছে। কিন্তু তিনি প্রকাশিত বস্তুর কোনটিরও অনুরূপ নহেন। পরব্রহ্ম এমনই অনির্বাচনীয় ব্যাপক বস্তু যে অনন্ত রূপ ও শক্তিবিশিষ্ট জগৎ সমস্তই পরম্পরের বিভিন্নতাবর্জিতভাবে তাঁহার সহিত একরস হইয়া বর্তমান আছে। দৃশ্যশক্তি (পুরুষ), এবং দৃশ্য স্থানীয় অনন্ত জগৎ সমস্তই পরম্পরের বিভিন্নতা বর্জিত হইয়া তাঁহার সত্তার সহিত একীভূত হইয়া আছে। তোমার বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বো-ল্লিখিত দৃষ্টান্তে যে অবস্থা বর্ণনা করিলাম, প্রসূরখণ্ডের দৃষ্টান্তে এক অবিকৃত প্রসূরখণ্ডে অসংখ্য বিভিন্ন রূপের বিদ্যমানতা এবং গুরুবর্ণে অপর সপ্তবর্ণ ভেদরহিত অবস্থায় বর্তমান থাকা যে বর্ণনা করিয়াছি, তদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপে কিছুই অভাব না-থাকা এবং অনন্তরূপ বিশিষ্ট জগৎ তাঁহার সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করা বুঝিয়া লইবে।

ব্রহ্ম এই অনন্তরূপে নিজেকেই নিজে ঈক্ষণ করেন। তাঁহার এই ঈক্ষণ শক্তি তাঁহার সম্যক রূপকে দর্শন করে। এই সম্যক দর্শনের অন্তর্ভূত প্রত্যেক অঙ্গ-বিশেষের দর্শন বর্তমান আছে। তোমার সম্মুখে স্থিত পূর্ণসত্ত্বের দর্শন বিষয়ক দৃষ্টান্তে পূর্বে ইহা বিশেষ রূপে বর্ণনা করিয়াছি। সত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অঙ্গীভূতরূপে ইহার প্রত্যেক অঙ্গ-

বিশেষের ও গুণের জ্ঞান অবশ্যই আছে। এই অঙ্গ বিশেষের জ্ঞান যদ্বারা হয়, তাহার নামই ব্যষ্টি-দর্শন শক্তি। অঙ্গবিশেষের দর্শন সমগ্র দর্শনের নিত্য অঙ্গীভূত। এইরূপ ব্রহ্মেরও পূর্ণদর্শনের অঙ্গীভূত তাঁহার ব্যষ্টি-দর্শনশক্তি; পূর্ণ-দর্শন কর্তারূপে ব্রহ্মের ঈশ্বর সংজ্ঞা, ব্যষ্টি-দর্শন শক্তি বিশিষ্টরূপে তাঁহার জীব সংজ্ঞা হয়। ব্রহ্মের ব্যষ্টি জ্ঞানশক্তিই জীব।

এই ব্যষ্টি-দর্শন শক্তি নিত্য তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত। ইহার বিষয় সমগ্র ব্রহ্ম নহেন, তাঁহার বিশেষ বিশেষ অংশমাত্র। দর্শনস্থানীয় ঐ সকল অংশ পরস্পর হইতে ভিন্ন; একটির দর্শন হইলেই সেইটিকে ছাড়িয়া আনন্দ লাভের অন্বেষণে অপর একটির প্রতি দর্শনশক্তি ধাবিত হয়; ইহাই ব্যষ্টি-দর্শন শক্তির স্বরূপ; সুতরাং জীবের জ্ঞানের পারম্পর্য্য অবশ্যস্তাবী। একটির পর আর একটি—এইরূপে ব্রহ্মে স্থিত বস্তুসকল জীব দর্শন করিয়া থাকেন। একটি দর্শন কালে অপরটি তাহার অদৃশ্য থাকে ইহাও অবশ্যস্তাবী; ব্রহ্মে স্থিত দৃশ্যসকল যেন কালশক্তিরূপ চক্রের দ্বারা নিয়ত ঘূর্ণায়মান হইয়া পর পর জীবশক্তির দর্শনের বিষয়ীভূত হইতেছে। এই বিষয়টি দৃঢ়রূপে ধারণা করা আবশ্যিক।

ইহা সর্বদাই দেখা যায় যে, কোন বস্তুর চিন্তায় সুখ বোধ হইলে, ঐ বস্তুর প্রতি অতিশয় আসক্তি উপজাত হয়, তাহাতে ঐ বস্তুর ধ্যান অতি দৃঢ়রূপে অন্তরে বসিতে থাকিলে জীব অবশেষে একেবারে আত্মবিশ্মৃত হইয়া তন্ময় হইয়া যায়; তখন তাহার নিজ স্বরূপের স্মরণ আর থাকে না। আবার ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপের যে অংশটি প্রিয়, সেই অংশটির প্রতিই মন বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হওয়াতে, সেই বস্তুর অপর অংশ সকলের প্রতি ওদাসীন্দ্ৰ বশতঃ তদ্বিষয়ক জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, স্ত্রীদেহের সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা পুরুষের বিশেষ প্রীতি

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

সম্পাদন করে ; কিন্তু ঐ স্ত্রী দেহটি মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, লালা, রক্ত প্রভৃতি দুর্গন্ধময় অপবিত্র বস্তুতে পূর্ণ আছে। কিন্তু স্ত্রীদেহের লাভণ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি পুরুষের মন এমন দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হয় যে, ঐ স্ত্রীদেহের অপবিত্র মল মূত্রাদি বিশিষ্টতার জ্ঞান কার্যকালে তাহার একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, এবং অপবিত্র বস্তু-পূর্ণ হইলেও ঐ স্ত্রীর সম্যক্ দেহই ঐ পুরুষের অতি প্রীতির বস্তু হয়। এই প্রকার ব্রহ্মের আনন্দাংশের প্রতি জীব স্বভাবতঃ অতিশয় আসক্তিবদ্ধ হওয়ায়, এই আনন্দ যে চিন্ময় সূক্ষ্ম বস্তু, তাহা জীব একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় ; এবং ভোগ্য আনন্দাংশ মাত্রের ধ্যানে, ঐ জীবের নিজেরও চিন্ময় সূক্ষ্মতার জ্ঞান অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাতেই ভোগ্য বস্তুর অচেতন জ্ঞান উপজাত হয়, ঐ বস্তুকে জীব কেবল ভোগ্য বলিয়া বোধ করে, এবং নিজেরও তাহাতেই আত্মবুদ্ধি স্থাপিত হয়। এইরূপে ভোগ্য বস্তুটির স্বরূপজ্ঞান আবৃত হওয়ায় যে ভোগ্য অংশটুকুর উপলব্ধি হয়, তাহা এক অলক্ষিত বস্তুর স্বরূপভূক্ত—এতাবন্যাত্র জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে ; সুতরাং ইহা সেই অলক্ষিত বস্তুর গুণ এইরূপ বোধ উপজাত হয়। ইহাই বদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় জীব আত্মস্বরূপও বিস্মৃত হয় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি ; নিজে ভোক্তা এই মাত্র জ্ঞান তাহার নিজ সম্বন্ধে থাকে ; এবং ভোগ্য পদার্থে কেবল ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার সচেতন সূক্ষ্ম আর লক্ষিত হয় না ; এক অলক্ষ্য বস্তু এই ভোগ্য পদার্থের আশ্রয়রূপে বর্তমান আছে—এই মাত্র জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। পরন্তু জীব দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে যেমন অতি প্রিয় দেহও আর তদ্রূপ প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে না, চৈতন্য সংযোগেই দেহের প্রিয়ত্ব হয় তদভাবে হয় না, তদ্রূপ ভোগ্য বস্তুর চৈতন্যময়তা-বিষয়ক

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধির বিলোপ ঘটিলে তাহার আনন্দময়তার অনুভবও ক্ষীণ হইয়া যায় ; তখন সেই অচেতনভাবপ্রাপ্ত ভোগ্য বস্তুও আর তদ্রূপ আনন্দদান করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সেই হারান আনন্দ লাভের আশায় জীব সংসারাবেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরন্তু ঐ আনন্দ লাভের আশায় জীব যে রূপটিকে গ্রহণ করে, তাহা তাহার পূর্ণানন্দজনক নহে দেখিয়া স্বভাবতঃ তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া রূপান্তর দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয় ; তাহাও তাহার পূর্ণানন্দদায়ক নহে দেখিয়া অপর রূপের প্রতি ধাবিত হয় ; এইরূপ কালশক্তির অধীন হইয়া নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে।

জীবের এই বন্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা উভয়ই ব্রহ্মের ব্যাপ্তি-দর্শনের অন্তর্গত। জগতের প্রত্যেক রূপই যে ব্রহ্ম-সত্তায় নিত্য অবস্থিত আছে তাহা এক্ষণে অবশ্য বুঝিয়াছ। এই সকল রূপকে ব্রহ্ম জীবরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করেন। ইহার নামই জগতের প্রকাশ। এই দর্শনও দ্বিবিধ ; ঐ বিশেষ রূপটির মাত্র দর্শন একপ্রকার, আর ঐ বিশেষ বিশেষ রূপকে ব্রহ্মের অঙ্গীভূতরূপে দর্শন (ঐ গুণময় রূপসকলের আশ্রয়ীভূত চিন্ময় ব্রহ্মেরও দর্শন) দ্বিতীয় প্রকার। অপার সমুদ্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তদপেক্ষা বৃহৎ, বৃহত্তর, এইরূপ বরফখণ্ড সকল ভাসমান থাকে। মনে করিয়া লও যে ঐ বরফখণ্ডেও জীবশক্তি বর্তমান আছে ; বস্তুতঃ সকল বস্তুই একান্ত জড় নহে, চিৎ ও জড়মিশ্রিত, অতএব এই কল্পনায় কোন দোষ নাই, বরফেও দৃকশক্তি অন্তর্নিহিত আছে। বরফরূপ দেহের আবরণে আবৃত থাকায় ঐ জীব বরফকে অতিক্রম করিয়া আশ্রয়স্থানীয় সমুদ্রজলকে দেখিতে পায় না। তোমার দৃষ্টিশক্তি তাহার দৃষ্টিশক্তি হইতে ব্যাপক। অতএব তুমি দেখিতে পাও যে বরফ সমুদ্রজলেরই

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অংশ, এবং সমুদ্রজলেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যদি বরফস্থ জীবের দৃষ্টিশক্তি এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ তাহার দূরদর্শনের বাধাসকল এমন ভাবে দূর হইয়া যায়) যে, সে বরফের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তদাশ্রয়ীভূত সমুদ্র-জলকেও তাহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিতে পারে, তবে তোমার গায় সেও বরফকে এবং তাহার অঙ্গীভূত অংশসকলকে সমুদ্রেরই অঙ্গীভূতরূপে দেখিতে পাইবে। কিন্তু বরফরূপ-অঙ্গ তদবস্থায়ও তাহার বর্তমান থাকায়, বরফরূপ দেহধারীরূপে তাহার ব্যবহারিক পার্থক্যও থাকিয়া যাইবে। পরন্তু সূর্যের উত্তাপে ঐ বরফখণ্ড গ্রীষ্মকালে দ্রব হইয়া গেলে ঐ বরফ অপার সমুদ্রজলের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়া যায় এবং তন্নিষ্ঠ জীবের সমুদ্র হইতে পৃথকরূপে স্থিতির জ্ঞান সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন সমুদ্র হইতে তাহার কোন প্রকারে পার্থক্যবুদ্ধি অথবা ব্যবহার বর্তমান থাকে না; সমুদ্রজল স্থির থাকিলে, সেও জলরূপে থাকিয়া স্থির থাকে, সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইলে সেও তরঙ্গায়িত হয়।

ব্রহ্মে স্থিত বিভিন্ন রূপসকলকে সমুদ্রজলস্থ বরফখণ্ডস্থানীয় জানিবে। পূর্বোল্লিখিত বরফের দৃষ্টান্তস্থলে বরফরূপ দেহধারী জীবের কেবল বরফমাত্রের যে জ্ঞান, তাহাই বদ্ধজীবের জ্ঞানস্থানীয়; আর দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ঐ বরফ সমুদ্রেরই অঙ্গীভূত বলিয়া যে জ্ঞান তাহা জীবনুক্ত পুরুষের জ্ঞানস্থানীয়; আর বরফ গলিয়া সমুদ্রের সহিত একীভূত হইলে যে জ্ঞান, তাহাই বিদেহমুক্ত পুরুষের জ্ঞানস্থানীয়। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানে বরফকে সমুদ্রের সহিত এক বলিয়াই জানা যায়। প্রথম প্রকারের জ্ঞানে বরফকে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। আর তৃতীয়াবস্থায় বরফাবস্থা একেবারেই তিরোহিত হয়। তদ্রূপ জাগতিক প্রত্যেক বস্তুসম্বন্ধীয় যে ভেদজ্ঞান তাহা বদ্ধজীবের জ্ঞান, এবং

প্রত্যেক বস্তুকে ব্রহ্মে স্থিত বলিয়া যে জ্ঞান তাহা জীবমুক্ত পুরুষের জ্ঞান। আর দেহান্তে চিদানন্দময় সদ্ভূক্ত রূপেরই যে সর্বত্র সর্বদা স্ফুরণ তাহা বিদেহমুক্ত পুরুষের জ্ঞান। কেবল বস্তুবিষয়ক জ্ঞান জীবের যে অবস্থায় হয় তাহাকে বদ্ধাবস্থা বলে। এই জ্ঞানের নামই অবিद्या, কারণ ইহাতে গুণাত্মক প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে আশ্রয়রূপে যে পূর্ণ চিন্ময় সদ্ভূক্ত আছেন তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। যে অবস্থায় প্রত্যেক জাগতিক বস্তুকে আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূতরূপে দর্শন হয়, সেই অবস্থার নাম জীবমুক্তাবস্থা। ব্যষ্টিজ্ঞানের অনন্ত প্রকার ভেদ আছে, অতএব স্বরূপ-জ্ঞানবিবর্জিত কেবল গুণাত্মক বস্তুমাত্রের জ্ঞানও ব্রহ্মে থাকা অবশ্যস্তাবী। কারণ গুণও তাঁহার অংশবিশেষ; এই অংশমাত্রের জ্ঞানও এক প্রকার বিশেষ জ্ঞান, তাহা তাঁহার চিচ্ছক্তির অন্তর্ভূত থাকিয়া এই চিচ্ছক্তির পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছে। যেমন একটি পূর্ণ ব্রহ্মের দর্শনের অন্তর্ভূত-রূপে তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রাদি অঙ্গের দর্শনও থাকা অবশ্যস্তাবী; সম্যক ব্রহ্মদর্শনের অন্তর্ভূতরূপে পত্রাদি অঙ্গের পৃথক দর্শনও অবশ্য আছে ইহাও তদ্রূপ জানিবে। এই গুণাংশের মাত্র জ্ঞানই বদ্ধাবস্থার জ্ঞান; ইহাই অবিद्या। ইহাতে আশ্রয়স্থানীয় চিদানন্দরূপী ব্রহ্ম অপ্ৰকাশ থাকেন। এই পূর্ণানন্দের দর্শনাভাবই দুঃখের মূল। অতএব বদ্ধজীবের দুঃখও অবশ্যস্তাবী, এবং দুঃখ কেন আছে এই প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্রই বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মের স্বরূপই এবংবিধ। এতৎ সমস্ত মিলিত হইয়া তাঁহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছে। ঈশ্বররূপী ব্রহ্মে পূর্ণ আনন্দ নিত্য বিরাজমান। তাঁহার অঙ্গীভূত ব্যষ্টি-দর্শন-শক্তিবুক্ত মুক্তজীবে স্বীয় ও দৃশ্য পদার্থ সকলের আশ্রয়ীভূত চিৎ স্বরূপের জ্ঞানের অভাব না থাকায় মুক্তজীবসকল ঈশ্বরসহ (অর্থাৎ অঙ্গীভূতভাবে) জীবমুক্তাবস্থায় মিশ্রিত

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ভাবে, বিদেহ মুক্তাবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বদ্ধজীবও ঈশ্বরান্বীভূত হওয়া সত্ত্বেও, আশ্রয়ীভূত চিদ্রূপ তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হওয়ায় গুণময়দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত হইয়া তাঁহারা দুঃখভাগী হইয়া থাকেন।

দেহে যে আত্মবুদ্ধি হয়, তাহাও অমূলক নহে ; কারণ গুণময় দেহও ব্রহ্মেরই স্বরূপান্তর্গত ; বদ্ধাবস্থায় নিজেরও ঐ গুণময় দেহের আশ্রয়ীভূত সচ্চিদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশিত থাকে না, কেবল গুণমাত্রই দর্শনের বিষয়ীভূত থাকে ; সুতরাং ঐ গুণাত্মক দেহেই আত্মবুদ্ধি হয়। জীবমুক্তাবস্থায় নিজের ও সর্বদেহের আশ্রয়ীভূত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের জ্ঞান হওয়ায়, নিজ দেহেরও সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর ব্রহ্মরূপে দর্শন প্রকাশিত হয় ; দৃশ্য দেহাদিতে তদবস্থায়ও আত্মবুদ্ধি থাকে ; পরন্তু সেই আত্মবুদ্ধি ব্রহ্মাত্মক বুদ্ধি, বদ্ধাবস্থার গ্রায় গুণাত্মক বুদ্ধি নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এই সমস্ত ভূতবর্গকে প্রথমে নিজ আত্মাতে এবং অবশেষে ব্রহ্মেতে স্থিত বলিয়া দর্শন হয় (“যেন ভূতাত্মশেষেণ দ্রক্ষ্যশ্চাত্মশ্চৈব ময়ি” ৪র্থ অঃ ৩৫ শ্লোক)। শ্রুতিও বহুস্থলে এইরূপই বলিয়াছেন।

অতএব দৃশ্যমান প্রত্যেক দেহধারী জীবে তিনটি ভাব একত্র বিদ্যমান আছে :—প্রথম, দৃশ্যস্থানীয় ভোগ্য দেহ, যাহা আনন্দময় সদ্ভুক্ত প্রকৃতি একটি বিশেষ রূপ ; এই বিশেষ রূপের আশ্রয়রূপে পূর্ণ আনন্দময় সদ্ভুক্ত নিত্য বর্তমান আছেন। দ্বিতীয়, এই দেহের বিশেষ দ্রষ্টা (অনুভব কর্তা) জীব। ঐ জীব বদ্ধাবস্থায় এই অচেতনভাবাপন্ন দেহেতে স্বকীয়ভাবে আরোপিত করিয়া ইহাতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত হয় ; পরন্তু ইহাতে সেই অচ্যুত আনন্দ, যাহা ঐ দেহের আশ্রয়ীভূত মূল স্বরূপ, তাহা দর্শন

প্রথম অধ্যায়

করিতে না পারিয়া দুঃখাদি ভোগ করে। তৃতীয়, পূর্ণজ্ঞ চিরুক্ষ ঈশ্বর, ঝাঁহার অঙ্গীভূত অংশমাত্র ঐ জীব ; অংশীকে ছাড়িয়া ঐ অংশ অবস্থিতি করিতে পারে না (সমষ্টি দর্শনশক্তির অন্তর্ভূত ব্যষ্টি-দর্শনশক্তিই জীব ইহা পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি)। অতএব প্রত্যেক জীবদেহে ঈশ্বররূপী ব্রহ্মও নিত্য অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তিনিই জীবের দর্শনকে সদা নিয়মিত করিতেছেন, জীব সর্বদাই ঈশ্বরাধীন। এই ত্রিবিধভাব বহু উপনিষদে নিম্নলিখিত এবং অপরাপর শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে ; যথা :—

“দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্থঃ পিপ্পলং স্বাদন্ত্যানশ্নন্থোহভিচাকশীতি ॥৬॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্থমীশমশ্ন মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৭॥”

অশ্রুার্থ :—দুইটি সুন্দর পাখী, পরস্পর সখ্যভাবে সর্বদা একত্র মিলিত হইয়া একই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; তন্মধ্যে একটি ঐ বৃক্ষের ফল আহাৰ করিয়া তাহার স্বাদ ভোগ করিতেছেন, অপরটি এই ফল আহাৰ করেন না, কেবল উদাসীনভাবে দৃষ্টিমাত্র করিয়া থাকেন। ঐ একই বৃক্ষে থাকিয়া কিন্তু জীবরূপী পক্ষী (ফল লোভে) বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়েন, আপনাকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়েন, এবং শোক করিতে থাকেন, পরে যখন তিনি অপর ঈশ্বররূপী পক্ষীকে ভজন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়েন এবং তাঁহার মহিমা (সর্বব্যাপিত্ব) উপলব্ধি করেন, তখন এই উপায়দ্বারা তিনি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বের সনৎসুজাত প্রকরণের ১ম অধ্যায়ে ভগবান্ সনৎকুমারকে ধৃতরাষ্ট্র অগ্রভাষায় তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের অনুরূপ প্রস্ত করিয়াছিলেন। যথা :—

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

কোহসৌ নিযুক্তো তমজং পুরাণং স চেদিদং সৰ্ব্বমনুক্ৰমেণ, কিং
বাশ্চ কাৰ্য্যমথবা সুখঞ্চ তন্মে বিদ্বন্ ক্ৰহি সৰ্বং যথাবৎ ॥

৪২ অঃ ১৯ শ্লোক

অর্থাৎ (হে ভগবন্) যদি এই ব্রহ্মই এতৎ সমস্তরূপ হয়েন—
তিনিই যদি ক্রমশঃ স্বাবরাদি রূপে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া থাকেন (স
চেদিদং সৰ্ব্বমনুক্ৰমেণ), তবে (আমি জিজ্ঞাসা করি) কে সেই জন্মরহিত
পুরাণ-পুরুষকে এই প্রকাশকার্য্যে নিযুক্ত করে? ইহাতে তাহার কি
প্রয়োজন সিদ্ধি অথবা সুখ আছে, ইহা আপনি স্পষ্টরূপে সম্যক্ বর্ণনা
করুন, কারণ আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ ।

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ সনৎকুমার বলিতেছেন, যথা :—

“সনৎসূজাত উবাচ—

দোষো মহানত্র বিভেদযোগে, হৃনাদি যোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ ।

তথাশ্চ নাধিক্যমপৈতি কিঞ্চিদনাদিযোগেন ভবন্তি পুংসঃ ॥ ২০ ॥

য এতদ্বা ভগবান্ স নিত্যা, বিকারযোগেন করোতি বিশ্বম্ ।

তথাচ তচ্ছক্তিরিতি স্ব মনুতে, তদর্থে যোগে চ ভবন্তি বেদাঃ ॥২১ ॥”

অশ্বার্থ :—“অত্র” অত্র বিষয়ে, স্বদীয় প্রশ্নোক্তবিষয় বিচারে ইদং
দৃশ্যতে । “বিভেদ যোগে” (বিশেষণ ভেদো যয়োস্তৌ বিভেদৌ,
বিভিন্নৌ), তয়োৰ্যোগে বিভেদ যোগে, পরমাশ্বেতরঃ কোহপি তেন সহ
যুক্ত সন্ তং জগৎপ্রকটনব্যাপারে নিয়োজয়তি ইতি কথনে । “মহান্
দোষো” ভবতি ।

(অত্র সিদ্ধান্তে সৰ্ব্ববিধশ্রুতিব্যাকোপঃ শ্ৰাৎ । অধিকন্তু ব্রহ্মণঃ
প্ৰেরয়িতা কোহপ্যাস্তি, তশ্চাপি প্ৰেরয়িতা অশ্চোহস্তি, তথা তশ্চাপ্যন্তঃ

প্রথম অধ্যায়

ইত্যনবস্থা দোষোহপি ঘটতে) । (বস্তুতঃ) “অনাদি যোগেন” ন নাস্তি
 আদির্যশ্চ সঃ অনাদিঃ ; অনাদিশ্চাসৌ যোগশ্চেতি অনাদিযোগঃ, তেন
 অনাদিযোগেন । প্রশ্নোক্তানাং ইদংশব্দবাচ্যানাং দৃশ্যস্থানীয়ানাং পদার্থানাং
 ব্রহ্মণা সহ যো যোগস্তশ্চ অনাদিত্বাৎ) । “ভবন্তি নিত্যাঃ” (তেষামপি
 নিত্যত্বং সিদ্ধং ভবতি) । ননু দৃশ্যস্থানীয়পদার্থানাং নিত্যত্বে, ব্রহ্মণো
 ভূমত্বশ্চ পূর্ণত্বশ্চ প্রতিষেধো ভবতি অতএবাহ তথেতি) । “তথা” (তেন
 হেতুনা, দৃশ্যপদার্থানাং নিত্যত্ব হেতুনা) “অশ্চ” (ব্রহ্মণঃ) “আধিক্যম্”
 (অধিতীয়ত্বং ভূমত্বং) “ন কিঞ্চিদপৈতি” (অপগতং ভবতি) । (কথং
 ইত্যাশঙ্কায়ামাহ) “অনাদিযোগেন” (ইতি—, তেযাং ব্রহ্মণা সহ যোগস্য,
 তেযাং ব্রহ্মস্বরূপান্তর্ভাবশ্চ অনাদিত্বাৎ, ন তে ব্রহ্মণঃ পৃথগ্ভূতাঃ, অপি তু
 তদঙ্গীভূতা এব) তে “পুংসঃ” (পূর্ণস্বভাবাৎ পরমাত্মনঃ সকাশাদেব
 প্রকটিতা) ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

(ননু দৃশ্যস্থানীয়পদার্থাঃ ব্রহ্মণো ভিন্নত্বেন এব পরিদৃশ্যন্তে কথং তর্হি
 তেষামভিন্নত্বং বিজ্ঞাতব্যমিতি তত্রাহ) “যঃ” “এতৎ” (পরিদৃশ্যমান
 জগদ্রূপেণ ভাতি) স ভগবান্ (পরমাত্মৈব) “স নিত্যাঃ” (ইতি বিজানীয়াঃ)
 “বিকারযোগেন” ইতি, (স্বস্বরূপাৎ অণুথাভাব প্রাপ্তিবিকারঃ যথা সুবর্ণ-
 খণ্ডশ্চ কুণ্ডলাকার প্রাপ্তিঃ, তদ্বিকার যোগেন) “বিশ্বং কেরোতি”
 (প্রকাশয়তি বিশ্বস্তশ্চৈব বিকারস্থানীয়ঃ ন তু ভিন্নঃ) । ননু ব্রহ্মণোহপি
 বিকারিত্বে কথং তশ্চ নিত্যতা ইত্যত্রাহ “তথাচ তচ্ছক্তিরিতি স্ম মন্যতে”
 ইতি । (বিকারোহপি পরমাত্মনঃ শক্তিবিশেষঃ তশ্চ পরমাত্মন আত্মভূতা
 ন পৃথক্ভূতা শক্তিরিতি মন্যতে স্ম । স্বীয়রূপেণ অবিকৃতো ভূত্বা
 অনন্তশক্তিসম্পন্নশ্চ পরমাত্মনঃ ঈশ্বরশ্চ নানারূপেণ প্রকটীকরণ বিষয়কং
 সামর্থ্যমস্তীতিভাবঃ । “তথার্থযোগে” (বিকারস্থানীয়ে জগতি শক্ত্যর্থ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

যোজনায়ান্) “বেদাঃ” (শ্রুতয়ঃ এব প্রমাণং) “ভবন্তীত্য”র্থঃ । “পরাস্ত
শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ,” “তে ধ্যানযোগানুগতা
অপশ্বন্ দেবাত্মশক্তিং” (জগতঃ কারণম্), “তদৈক্ষত অহং বহুশ্চাং
প্রজায়েয়েতি,” “সচ্চত্যাচ্চাভবৎ,” “ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্,” “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম,”
ইত্যাদি শ্রুতয়স্তত্র প্রমাণং ভবন্তি । পূর্বদৃষ্ট পদার্থানাং রূপাণি যথা তব
চিন্তে লীনানি সন্তি, চিন্তেন সহ অভিন্নতয়া তিষ্ঠন্তি, পুনঃ স্মৃতিকালে
তস্মিন্বেব চিন্তে স্থিতানি সন্ত্যপি ভিন্নতয়া পরিজ্ঞায়ন্তে । এতদ্ব্যাপারেণ
তব চিন্তাশ্চ কিঞ্চিদপি ন্যূনাধিক্যং ন ভবতি ; তথা দৃশ্যপদার্থা अपि
ব্রহ্মণি অভিন্নতয়া স্থিতা अपि তদঙ্গীভূতজীবশক্ত্যা ভিন্নত্বেন পরিদৃশ্যন্তে ।
এতেন ব্রহ্মস্বরূপশ্চ ন কিঞ্চিদপি ন্যূনাধিক্যং ভবতি, ইতি সিদ্ধং ।

অশ্রুার্থ :—ভগবান্ সনৎকুমার বলিলেন, “তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়
বিচার করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ব্রহ্মের সহিত সঙ্গত হইয়া ব্রহ্ম হইতে
বিভিন্ন অপর কেহ ব্রহ্মকে সৃষ্টি প্রকাশ কার্যে নিয়োজিত করে, এইরূপ
বলিলে তাহাতে মহৎ দোষ ঘটে । (একে ত ইহা সমস্ত শ্রুতিবাক্যের
বিরোধী, দ্বিতীয়তঃ ঐ নিয়োগ-কর্তার নিয়োগ-কর্তা কেহ আছেন, পুনরায়
তাঁহার নিয়োগ-কর্তা কেহ আছেন ইত্যাদি অনবস্থা দোষ ঘটয়া
থাকে । এইরূপ মহৎ দোষ সকল ইহাতে দৃষ্ট হয়) । বাস্তবিক বিশ্ব
অনাদিকাল হইতে ব্রহ্মেতে যুক্ত আছে, অতএব ইহাকেও নিত্য
জানিবে (নূতন কিছুই উৎপন্ন হয় না, ব্রহ্মেতেই নিত্য বর্তমান থাকিয়া
কখনও প্রকাশিত কখনও অপ্রকাশিত হয় মাত্র) । ব্রহ্মের সহিত
বিশ্বের এইপ্রকার নিত্যযুক্ততা হেতু, ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্বের (অদ্বৈতত্বের)
কোন প্রকার খর্বতা হয় না । (কারণ ব্রহ্ম স্বরূপতঃই পূর্ণ, তাঁহা
হইতে অভিন্নরূপে বিশ্ব তাঁহার সম্ভায় বর্তমান থাকে) । অনাদিকাল

হইতে তাঁহার সত্তায় স্থিত আছে বলিয়া সেই পূর্ণস্বরূপ হইতেই জগৎরূপে প্রকাশিত হয় । ২০ ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই পূর্ণ নিত্য বস্তু ভগবানেরই স্বরূপান্তর্গত । ইহাকেও সেই ভগবান্ বলিয়া জানিবে । তিনি বিকারযোগে এই বিশ্বকে প্রকটিত করেন । সেই ভগবান্ নিত্য হইলেও আপনাকে বিশ্বরূপে প্রকাশিত করিবার শক্তি তাঁহার আছে । সেই শক্তিই ঐ বিকারশব্দবাচ্য । এইরূপ অর্থযোজনা বিষয়ে সমস্ত বেদবাক্যই প্রমাণ ।

যাঁহারা জগতের মিথ্যাভবাদী, তাঁহাদের মত এই শ্লোকদ্বয়োক্ত বাক্য সকলের সহজ সুস্পষ্টার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী,—কারণ ঐ শ্লোকে ভগবান্ সনৎকুমার সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে “য এতদ্বা ভগবান্ স নিত্যঃ” আবার “অনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যঃ” ইত্যাদি । সুতরাং জগতের মিথ্যাভবাদী ব্যাখ্যাকারগণ এই সকল শ্লোকের স্পষ্টার্থ হইতে আপনাদের মতকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নানাপ্রকার কষ্টকল্পনা উত্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন । যথা পূর্বেোক্ত ২০শ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে উল্লিখিত “অনাদিযোগেন” পদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন “ন অন্তুম্ শীলমশ্চেতি অনাদির্ভোগ্যবর্গঃ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়াত্মকানি ক্ষেত্রাণি, তশ্চ যোগেন সম্বন্ধেন পুংসঃ পরস্মাৎ সকাশাৎ নিত্যঃ জীবাঃ ঘটাকাশ-জলচন্দ্রাদি গ্ৰায়েন ভবন্তি” । বস্তুতঃ অনাদি শব্দের এই ব্যাখ্যাতে যে অতিশয় কষ্টকল্পনার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা ঐ ব্যাখ্যা পাঠে সহজেই বোধগম্য হয় । “অন্তুম্” (খাওয়া) “ন শীলমশ্চেতি” (ইহার ধর্ম্ নহে) এই অর্থে অনাদি—ইহাই নীলকণ্ঠের মত । এইরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া সহজে বোধগম্য অনাদি শব্দের ব্যাখ্যা করিবার কোনই কারণ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক এইরূপই “অনাদি” শব্দের ব্যুৎপত্তি হইলেও, সেই ব্যুৎপত্তি হইতে নীলকণ্ঠ যে ইহার অর্থ “ভোগ্যবর্গ” করিয়াছেন, তাহাতেও অতিশয় অধিক পরিমাণে কষ্টকল্পনা দৃষ্ট হয়। খাওয়া যাহার ধর্ম নহে—যে খায় না, এই বলিলেই কি বুঝা যায় যে, ঐ পদার্থ নিজে অপরের খাওয়া অথবা ভোগ্য হইবে? অনেক বস্তু ত জগতে এইরূপ দেখা যায় যাহা অপর কিছু খায় না, অথচ ইহাকেও অপরে খায় না। যাহা হউক, “একটি বস্তু খায় না” কেবল এইমাত্র বলিলে, ইহার অর্থ এইরূপ বুঝা কঠিন যে “এই বস্তুকে অপরে খায়”—অপরের খাওয়া হওয়াই ইহাই স্বভাব। নীলকণ্ঠ পুনরায় লিখিয়াছেন, “পুংসঃ সকাশাৎ নিত্য্যঃ জীবাঃ ভবন্তি জলচন্দ্রাদি ত্রায়েন,” অর্থাৎ যেমন জল কম্পিত হইলে জলস্থ চন্দ্রপ্রতিবিম্ব বহুরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে নিত্য জীবসকল প্রকাশিত হয়। এস্থলে প্রথম বক্তব্য এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন জীবসম্বন্ধীয় নহে, ধৃতরাষ্ট্র পূর্বোক্ত ১৯শ শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “স চেদিদং সর্বমনুক্রমেণ” (অর্থাৎ যদি মহাদাদি স্থাবর পর্য্যন্ত ক্রমে দৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম হইতেন। নীলকণ্ঠও এই চরণের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন; যথাঃ—“ননু পর এব...ইদং সর্বং চেতনাচেতনং বিশ্বং...ক্রমেণ ভবতীতি চেৎ”) ; তবে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি “কোহসৌ নিযুক্তো তমজং পুরাণম্” ; (অর্থাৎ কে সেই জন্মরহিত পুরাণপুরুষকে এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হওয়া কার্যে নিযুক্ত করে, ইহাতে তাঁহার কি সুখ বা প্রয়োজন সাধিত হয়)? এই প্রশ্নে জীবসম্বন্ধে কোন প্রকার উল্লেখ নাই, সুতরাং নীলকণ্ঠ যে তৎপরবর্তী উত্তরস্থানীয় ২০শ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণস্থিত “ভবন্তি” পদের কর্তৃস্থানে “জীবাঃ” পদ উহা করিয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কোন

প্রকারেই সম্ভবত বোধ হয় না। সে যাহা হউক, কম্পমান জলস্থ চন্দ্র-প্রতিবিশ্বের দৃষ্টান্তদ্বারা জীবের বহুত্ব থাকা ব্যাখ্যাত হওয়া স্বীকার করিলেও, তদ্বারা জীবের নিত্যত্বের ব্যাখ্যা কোন প্রকারেই হয় না। কম্পমান জলস্থানীয় অনন্তরূপী জগৎ বিনাশশীল এবং মিথ্যা বলিয়াই নীলকণ্ঠাদির সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, কম্পমান জলস্থ চন্দ্র-প্রতিবিশ্ব স্থানীয় জীবসকলও ঐ চন্দ্রপ্রতিবিশ্ব সকলের গ্ৰায় অনিত্য হইয়া পড়ে। ইহা সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর জলই যখন মিথ্যা তখন প্রতিবিশ্ব কাহার উপর পড়িবে? শ্লোকদ্বয়ের অপরাংশের নীলকণ্ঠকৃত ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়া তাহার সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহা ভালরূপে তোমাদের বোধগম্য হইয়া থাকিলে তোমরা নিজেরাই তাঁহার বাক্যসকলের অসামঞ্জস্য বুঝিয়া লইতে পারিবে।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনিও জগতের মিথ্যাত্ববাদী, সুতরাং তিনিও জীবসম্বন্ধেই ভগবান্ সনৎকুমারের উক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ২০শ শ্লোকের পূর্বেক্ল “অনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্য্যঃ” এই চরণের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, “অনাদিরবিদ্যা মায়া। তথা চোক্তং ‘প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্বনাদী উভাবপি’...তদযোগেন মায়াযোগেন ভবন্তি জীবাদয়ো নিত্য্যঃ। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, “অনাদি শব্দের অর্থ অবিদ্যা মায়া”, ইহার প্রমাণ এই যে, ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, “হে অর্জুন! প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়কে অনাদি অর্থাৎ আদিশূন্য জন্মরহিত বলিয়া জানিবে। সেই মায়াযোগে জীবাদি নিত্য্য।” এই স্থলে বক্তব্য এই যে প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কে গীতায় ভগবান্ “অনাদি” বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি এইরূপ বলেন নাই যে অনাদি

শুরু-শিষ্য-সংবাদ

শব্দের অর্থই প্রকৃতি, অথবা পুরুষ। “এই স্তম্ভটি শুরু” এই বলিলে যেমন ইহা বুঝায় না যে, শুরু শব্দের অর্থই এই স্তম্ভ, তদ্রূপ “প্রকৃতি এবং পুরুষ অনাদি” এই উক্তির দ্বারা ইহা বুঝায় না যে অনাদি শব্দের অর্থ প্রকৃতি অথবা পুরুষ অথবা উভয়। অতএব শ্লোকে “অনাদি” শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের প্রমাণ দিয়া আচার্য্য শঙ্কর যে “অনাদি” শব্দের অর্থই “প্রকৃতি” “অবিদ্যা” “মায়া” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে অতিশয় কষ্টকল্পনাই দৃষ্ট হয়। আর জীবসম্বন্ধে ইনিও যে ভগবান্ সনৎসুজাতের বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও যে সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যার সমালোচনায় পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। এই শ্লোকদ্বয়ের অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা শঙ্কর-ভাষ্যে যে রূপ আছে তাহারও বিস্তারিত সমালোচনা করা নিম্প্রয়োজন; তোমরাই তাহা আবশ্যিক হইলে করিয়া লইবে। পরন্তু উক্ত ব্যাখ্যা সকল পাঠ করিতে গিয়া দেখিবে যে ২১শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্লোকের প্রথম চরণের শব্দার্থের ব্যাখ্যা তাঁহারাও অন্য প্রকার করিতে সমর্থ হন নাই। যথা শ্লোকোক্ত “যে এতদ্বা ভগবান্ স নিত্যঃ” এই প্রথম চরণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, “এতৎ পরিদৃশ্যমানং জগৎ যৎ জগদিব ভাতি স নিত্যোহবিকারী ভগবান্ সর্বেশ্বর্য্যাসম্পন্নঃ পরমাত্মৈব”। শঙ্করাচার্য্য কিন্তু “এতৎ” শব্দের স্বাভাবিক অর্থ দৃশ্যমান জগৎ না করিয়া বলিয়াছেন, “এতদ্বা পরমার্থভূতো ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদিসমম্বিতঃ পরমেশ্বরো নিত্যঃ, স বিকারযোগেন ঈক্ষণাদিপূর্ব্বকং বিশ্বং কৰোতি”। এস্থলে লক্ষ্য করিবে যে, এতৎ শব্দ যাহা স্বভাবতঃ সর্বত্র, “এই” অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎকে বুঝায়, তাহা আচার্য্য শঙ্করের মতে দৃশ্যের অতীত পরমার্থভূত ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। “এতৎ” শব্দের এইরূপ প্রয়োগের প্রমাণ সচরাচর

দৃষ্ট হয় না। আর শ্লোকোক্ত ‘নিকার’ শব্দের অর্থ তাঁহার মতে ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তি। এইরূপ ব্যাখ্যাকে সূব্যাক্ষ্য বলিয়া কোন প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

বস্তুতঃ জগতের ব্রহ্মাভিন্নত্ব—ব্রহ্মরূপত্ব স্পষ্টরূপেই শ্রুতি বহুস্থানে ঘোষণা করিয়াছেন। যথা :—“ইদং সৰ্ব্বং যদয়মাত্মা,” “ব্রহ্মৈ বেদং বিশ্বং,” “সৰ্ব্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি। ব্রহ্মের যে বহুরূপে প্রকাশিত হইবার শক্তি আছে, তৎসম্বন্ধে পূর্বেও কতকগুলি শ্রুতি-প্রমাণ তোমাকে বলিয়াছি। অপরাপর বহুশ্রুতিও এইরূপ আছে। যথা :—“দেবাত্ম-শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং” “পরাস্তু শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে” ইত্যাদি। যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জগৎ প্রকাশ করেন, তাহা বহু প্রকার হইলেও, মূলতঃ তৎসমস্ত ঈক্ষণশক্তি নামে শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। তাহা “তদৈক্ষত বহুশ্চাম্” ইত্যাদি পূর্বে ব্যাখ্যাত ছান্দোগ্যশ্রুতি এবং অপরাপর শ্রুতিদ্বারা প্রমাণিত হয়, ইহা বিস্তৃতরূপে পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি।

এইক্ষণেও কি এ বিষয়ে তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

বিষয়—শত্রুর প্রতি ও পাপিষ্ঠের প্রতি কিরূপে কার্যতঃ ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা যাইতে পারে ?

শিষ্য। জগৎ যে ব্রহ্মময় তাহা তত্ত্ববিচার দ্বারা একপ্রকার বুঝিলাম কিন্তু কার্যতঃ সকল স্থানে এই বুদ্ধি কিরূপে রক্ষা করিতে পারা যায় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার প্রতি শ্রীজীর কিছু কৃপা থাকা দৃষ্টে, তাহা একজন সহ করিতে না পারিয়া আমার প্রতি হিংসা করিতেছে, নানাপ্রকার মিথ্যা নিন্দা অপ-বাদ সর্বদা সর্বত্র ঘোষণা করিতেছে। আমি যাহাতে অপদস্থ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

হই, তাহার নিমিত্ত অনবরত চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ ব্যক্তির প্রতি আমি কিরূপে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে পারি ?

গুরু । শাস্ত্র বলিয়াছেন নিন্দুক ব্যক্তি যাহার নিন্দা করে, তাহার পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, এবং তাহার যাবতীয় পাপ নিন্দুক ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় ; ইহা সম্পূর্ণ সত্য জানিবে। দেখ, নিন্দা করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে নিন্দুকের চিন্তে বিদ্বেষবুদ্ধি প্রবল হইয়া তাহার চিন্তকে কলুষিত করে, চিন্ত পাপযুক্ত হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্যের ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। লোকমুখে নিন্দা ঘোষিত হইলে নিন্দিত ব্যক্তির পাপ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যশঃ বুদ্ধিতে যেমন সুখভোগের দ্বারা পুণ্যের ক্ষয় হয়, তদ্রূপ অপবাদ-রূপ দুঃখ ভোগের দ্বারা পাপের ক্ষয় হওয়াও অবশ্যস্তাবী। অতএব নিন্দুক ব্যক্তির নিন্দার দ্বারা নিন্দিত ব্যক্তির পাপক্ষয়রূপ মহৎ উপকার সাধিত হয়। সংসারে তোমার এমন বন্ধু কে আছেন যিনি অকাতরে নিজ মস্তকে তোমার পাপ গ্রহণ করিতে পারেন ? স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সম্পদেরই সঙ্গী। তোমার পাপের বোঝা অযাচিতভাবে লওয়া দূরে থাকুক, তুমি প্রার্থনা করিলেও তোমার পাপের বোঝা নিজের মাথায় লইতে কেহই অগ্রসর হইতে পারেন না। পরন্তু নিন্দুক ব্যক্তি অযাচিতভাবে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া নিত্য তোমার পাপের বোঝা স্বীয় মস্তকোপরি গ্রহণ করিতেছে। অতএব বিচার করিয়া দেখিলে তোমার নিন্দাকারী ব্যক্তি তোমার যেরূপ উপকার সাধন করে, ত্রিভুবনে অণু কেহ তোমার তদ্রূপ উপকার সাধন করে না। গুনিয়াছি

প্রথম অধ্যায়

মহাত্মা কবীরজীর সর্বব্যাপী যশঃ ও সমৃদ্ধিদর্শনে একজন সাধু তাঁহার প্রতি হিংসাবশতঃ সর্বত্রই তাঁহার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কবীরজীর নিন্দা করাই তাঁহার একপ্রকার নিত্যকর্মের মধ্যে গণ্য হয়। কিছুদিন পর তাঁহার মৃত্যু হইলে মহাত্মা কবীরজী সেই সংবাদ অবগত হইয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে থাকেন। তাঁহাকে এইরূপ আক্ষেপ করিতে দেখিয়া অপর এক ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলেন, “এই ব্যক্তি অতিশয় পাপিষ্ঠ ছিল। আপনার মিথ্যা নিন্দা ঘোষণা করাই ইহার নিত্য ব্রত ছিল। এই ব্যক্তির মৃত্যুতে আপনি কেন এত আক্ষেপ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার এই আক্ষেপ যে সরল ভাবের কার্য্য তাহা বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। অতএব এই আক্ষেপের কারণ কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।” তাহাতে মহাত্মা কবীরজী আরও কাতরভাবে আক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন, “ওহে, এই ব্যক্তির মত আমার উপকারী পুরুষ জগতে আর কেহ ছিল না। সে ধোবী-স্বরূপ হইয়া আমার সমস্ত পাতকরাশি ধৌত করিয়া আপনার অঙ্গে অযাচিতভাবে মাখিয়া লইত। আমার এমন উপকার ত্রিভুবনে এখন আর কে করিবে ? ইহা কি আমার সামান্য আক্ষেপের বিষয় ?” অতএব জানিবে যে নিন্দুকের মত উপকারী আর কেহ নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তোমার নিন্দাকারী ব্যক্তির প্রতি তোমার বিদ্বেষ বুদ্ধি পোষণ করা কি অতি গর্হিত কর্ম নহে ? বলিতে পার যে তাহার কার্য্যের দ্বারা তোমার অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তবে কিরূপে তোমার

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অনিষ্টকারীর প্রতি তুমি সন্দেহ স্থাপন করিতে পার ? কিন্তু সর্ববিধ শাস্ত্র এবং সর্বযুগে আবিভূত মহাত্মা ঋষিগণ একবাক্যে এই বলিয়াছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে কেহই কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না । তোমার যে কিছু লাভ ক্ষতি, সুখ দুঃখ এই জন্মে ভোগ হয়, তৎসমস্তই তোমার নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মের ফল । নারদপঞ্চরাত্রে অতি উত্তমভাবে এই সত্য বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা :—

“প্রাক্তনাং সুখদুঃখঞ্চ রোগঃ, শোকো, ভয়ং পিতঃ ।

স্মৃত্যুরপমৃত্যুর্বা চিরায়ুরন্নজীবনং ॥

যত্র কালে চ যন্মৃত্যুর্ভবনং শুভকর্ম চ ।

ন্যূনাধিকং ক্ষণং নাস্তি নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥

যশ্চ হস্তে চ যন্মৃত্যুর্বিধাত্ৰা লিখিতঃ পুরা ।

ন চ তং খণ্ডিতুং শক্তঃ স্বয়ং বিষ্ণুশ্চ শঙ্করঃ” ॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও মহাজন বাক্যে সর্বত্রই এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে । দৃষ্টতঃ যে ব্যক্তি তোমার অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া বোধ করিতেছ, তাহাকে কেবল নিমিত্তমাত্র খাড়া করিয়া তোমার পূর্বকৃত কর্মসকল তোমাকে ইহজন্মে লাভ ক্ষতি, সুখ দুঃখ ইত্যাদি ফল দিতেছে । অতএব সেই নিমিত্তমাত্র স্থানীয় ব্যক্তিকে তোমার অনিষ্টকারী বলিয়া তাহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া কি সম্পূর্ণ মূর্খতা নহে ? এক ব্যক্তি অন্তরালে থাকিয়া দণ্ডের দ্বারা তোমাকে আঘাত করিল, তুমি আঘাতকারী ব্যক্তিকে না দেখিয়া সেই দণ্ডকে আঘাতকারী বোধ করিয়া যদি সেই দণ্ডের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হও,

তবে বি ইহা সম্পূর্ণ মূৰ্খতার পরিচয় নহে? অতএব বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার অনিষ্টকারী অপর কেহ নাই। যদি তোমার অনিষ্ট বলিয়া কিছু মনে কর, তবে তোমার পূৰ্বকৃত কৰ্মই সেই অনিষ্টের মূল। তুমি নিজেই তোমার অনিষ্টকারী, অপর কেহ নহে।

দ্বৈতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এইরূপ বিচার দ্বারা দৃষ্টতঃ অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষভাব বিরহিত হইয়া শান্তি অবলম্বন করিবে। কৰ্মের গতি অনুসারে দুঃখ উপজাত হইবার সময় উপস্থিত হইলে, পরম মিত্রও শত্রুভাবাপন্ন হয়। আর সুখ লাভ করিবার সময় উপস্থিত হইলে পরম শত্রুও মিত্রভাবাপন্ন হয়। ইহা সচরাচর সৰ্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদৃষ্টে বুদ্ধিমান পুরুষ শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া তাহাদের প্রতি আপন কর্তব্য কৰ্ম শাস্ত্রবিহিতরূপে প্রতিপালন করিবে।

দ্বৈতভাবাপন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে এই উপদেশ। পরন্তু যিনি শ্রুতি শাস্ত্রের উপদেশ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতের সমস্ত ব্যাপারের নিয়ন্তা এক পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি জানেন যে পাপ পুণ্য সমস্তই মূলতঃ ঈশ্বরাদীন, জীবের স্বতন্ত্ররূপে কৰ্মসামর্থ্য কিছুই নাই। কারণ :—

“ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥”

গীতা ১৮শ অঃ ৬১ শ্লোক ।

অর্থ :— (ভগবান্ বলিতেছেন) হে অর্জুন, সমস্ত প্রাণিবর্গের

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

হৃদয়ে ঈশ্বর অবস্থিত থাকিয়া সকল জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুঙ্খলিকার দ্বারা নিজ মায়াশক্তির দ্বারা সঞ্চালিত (ভ্রাম্যমাণ) করিতেছেন ।

স্মৃতরাং

“সুহৃন্মিত্রায়ুর্দাসীনমধ্যস্থেষু বন্ধুষু ।
সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥”

গীতা, ৬অঃ ৯ শ্লোক ।

এবঞ্চ

“বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নৈ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥”

গীতা, ৫অঃ ১৮ শ্লোক ।

(অর্থাৎ সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, ঘেষের পাত্র, বন্ধু, সাধু এবং পাপী এতৎ সমস্তের প্রতি সমবুদ্ধি স্থাপন করাই প্রশংসনীয় । বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে জ্ঞানিগণ সমদর্শী হন ।)

এই সকল গীতা-বাক্যার্থের এবং অপরাপর শাস্ত্রেরও উক্ত প্রকার বাক্যার্থের সত্যতা জ্ঞানী পুরুষ অনুভব করিয়া সর্বত্র সমদর্শী হইবেন এবং তাঁহার আভ্যন্তরিক শান্তির কদাপি চ্যুতি হয় না ।

পরন্তু যিনি গুরুরূপদিষ্ট বেদান্ত-বাক্যের গুহ্যতম সার অবগত হইয়া আরও উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে প্রকাশিত সর্বজীবের সর্ববিধ অবস্থা অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে নিত্য বর্তমান আছে, তাঁহার ঈক্ষণশক্তি প্রভাবে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতেছে মাত্র । ইহা পূর্বে বিশেষরূপে তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি । স্মৃতরাং এবংবিধ পুরুষ সাংসারিক সুখদুঃখাদি সকলেরই অতীত । তাঁহার

চক্ষে সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়। সুতরাং নিন্দাস্তুতি উভয়কেই তিনি তুল্য বোধ ত করিবেনহঁ। কেমন, এক্ষণে তোমার সন্দেহ দূর হইয়াছে ?

বিষয়—জীবকে ঈশ্বর পাপে কেন নিযুক্ত করেন ?

শিষ্য। হাঁ, যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝিলাম। কিন্তু একটি বিষয় আরও পরিস্কারভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করি। আপনার পূর্বো-
ল্লিখিত গীতার ১৮শ অধ্যায়ের শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পুস্তলিকার গায় সকলকে ভ্রাম্যমাণ করিতেছেন। গীতাবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু ঈশ্বর জীবকে পাপে নিযুক্ত কেন করেন এবং জীব তন্নিমিত্ত কেন দুঃখ ভোগ করে ?

গুরু। যে কর্মের ফলে কর্মকর্তার দুঃখ ভোগ হয় তাহাকে পাপ, এবং যে কর্মের ফলে কর্মকর্তার সুখ ভোগ হয় তাহাকে পুণ্য বলে। কর্মকর্তার সুখ দুঃখ ভোগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার কর্মের পুণ্য ও পাপ সংজ্ঞা হয়। যেমন বস্তু সকলের রূপাদি ও গুণের বিভিন্নতা দৃষ্টে তাহাদের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা হয়,—অগ্নি, জল, বায়ু ইত্যাদি সংজ্ঞা হয়, তদ্রূপ কর্মসকলেরও ফলের প্রভেদ দৃষ্টে তাহাদের পাপ ও পুণ্য সংজ্ঞা হয়। প্রাণহানিকর হলাহলও জগতে আছে, আয়ুর্দ্বিকর ঔষধাদিও জগতে আছে। সময় মত উভয়ের প্রয়োজনীয়তাও আছে। বস্তুতঃ কোন দুইটি বস্তু জগতে ঠিক একরূপ নহে। প্রত্যেক বস্তুতেই কিছু বিশেষত্ব আছে, যাহা অপরের মধ্যে নাই। প্রত্যেক বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ পাতা হয়, কিন্তু প্রত্যেকটিরই অপর সকল হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও থাকে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মসত্ত্বার অনন্ততাই প্রকাশ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

পায়। কর্মসকলের পাপ পুণ্যাদি প্রভেদও এই প্রকার। যে সকল শক্তির দ্বারা জগতের স্থিতি নিয়মিত হইতেছে, তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতম একটি পরমাণুতে যে শক্তি আছে, সেই শক্তিও জগতের একটি অত্যাৱশ্যকীয় অঙ্গ। এই একটি পরমাণুর যদি এককালীন বিনাশ সম্ভব হয়, তবে সমস্ত বিশ্ব উলট পালট হইয়া যায়। সেই পরমাণুর শক্তির অভাব হেতু অপর সমস্ত শক্তির কার্য্য বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেমন একটি লৌহ-নির্মিত কল বৃহৎ হইলেও তাহার কোন স্থানের একটি ক্ষুদ্র পেরেক খসিয়া পড়িলে সেই বৃহৎ কল অকর্মণ্য হইয়া যায়, তদ্রূপ এই জগদ্রূপ বৃহৎ কলের একটি পরমাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে জগতের ব্যাপার সমস্ত বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কোন জ্ঞানী পুরুষ বলিয়াছেন যে “তোমার মনে এক্ষণে যে একটি ক্ষুদ্র চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে তুমি উপেক্ষা করিতেছ, কিন্তু জানিবে যে ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল হইতে যে সমস্ত শক্তি কার্য্য করিয়া আসিতেছে তাহার অনিৱার্য্য ফল এই মুহূর্ত্তে তোমার মনে এই চিন্তাটি উদয় হওয়া ; এবং এই চিন্তাটি যে মুহূর্ত্তে উদয় হইয়াছে তৎপর মুহূর্ত্তেই তাহা অদৃশ্য হইয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহার শক্তি অবিনাশী—অনন্তকাল স্থায়ী, অনন্তকাল ধরিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ইহা চালিত করিবে। অতএব এই ক্ষুদ্র চিন্তাটি তুচ্ছ পদার্থ নহে।” দেখ, একটি দীর্ঘিকার জলে একটি ক্ষুদ্র ইটের ডেলা তুমি এইক্ষণ নিষ্ক্ষেপ কর, ইহা অতি সামান্য ব্যাপার বলিয়া তুমি মনে করিবে সন্দেহ নাই। বালক সকল সর্বদাই এরূপ করিতেছে। ইহা একটি অতি

প্রথম অধ্যায়

অকিঞ্চিৎকর কার্য্য বলিয়া সকলেই মনে করে। কিন্তু নিবিষ্ট-
চিন্তে বিচার করিলে দেখিবে যে ঐ ক্ষুদ্র টিলটি জলে পতিত
হইয়া যে স্থানের জলে পতিত হইয়াছে, সেই স্থানের জলীয়
বিন্দুসকলকে আঘাত করাতে সেই জলীয় বিন্দুসকল সরিয়া
গিয়া পার্শ্ববর্তী জলীয় বিন্দুসকলকে আঘাত করিয়াছে। সেই
পার্শ্ববর্তী বিন্দুসকল পুনরায় তৎপার্শ্ববর্তী বিন্দুসকলকে আঘাত
করিয়াছে। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া
বৃহৎ দীর্ঘিকার প্রান্তস্থানেস্থিত মৃগায় তীরে গিয়া আঘাত
করিতেছে। সেই আঘাত যতই ক্ষুদ্র হউক, তাহার শক্তি ব্যর্থ
হইবার নহে। ইহা অবশ্য জলসংলগ্ন মৃত্তিকাখণ্ডে সঞ্চারিত
হইবে, এবং তাহাতে সঞ্চারিত হইলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমস্ত
পৃথিবীব্যাপী হইবে, পুনরায় পৃথিবী হইতে চতুর্দিকস্থ বায়ু-
মণ্ডলে সঞ্চারিত হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত
হইবে। অতএব এই ক্ষুদ্র ঘটনার ফল কত মহৎ, তাহার কুল
ভাবিয়াও স্থির করা যায় না। এইরূপ মনুষ্য জীবনের প্রত্যেক
কার্য্যের ফলই সমগ্র বিশ্বব্যাপী। যত ক্ষুদ্রই হউক প্রত্যেক
বস্তু, প্রত্যেক কার্য্য সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।
কোন একস্থানে ইহা দৃষ্টতঃ দুঃখ ফল উৎপাদন করিতে পারে
কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের equilibrium (স্থিরতা) রক্ষা করিতে
ইহা একটি অত্যাবশ্যক শক্তি। একটি দৃষ্টতঃ কুকার্য্যের দ্বারাও
সমস্ত জগতের যে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা
একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছি। তোমরা রামায়ণ পাঠ
করিয়াছ। রামায়ণ পাঠ না করিলেও শ্রীরামচন্দ্রের লীলা মুখে

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

মুখেও শুনিয়াছ। রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, দশরথ রাজা সর্বগুণাকর জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে আগামী কল্য যৌবরাজ্যপদে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া একদিবস সভাস্থলে প্রকাশ করিলে সমস্ত প্রজামণ্ডলী আনন্দসাগরে মগ্ন হইল। সকলে একবাক্যে দশরথের সঙ্কল্পের ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের মুহূর্ত্ত নিরূপিত হইল, তাঁহার অভিষেকের নিমিত্ত সপ্ত সমুদ্রের জল সংগ্রহ করা হইল এবং সমস্ত দ্রব্যসম্ভার সজ্জিত করা হইল। পরদিবস প্রাতে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক হইবে। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় মহিষী কৈকেয়ী এই সংবাদ অবগত হইয়া খুব আনন্দিত হইবেন ইহা রাজা দশরথ নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়াছিলেন ; কারণ শ্রীরামচন্দ্রকে কৈকেয়ী স্বীয় পুত্র ভরত অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন বলিয়া রাজা জানিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রেরও কৈকেয়ীর প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। অতএব এই আনন্দকর সংবাদ তিনি নিজে তাঁহাকে প্রদান করিবেন মনে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাণী তৎপূর্বেই তাঁহার প্রিয় দাসী মম্বরা-প্রমুখাৎ ঐ সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দভরে পুলকিত হইয়া মম্বরাকে বহুমূল্য পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু দুষ্টা সরস্বতী মম্বরার কণ্ঠে আবিভূত হওয়ায় মম্বরা কৈকেয়ীকে রামচন্দ্রের অভ্যুদয়ে আনন্দ প্রকাশের নিমিত্ত তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে এমন মন্ত্রণা দিল যে, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি একেবারে কলুষিত হইয়া পড়িল। তিনি ক্রোধাগারে তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া ভূমিশয্যায় ক্রোধে

প্রথম অধ্যায়

কম্পিত কলেবর হইয়া শয়ন করিলেন। রাজা দশরথ অস্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহার ক্রোধের কারণ জানিতে না পারিয়া ঐ ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত কৈকেয়ীকে তাঁহার বাঞ্ছিত যে কোন বর হয় তাহা প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ; তখন কৈকেয়ী পাপীয়সী পিশাচীর হ্রায় অতি কঠোর মর্মভেদী বাক্যে রাজা দশরথের পূর্বপ্রতিশ্রুত দুই বরদানের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া, এবং বর্তমানেও তাঁহার এই বরদানের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করিবার নিমিত্ত রাজধর্ম স্মরণ করাইয়া, শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দশ বৎসরের জগ্ন বনবাস এবং ঐ চতুর্দশ বর্ষের নিমিত্ত ভারতের যৌবরাজ্য লাভ—এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে পীড়িত হইয়া যেমন এক ব্যক্তি আর্তনাদ করে তদ্রূপ আর্তনাদ করিতে করিতে রাজা দশরথ তখন কৈকেয়ীকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহার এই দুই অভিলাষ পরিত্যাগ করাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৈকেয়ীর মন কিছুতেই বিচলিত হইল না। কৈকেয়ী ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর ভাব অবলম্বন করিয়া রাজাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের নিমিত্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের বিরহে দশরথ নিশ্চয়ই নিজ জীবন পরিত্যাগ করিবেন এবং কৈকেয়ী বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হইবেন রাজা এইরূপ জ্ঞাপন করিলেও, কৈকেয়ীর কঠোর মন কিছুতেই টলিল না। প্রাতঃকালে শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত কৈকেয়ী-প্রমুখাৎ অবগত হইয়া স্থির অবিচলিত শান্তচিত্তে পিতাকে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত করিবার জগ্ন নিজের

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

চতুর্দশ বর্ষের নিমিত্ত বনবাস গ্রহণ কৈকেয়ীর নিকট অঙ্গীকার করিলেন। পরে জানকীও তাঁহার সহিত বনগমনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া কৈকেয়ী-সন্নিধানে আগমন করিলে রাজপুরীতে সর্বত্র হাহাকার ধ্বনি উপস্থিত হইল। বশিষ্ঠাদি ঋষি, মন্ত্রিবর্গ, আত্মীয়স্বজন সকলেই উপস্থিত হইয়া কৈকেয়ীকে প্রবোধিত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৈকেয়ীর কঠোর ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল, তিনি কিছুতেই টলিলেন না। অবশেষে শ্রীরামচন্দ্র বঙ্কল ধারণ করিয়া বনযাত্রার উদ্যোগ করিলে রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে ধিক্কার করিতে করিতে জানকীর নিমিত্ত চতুর্দশ বর্ষের ব্যবহার উপযোগী বস্ত্রাদি দান করিতে আদেশ করিলেন, কৈকেয়ী তাহাতেও আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহার তৎকালিক উক্তিসকল এমন কঠোর হইয়াছিল যে, ব্রহ্মজ্ঞ বশিষ্ঠ ঋষি পর্য্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতের গায় হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র, জানকী ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে চতুর্দশ বর্ষের নিমিত্ত বনযাত্রা করিলেন। রাজা দশরথও বিলাপ করিতে করিতে অল্পক্ষণ পরেই দেহত্যাগ করিলেন। পুরবাসিগণ সকলে হাহাকার করিতে করিতে অগাধ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইল।

রামায়ণে বর্ণিত এই সকল ঘটনা পাঠ করিয়া কোন্ ব্যক্তি চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারে? কৈকেয়ীর এই কার্যের নিন্দা শত মুখে বর্ণনা করিলেও যেন প্রচুর হয় না। এইরূপ কে না অনুভব করে? সকলের সম্বন্ধে দুঃখদায়ক এইরূপ কর্ম অপেক্ষা অধিকতর পাপ কর্ম আর কি কল্পনা করা যায়? অগ্ণাবধি ভারতবর্ষে সর্বত্র কৈকেয়ীর এই কর্ম

প্রথম অধ্যায়

পাপের পরাকাষ্ঠা স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কর্মের শেষ ফল কি ইহা বিচার করিলে দেখিবে যে, ইহার দ্বারা জগতের জীবের সম্বন্ধে অভূতপূর্ব কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছিল। রাবণ-প্রমুখ রাক্ষসগণ বলীয়ান হইয়া জগতের অশেষবিধ অকল্যাণ সাধন করিতেছিল, তাহাদের দ্বারা ঋষিদের তপশ্চা ভ্রষ্ট হইতেছিল, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, দেবগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, ত্রিজগৎ রাক্ষসদিগের অত্যাচারে অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। সুন্দরী স্ত্রী যেখানে দেখিতেন রাবণ তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করিতেন। সাধু-সজ্জন কেহ এক মুহূর্তের জন্ত নিরুদ্ধিমনে বাস করিতে পারিতেন না। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে রাবণ ও রাক্ষসদিগের সহিত তাঁহার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তিনি রাক্ষসকুল সহ বরোন্মুক্ত রাবণকে বিনাশ করিয়া ত্রিভুবনকে নিষ্কণ্টক করিলেন। পুনরায় সর্বত্র শান্তি ও ধর্ম স্থাপিত হইল। ঋষিগণ নিরুদ্ধেগে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন, কুলকামিনীগণ সতীত্ব ধ্বংসের ত্রাস হইতে বিমুক্ত হইলেন এবং সর্বত্র আনন্দধ্বনি উখিত হইতে লাগিল। পরন্তু কৈকেয়ীর ঐ পাপকার্যই জগতের এবং বিধ কল্যাণের মূল। ইহা বিচার করিলে কেবল পুণ্যকার্যের দ্বারাই জগতের কল্যাণ হয় এবং পাপকার্যের দ্বারা কল্যাণ হয় না, ইহা কিরূপে বলিতে পারা যায়? বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার কোন অঙ্গবিশেষের (জীবের) দ্বারা দুঃখদায়ক পাপকার্য সাধন করিয়াও জগতের কল্যাণই স্থাপন করিতেছেন। তবে যে ব্যক্তি পাপকার্য করে, সেই ব্যক্তির তন্নিমিত্ত দুঃখ ভোগ অবশ্য করিতে হয়। তুমি বাম হস্তে শৌচকর্ম করিয়া থাক, ইহা দ্বারা তোমার সমগ্র শরীরের কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে কিন্তু ঐ শৌচকর্ম করিবার দরুণ তোমার বামহস্ত দুর্গন্ধময়

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

হইয়া অপবিত্র হয় ; পরে মৃত্তিকা প্রভৃতি ঘর্ষণের দ্বারা ঐ দুর্গন্ধ দূর হয় এবং হাত পবিত্র হয় । তদ্রূপ ঈশ্বর কোন জীবরূপ অঙ্গের দ্বারা যাহাকে পাপ বলা যায় এমন কর্ম করাইয়া জগতের কল্যাণই বিধান করেন ; কিন্তু সেই জীবরূপ অঙ্গের সেই কর্মনিবন্ধন দুঃখভোগও অবশ্য হইয়া থাকে । তাহা দ্বারা সেই জীব পরে বিশুদ্ধতা লাভ করে ।

পরন্তু এই উপদেশ দ্বারা যেন পাপকর্মে তোমার মতি বর্দ্ধিত না হয় । জ্ঞানী পুরুষ পাপ পুণ্যে সমভাব অন্তরে রাখিবেন সত্য, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে স্বয়ং কখন পাপকর্মে নিযুক্ত হইবেন না এবং পাপকর্মের প্রশ্রয় দিবেন না । পাপকর্মকারীর বুদ্ধি কদাপি এমন নির্মল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না যাহাতে পূর্বেক্ত নির্মল জ্ঞান তাহার অন্তরে স্থান পাইতে পারে ; যেটুকু নির্মলতা থাকে তাহা পাপকর্মের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার অধঃপতন ও দুঃখভোগ অবশ্যস্তাবী হয় । অপরের কার্য্যে পাপ দর্শন করিয়া তৎপ্রতি বিদ্বेषভাবাপন্ন না হওয়াই উক্ত জ্ঞান সাধনের শুভ ফল, ইহা সর্বদা মনে রাখিবে । জগতের প্রত্যেক বস্তুই বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে ; সেই শক্তি ভগবৎ-শক্তি ; তাহাকে ভগবৎ-শক্তিরূপে মর্যাদা করিতে শিক্ষা করিবে । কোন শক্তিকেই অবজ্ঞা করিবে না । ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বিষ্ঠায় চন্দনে সমজ্ঞান হয় সত্য, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, চন্দনকে যেমন পূজাদি কার্য্যে ব্যবহার করা যায় বিষ্ঠাকেও তদ্রূপ ব্যবহার করা যায় । এইরূপ বিকৃত জ্ঞান যেন তোমার না হয় । বিষ্ঠার শক্তি ও চন্দনের শক্তিতে অনেক প্রভেদ । সুতরাং উভয়ের ব্যবহারের ফল এক প্রকার নহে । বিষ্ঠা শূকরাদি জীবের আহাৰ্য্য, তদ্বারা তাহাদের দেহের পুষ্টিসাধন হয় । চন্দন আহাৰ্য্য করিলে তাহাদের সেই পুষ্টি সাধন হয় না । চন্দনের দ্বারা তোমার শরীর

প্রথম অধ্যায়

লিপ্ত হইলে তদ্বারা যে সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হয় বিষ্ঠালেপনের দ্বারা তাহার বিপরীত ফল হইবে, তদ্বারা তোমার তামসিক বৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তোমার বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করিবে এবং শরীরে রোগ উৎপাদন করিবে। অগ্নি ও হলাহল প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে ; ইহা ভগবৎ শক্তি। এই শক্তির অবজ্ঞা করিয়া যিনি ব্যবহারে অপর দ্রব্যের সহিত ইহাদের সমতা করিতে যাইবেন তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। সকল বস্তুই ব্রহ্মময়, এইরূপ কেবল বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া যিনি অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিবেন তাঁহারও হস্ত দগ্ধ হইবে ; যিনি হলাহল পান করিবেন তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। ইহা বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান নহে ; কারণ অগ্নিতে ও হলাহলে যে ভগবানের বিশেষ শক্তি আছে, তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া তিনি মূঢ় বুদ্ধি বশতঃই ঐরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হন। অতএব যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ সাধক প্রত্যেক বস্তুতে নিহিত শক্তিকে ভগবৎশক্তি জ্ঞানে তাহার পূজা করিবেন ; তাহাকে কখন অবজ্ঞা করিবেন না। ঋষিগণ বস্তু সকলের ও কার্য্য সকলের বিশেষ বিশেষ শক্তি অবগত হইয়া কোন্ বস্তুকে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে (যেমন কোন্ বস্তু আহার করিতে হইবে, কোন্ বস্তু আহার করিতে হইবে না, কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, কোন্ কার্য্য করিতে হইবে না ইত্যাদি) শাস্ত্রমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যবহার বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করা কাহারও কর্তব্য নহে। পরস্তু এক বস্তুর শক্তি অপর বস্তুর শক্তির দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে সত্য, যেমন রোগের শক্তি ঔষধের শক্তির দ্বারা প্রতিহত হয়। সাধকগণও ক্রমশঃ সাধনাদি দ্বারা এমন শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন যে, সেই অবস্থায় তাঁহারা অপর সমস্ত পদার্থের শক্তির কার্য্য প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যবহারবিষয়ক শাস্ত্রের অধীনতা অবলম্বন

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। তখন তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। পরন্তু তাঁহারা কার্যতঃ সচরাচর ব্যবহার শাস্ত্রের অনুবর্তী হইয়াই আচরণ করেন। ইহা লোকশিক্ষার নিমিত্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

যদ্ বদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

৩য় অধ্যায় ২১শ শ্লোক ।

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ যেরূপ আচরণ করেন তদৃষ্টে অপর লোকও তদ্রূপ করিয়া থাকে। যাহা কর্তব্য বলিয়া তিনি কার্যের দ্বারা প্রমাণ করেন, লোকসকলও তাঁহার অনুকরণ করিয়া থাকে।

অতএব—

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্ব্বন্তি ভারত ।

কুৰ্য্যাৎসিদ্ধাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ণৈর্লোকসংগ্রহম্ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

গীতা, ৩য় অঃ ২৫শ ২৬শ শ্লোক ।

অর্থাৎ (ফলকামনা প্রযুক্ত) কৰ্ম্মে আগ্রহচিন্ত হইয়া অজ্ঞানীরা যেরূপ (শাস্ত্রবিহিত কার্যের) আচরণ করিয়া থাকে, জ্ঞানিগণ লোক-দিগকে ধৰ্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য অনাসক্তভাবে তদ্রূপই আচরণ করিবেন। (শাস্ত্রবিরুদ্ধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া) কৰ্ম্মফলাসক্তচিত্তে অজ্ঞ লোকের বুদ্ধিতে সংশয় উৎপাদন করিবেন না। নিজে ব্রহ্মে সদা যুক্ত থাকিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি কৰ্ম্ম সকল (যথাবিধি) আচরণ করিয়া অজ্ঞ-দিগকে তাহাতে নিযুক্ত করিবেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ কখন কখন বিশেষ

প্রথম অধ্যায়

কারণে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে এবং বর্তমানেও করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু তাহা জগতের বিশেষ কল্যাণার্থ; সেই সকল কৰ্ম্ম তাঁহাদের চিত্তকে কলুষিত করিতে সমর্থ হয় নাই। (“তেজিয়সাং ন দোষায়, বহ্নেঃ সৰ্ব্ব-ভূজো যথা”—২৯ শ্লোক, ৩৩ অঃ ১০ম স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত)। অতএব সাধারণ জনগণের পক্ষে তাঁহাদের সেই সকল আচরণ কদাপি অনুকরণীয় নহে, ইহা সৰ্ব্বদা মনে রাখিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতারতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব

বিষয়—ব্রহ্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ ও অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা।

শিষ্য। এক্ষণে এই সকল বিষয়ে আমার আর অণু কোনও প্রশ্ন নাই। অতএব দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ এবং অবতারতত্ত্ব যাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে বর্ণনা করুন।

গুরু। উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্ম চারি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার এই চতুর্বিধ রূপের মধ্যে দুইটি অমূর্ত্ত এবং দুইটি মূর্ত্ত। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ীভূত যে রূপ, যাহা হইতে বিশ্ব প্রকাশিত এবং যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই অনির্দেশ্য “সৎ” রূপ প্রথম অমূর্ত্ত রূপ। ঐ রূপকে অক্ষর ব্রহ্ম ও নিগুণ ব্রহ্ম নামে আখ্যাত করা হয়।

পরন্তু ঐ “সৎ” ব্রহ্ম অচেতন পদার্থ নহেন, তিনি চিৎশক্তিয়ুক্ত, তদ্বারা নিজেকে নিজে অনুভব করেন—দর্শন করেন। এই চিৎশক্তি-বিশিষ্ট রূপে স্থিত যে সঙ্কট তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়; ইহাই ব্রহ্মের দ্বিতীয় অমূর্ত্তরূপ। এই ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম পুরুষোত্তম নামে আখ্যাত হইলেন; ইনি বাসুদেব শব্দবাচ্য, ইনি সর্ববেত্তা ভগবান্ এবং সর্বপ্রকাশক। বিষ্ণু-পুরাণের ষষ্ঠাংশের পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত আছে :—

সর্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।

ভূতেষু চ স সর্বাণি বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥৮০

অর্থাৎ এই পরমাত্মাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে এবং সেই সর্বাণি

দ্বিতীয় অধ্যায়

সকল ভূতে বাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি বাসুদেব নামে অভিহিত
হয়েন ।

পুনরায় ৮২ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত আছে :—

ভূতেষু বসতে সোহস্তর্কসন্ত্যত্র চ তানি যং ।

ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥৮২

অর্থাৎ ইনি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থান করেন এবং সর্বভূত তাহাতে
বাস করে ; ইনি জগতের ধারণকর্তা ও বিধাতা প্রভু ; অতএব ইনি
বাসুদেব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । ইনি সর্বব্যাপী ভূমা, এই
অর্থে ইনিই বিষ্ণু নামেও আখ্যাত হয়েন ।

ঈশ্বর ঈক্ষণ-শক্তির দ্বারাই ব্রহ্ম আপনাতে জগৎ প্রকাশিত করেন ;
অতএব এই ঈক্ষণ-শক্তিই জগতের মূল নিমিত্ত-কারণ । বেদ সকল এই
ঈক্ষণ-শক্তিযুক্ত ব্রহ্মকেই (বাসুদেবকেই) নানাবিধ ভাষায় সকলের পর
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ইনি অমূর্ত, সমস্ত মূর্তি ইহার দ্বারা প্রকাশিত
হয় । এই ঈশ্বর রূপই ব্রহ্মের দ্বিতীয় অমূর্ত রূপ ।

পূর্বে উক্ত ঈক্ষণ-শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম আপনাকে অনন্ত বিভিন্ন রূপেও দর্শন
করেন । তৎসমস্ত রূপই ব্রহ্মের সৎ রূপের সহিত এক হইয়া বর্তমান
আছে, তাহা নানাবিধ দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্বে তোমাকে বুঝাইয়াছি ।
ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত হওয়ায়, এতৎ সমস্ত (ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, বৃহৎ,
বৃহত্তর, বৃহত্তম) রূপই চিৎশক্তি বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটিতেই সমষ্টি ও ব্যষ্টি
ভাবে চিৎশক্তি অনুপ্রবিষ্ট আছে ; ইহাও পূর্বে দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে
বুঝাইয়াছি । প্রকাশিত অনন্তরূপী বিশ্বে সমষ্টিভাবে যে চিৎশক্তি প্রবিষ্ট
আছে তাহা বিশ্বরূপ দেহে (পুরে) অবস্থিত বলিয়া তাঁহার পুরুষ সংজ্ঞা
হইয়া থাকে (পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ) । ইনিই হিরণ্যগর্ভ, কার্যব্রহ্ম,

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ব্রহ্ম, অনন্তদেব ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনিই ব্রহ্মের প্রকাশিত প্রথম মূর্ত রূপ। এই অনন্ত বিশ্বই ইহার দেহ। আর এই অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, এবং বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম অংশেও চিৎশক্তি প্রবিষ্ট আছে। কারণ ব্রহ্ম সমষ্টিরও দ্রষ্টা এবং ব্যষ্টিরও দ্রষ্টা, ইহা পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাঁহার উভয় প্রকার দর্শনশক্তিই নিত্য। ব্যষ্টিদর্শন-শক্তিরূপ তাঁহার চিৎকণা সকল প্রত্যেক দেহে অনু-প্রবিষ্ট আছে, সুতরাং প্রত্যেক বিশেষ দেহই চিৎশক্তিবিশিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেকেই এক একটি পুরুষ। জ্ঞানশক্তির প্রকাশের প্রভেদ বশতঃই দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ, লতা, মৃত্তিকা, প্রসুত ইত্যাদি নামে ব্যবহারে প্রসিদ্ধ। এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত ; কারণ ব্যষ্টিরূপ অনন্ত। চিচ্ছক্তিবুদ্ধ এই অনন্ত ব্যষ্টিরূপই ব্রহ্মের দ্বিতীয় মূর্ত রূপ। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবে যে প্রত্যেক রূপই পূর্ণ সদ্ভূক্তে আশ্রিত, ইহা পূর্বেই বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই সকল দেহে যে চিৎকণা সকল অধিষ্ঠান করে, তাহাদের জীবসংজ্ঞা হয়। অতএব প্রত্যেক জাগতিক বস্তুই ব্রহ্মরূপে ধ্যেয়, প্রত্যেকটিই ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের সপ্তমাধ্যায়ে বলিয়াছেন :—

এতৎ সৰ্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।

পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিশ্লেষণঃ শক্তি সমন্বিতম্ ॥৬০

* * *

এতাংশেষ রূপস্য তস্য রূপাণি পার্থিব ॥৬১

যতস্তচ্ছক্তিস্থোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা ।

দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যৈয়ং মহামতে ॥৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থাৎ দৃশ্যমান এতৎ সমস্ত চরাচর সমগ্র বিশ্ব পরব্রহ্ম বিষ্ণুর শক্তি-
সমন্বিত ॥৬০

হে পার্থিব ! এই সমস্তরূপ অনন্তরূপী সেই বিষ্ণুরই রূপ ॥৬১

কারণ আকাশ দ্বারা যেমন সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, তদ্রূপ বিষ্ণুশক্তি দ্বারা
এতৎ সমস্ত ব্যাপ্ত । হে মহানতে ! (সর্বব্যাপক) বিষ্ণুর ইহাই দ্বিতীয়
ধ্যেয় মূর্তি ॥৬৮

পরন্তু জাগতিক সমস্ত রূপই ব্রহ্মের রূপ হইলেও, ইহাদিগের মধ্যে
শক্তি বিষয়ে অশেষ প্রভেদ আছে, ইহাও পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি ।
তোমার দর্শন-শ্রবণাদি প্রত্যেক শক্তির আশ্রয়পূর্ণ তুমি হইলেও যেমন
শক্তি সকলের পরস্পরের মধ্যে অনেক ভেদ আছে, তদ্রূপ জাগতিক
প্রত্যেক বিশেষরূপের আশ্রয়ীভূত পূর্ণব্রহ্ম হইলেও, এই সকল বিশেষ
বিশেষ পদার্থের শক্তি বিষয়ে অনন্ত প্রভেদ আছে । একটি মূর্তির সহ-
যোগে যে কার্য্য হয় অপরটির দ্বারা তাহা হয় না ; প্রত্যেক বিশেষ
কার্য্যই ভগবান্ তাঁহার কোন বিশেষ মূর্তির দ্বারা সংসাধিত করেন ।
জগতের পালন, রক্ষণ এবং অশেষবিধ কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সঙ্কণ্ঠ-
ময় গোলোকাখ্য বিশেষ স্থানের অধিপতিরূপে তিনি বিশেষ মূর্তিতে
প্রকটিত হইয়াছেন । এই গোলোক প্রকটিত অনন্ত বিশ্বের মধ্যে অনুপম
জ্ঞান ও আনন্দের স্থান । ইহা কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষবর্জিত, নির্মল
আনন্দময় ; ইহার অধিপতি রূপেও তিনি কৃষ্ণ নামে আখ্যাত হইলেন ।
কৃষ্ণশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি । প্রকাশিত
অনন্ত বিশ্বে জ্ঞানের ও আনন্দানুভবের স্থান গোলোকের ঞ্চায় দ্বিতীয়
আর নাই । অতএব গোলোকাধিপতি ব্রহ্ম কৃষ্ণ এবং বাসুদেব উভয়
নামেই আখ্যাত হইলেন । সুতরাং কৃষ্ণ এবং বাসুদেব শব্দ উভয়ই দ্ব্যর্থ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

বিশিষ্ট ; এক অর্ধ পরব্রহ্ম, দ্বিতীয় গোলোকাধিপতি । অমূর্ত ব্রহ্ম
ধ্যানোপযোগী হইয়া বিশেষ মূর্তিমান্ গোলোকাধিপতিরূপে প্রকট
হইয়াছেন । অনন্ত বিশ্বস্থিত সমস্ত বিশেষ রূপই তাঁহার হইলেও,
এই গোলোকাধিপতি কৃষ্ণরূপ তাঁহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রকটিত
রূপ । উপাসনার নিমিত্ত এই প্রকটিত রূপই বৈষ্ণবদিগের বিশেষরূপে
অবলম্বনীয় । অতএব গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণরূপই বিশেষরূপে ব্রহ্মের
দ্বিতীয় মূর্তিরূপ বলিয়া জানিবে । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাঁহার মূর্তি এইরূপে
বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি দ্বিভুজ, মুরলীধর, পীতবসনধারী, ঈষৎ হাশু-
যুক্ত, তাঁহার বদন পূর্ণ শশধরের গায় সুন্দর এবং কমনীয়, তিনি নব-
জলধর সদৃশ শ্যামল কলেবর এবং আজানুলম্বিত বনমালাধারী । আনন্দাংশ-
প্রধানা শ্রীরাধিকা তাঁহার বামাস্ত্রে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার শোভার পূর্ণতা
সম্পাদন করিতেছেন । শক্তি উপাসকগণ তাঁহাকেই দুর্গা নামে আখ্যাত
করেন । এই শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার বৈকুণ্ঠ নামক ধামে চতুভুজ রূপ ধারণ করিয়া
নারায়ণ নামে আখ্যাত হইয়াছেন । তিনিই কৈলাসাখ্য ধামে মহাদেব
রূপ ধারণ করিয়া কৈলাসাধিপতি মহেশ্বর নামে আখ্যাত হইয়াছেন ।
যেমন যোগীশ্বর রাজসভায় সিংহাসনস্থ হইবার সময় একপ্রকার বেশভূষা
করিয়া দর্শন দেন, যোগসাধনের সময় অন্তপ্রকার পরিচ্ছদ অবলম্বন
করিয়া যোগাসনে আসীন হয়েন, আবার অন্তঃপুরে আরাম করিবার
সময় অন্তপ্রকারে সজ্জিত হইয়া বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েন,
ইহাও তদ্রূপ জানিবে । গোলোক ভগবানের নিজ আরামস্থল সদৃশ,
বৈকুণ্ঠ তাঁহার সভাস্থল সদৃশ, কৈলাস তাঁহার যোগস্থান সদৃশ ; এতৎ
সমস্তই ব্রহ্মের বিশেষ মূর্তিরূপ, অধিকারীভেদে বিশেষরূপে উপাসনার
নিমিত্ত ধ্যেয় ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মের দুই প্রকার অমূর্তরূপ এবং দুই প্রকার মূর্তরূপ বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাসিত অবতার-তত্ত্ব বর্ণন করিতেছি। কিন্তু ইহা বর্ণনা করিবার পূর্বে একটি বিষয় তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যিক।

পূর্বে বলিয়াছি যে ব্যষ্টিভাবে দর্শনশক্তি ব্রহ্মে নিত্য বিद्यমান আছে, এবং এই ব্যষ্টিভাবে দর্শনশক্তির নামই জীব। ব্যষ্টি-দর্শনশক্তির অনন্ত ভেদ আছে, সূতরাং জীবও অনন্ত। ব্রহ্ম এই ব্যষ্টি-দর্শনশক্তির (চিৎ-শক্তির) দ্বারা আপনাকে অনন্ত বিভিন্নরূপে দর্শন করেন, সূতরাং দৃশ্য-স্থানীয় পদার্থও অনন্ত। অনন্ত পদার্থনিচয় একসঙ্গে ব্যষ্টি-দর্শনশক্তির বিষয়ীভূত হইতে পারে না, সূতরাং দৃশ্যসকল পর পর ভাবে ক্রমান্বয়ে জীবশক্তির দর্শনের বিষয়ীভূত হয়, ইহাই কালশক্তি ; জীব এই কাল-শক্তির অধীন। পরন্তু দৃশ্যসকল যে জীবশক্তির দর্শনের বিষয়ীভূত হয়, তাহার অবধারিত ক্রম আছে ; সেই ক্রমই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে সম্বন্ধরূপে জীবজ্ঞানে প্রকাশিত হয়, এবং ইহাতেই কর্ম্ম ও কর্ম্মচেষ্টার জ্ঞান উপজাত হয় ; সূতরাং সমস্ত জগৎ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিয়া বোধ হয়, একটি বস্তু অপরটির জনক বলিয়া ধারণা জন্মে। এতৎ সমস্ত পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহাই ব্রহ্মের দ্বৈতভাব। এই দ্বৈতভাব অবলম্বনেই জগতের সমস্ত ব্যবহারিক কার্য্য প্রকাশিত হয়। ভাষাও ইহারই অবলম্বনে সৃষ্ট হইয়াছে। এই দ্বৈতভাবও ব্রহ্মের নিত্য। ব্রহ্ম এক হইয়াও আপনাকে বহুরূপে নিত্য দর্শন করেন। পরন্তু দৃশ্যমান্ এই অনন্তরূপের একমাত্র আশ্রয় তিনি। জগৎরূপে তাঁহার দ্বৈতভাবের প্রকাশ। ভাষা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের এই প্রকাশিত দ্বৈতভাবাপন্ন অবস্থারই জ্ঞাপক। এই প্রকাশিত অবস্থা মিথ্যা নহে, কারণ ইহা ব্রহ্মেরই প্রকাশ। অতএব

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

এই ভাষা প্রয়োগেও কোন দোষ নাই। এই তত্ত্বটি স্মরণ রাখিবে। ইহা স্মরণ রাখিলে এই সকল উপদেশে যে স্বৈতভাবে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছি ও করিব তাহার যথার্থ ভাব বোধগম্য করিতে তুমি ভ্রমে পতিত হইবে না।

প্রকাশিত জগতে দুইটি ভাব বিদ্যমান আছে দেখা যায়। একটি সুর (দেব) ভাব, অপরটি অসুর ভাব। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত আছে। ঐ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত আছে ;—

“দ্বৌ ভূতসর্গে ১ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।”

অর্থাৎ ইহলোকে দৈব এবং আসুর ভেদে দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

দৈবভাবাপন্ন প্রাণীর গুণসকল ঐ অধ্যায়ের প্রথম হইতে তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, যথা ;—

অভয়ং সঙ্কসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়াভূতেষ্বলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতশ্চ ভারত ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ ভয়শূন্যতা, বুদ্ধির প্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপশ্চা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জন, দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, কুকর্মে লজ্জা, অপ্রয়োজনে ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারাত্যাব, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, পরপীড়নে

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরাঙ্কুখতা, আপনাকে অতিপূজ্য বলিয়া অভিমানশূন্যতা, এই সকল দেবোপযোগী গুণযুক্ত হইয়া দৈবভাবাপন্ন ব্যক্তিসকল জন্মগ্রহণ করেন।

অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের গুণ বর্ণনা নিম্নোক্ত প্রকারে করা হইয়াছে, যথা ;—

দন্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুধ্যমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতম্ পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমগ্নায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

ইদমগ্ন ময়া লক্ষমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শক্রইনিবে চাপরানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিক্কোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

আচ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্তোহস্তি সদৃশো ময়া ।

যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যস্বয়কাঃ ॥ ১৬ ॥

অশ্বার্থ :—দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নির্ধুরতা, অজ্ঞান এই সমস্ত আসুর গুণ অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের জন্মাবধি উপজাত হইয়া থাকে। ইহারা অপরিমিত আশাপাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধপরায়ণ হইয়া সর্বদা কামভোগার্থ অগ্নায়পূর্বক অর্থসঞ্চয়ে ব্রতী হয়। ৪।১২।

অগ্নি আমার ইহা লাভ হইল, এই বাঞ্ছনীয় বস্তু প্রাপ্ত হইব, এই আমার আছে, এই ধনও আমি লাভ করিব, এই শত্রু আমি বিনাশ করিয়াছি, অপর সকলকেও বিনাশ করিব, আমি ঐশ্বর্যশালী, আমি ভোগী,

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার মত অপর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব (তদ্বারা অপর সকলের অপেক্ষা আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিব), দান করিব এবং খুব আনন্দ করিব, এইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা ইহারা বিমোহিত হয় ।১৩।১৪।১৫ ।

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ অবলম্বন করিয়া আত্ম এবং পর দেহে অবস্থিত আমাকে হিংসা করিয়া ইহারা সাধুব্যক্তির উপরও দোষারোপ করিয়া থাকে । ১৮ ।

জগতে এই সুর ও অসুরভাবের মধ্যে সংগ্রাম সর্বদাই চলিয়া আসিতেছে । সুরভাবের অভ্যুদয়ের সময় উপস্থিত হইলে সুরভাবাপন্ন জীবগণ জয়প্রাপ্ত হয় । সুরভাবের জয় সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় । পরন্তু দীর্ঘকাল ভোগনিবন্ধন ইহার শক্তি ক্ষয় হইতে থাকিলে, অসুরভাবের পরাক্রম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং অবশেষে অসুরভাব জয়যুক্ত হইয়া সুরভাবকে পরাভূত করে, অসুরভাবাপন্ন জীবসকল জগতে অভ্যুদয়-সম্পন্ন হয় । পরন্তু অসুরভাবের অভ্যুদয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, অল্পকাল ভোগের দ্বারা ই ইহার বল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । যখন অসুরভাবাপন্ন জীবগণ অভ্যুদয়সম্পন্ন হয়, এবং তাহাদিগের দ্বারা সজ্জন সকল পীড়িত হইতে থাকেন, ধর্ম অতিশয় গ্লানিযুক্ত হয়, এবং সদাচারসকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন বিশ্বের কল্যাণকর্তা ভগবান্ গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তাৎকালিক প্রয়োজনানুসারে কোন না কোন প্রকার জীবদেহ অবলম্বন করিয়া এই মর্ত্যলোকের স্থূল ইন্দ্রিয়ের দর্শনযোগ্য হইয়া অবতীর্ণ হইয়া, তখনই তাঁহাকে অবতার বলা যায় । তিনি অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণকে রক্ষা করেন এবং অসাধুগণকে বিনাশ করিয়া ধর্মমার্গ প্রদর্শন করেন । (অসুরভাবের অভ্যুদয় কেন হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিও না,

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাপকার্যের দ্বারাও অবশেষে জগতের কল্যাণই সাধিত হয়, ইহা পূর্বে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছি। ঝঞ্জাবাত উপস্থিত হইলে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-সকল অতিশয় পীড়িত হইতে থাকে, এমন কি কোন কোনটি ভগ্ন হইয়াও পড়িয়া যায়। পরন্তু ঝঞ্জাবাতের দ্বারা পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইয়া বৃক্ষ সকলের মূলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতে থাকায়, তৎপার্শ্বস্থিত ভূমি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রুদ্ধযুক্ত হইয়া যায়; তাহাতে বৃক্ষের মূলনকল ভূগর্ভে সহজে প্রবিষ্ট হইবার সুবিধাপ্রাপ্ত হইয়া বেগের সহিত বৃদ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং ঝঞ্জাবাতের ফলে বৃক্ষসকলের দৃঢ়তা আরও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ অসুরতাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের অভ্যুদয়-কালে তাহাদের প্রপীড়নের দ্বারা জনসমাজ পীড়িত হইলেও অবশেষে তদ্বারা সকলের কল্যাণই সাধিত হয়। যে ছিদ্র অবলম্বনে সুরদিগের সাধনশক্তির ক্ষয় ও অসুরদিগের জয় হইয়াছিল তাহা বুদ্ধিতে পারিয়া ভবিষ্যতে তদ্বিষয়ে সুরগণ অধিকতর সাবধান হয়েন)।

অত্যাচারীর পীড়নে জনসমাজ অতিশয় আর্জতাবাপন্ন হইলে, দুঃখ-হারী ভগবান্ আবিভূত হইয়া যে তাহাদের দুঃখ হরণ করেন তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

“যদা যদা হি ধর্মশ্চ গ্নানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ যখন যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ স্থলরূপ সৃষ্টি করিয়া তদবলম্বনে প্রকাশিত হই) ॥ ৭ ॥

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

সাধুদিগের পরিত্রাণের, দুষ্কর্মান্বিতদিগের বিনাশের এবং ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও ভগবদবতারের প্রয়োজন এইরূপেই বর্ণিত হইয়াছে । ভগবানের অবতার অসংখ্য ; তন্মধ্যে প্রধানতঃ দ্বাবিংশ অবতারের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে । এই দ্বাবিংশ অবতার যেক্রমে প্রকটিত হইলেন তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকার প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে এইরূপ ভূমিকা করিয়াছেন ; যথা :—

সঙ্করজস্তুম ইতি প্রকৃতে গুণৈস্তু যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাশু ধন্তে
স্থিত্যদয়ে হরি বিরিক্ষিহরেতি সংজ্ঞা শ্রেয়াংসি তত্র খলু

সঙ্কতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥ ২৩ ॥

স এবদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া ।

সদসক্রপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ ॥২৯॥

তয়া বিলসিতেষু গুণেষু গুণবানিব ।

অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্বিতঃ ॥৩০॥

অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈভূ তিস্থেন্দ্রিয়াত্মভিঃ ।

স্বনির্ম্মিতেষু নির্বিষ্টৌ ভুঙ্ক্তে ভূতেষু তদগুণান্ ॥৩২॥

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ ।

লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্ নরাদিষু ॥৩৩॥

অশ্বার্থ :—সঙ্ক, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ, এই গুণত্রয় যুক্ত হইয়া এক পরম পুরুষ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্যের নিমিত্ত হরি, বিরিক্ষি ও হর এই তিন নাম ধারণ করেন ; পরস্তু সঙ্কমুক্তি হইতেই মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেই ভগবান্ স্বয়ং নিগুণ হইয়াও কার্য্যকারণরূপা গুণময়ী মায়ার দ্বারা প্রথমে এই বিশ্ব সৃজন করেন ॥ ২৯ ॥

চিহ্নক্ৰিবিশিষ্ট ভগবান্ প্রকাশিত গুণময় পদার্থ সকলের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গুণবানের দ্বারা প্রকাশিত হইয়েন ॥ ৩০ ॥

তিনি স্থূল মহাভূত ও সূক্ষ্ম তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় ও মনরূপ গুণময় ভাবদ্বারা স্বনির্মিত দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি সৰ্ব্বজীবদেহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ গুণাত্মক বিষয়সকল ভোগ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

পরন্তু সেই লোকপাতা পরমেশ্বর সত্ত্বগুণ অবলম্বনেই দেব, তির্য্যক্ মনুষ্যাদিতে অবতার গ্রহণ করিয়া লোকসকলকে বর্দ্ধিত করেন ॥ ৩৩ ॥

অতঃপর তৃতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে বিশেষরূপ অবতার প্রকাশের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ ।

সম্বৃতং ষোড়শকলমাদৌ লোক সিসৃক্ষয়া ॥ ১ ॥

যস্যাস্তসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতম্বতঃ ।

নাভিহৃদাশুজাদাসীদব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥ ২ ॥

যশ্চাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ ।

তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্ ॥ ৩ ॥

পশ্চাত্যদৌ রূপমদভ্রচক্ষুসা সহস্রপাদৌরুভূজাননাদ্বিতম্ ।

সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥ ৪ ॥

এতন্নানাবতারানাং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।

যশ্চাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতীর্য্যঙ্ নরাদয়ঃ ॥ ৫ ॥

স এব প্রথমং দেবঃ কোমারং সর্গমাশ্রিতঃ ।

চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥ ৬ ॥

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অশ্বার্থ :—লোকসৃষ্টির নিমিত্ত ভগবান্ প্রথমে মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) সহকারে একাদশ ইন্দ্রিয় (মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) ও পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) সম্বলিত ষোড়শ কলা বিশিষ্ট পুরুষমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

(পূর্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বাত্মক) স্বচ্ছসলিলবৎ নির্মল দেহে (সুযুগ্মিকালে অবিচ্ছেদে অনুভূত সুখের গায় আনন্দানুভবরূপযোগে প্রশান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত সেই আদিপুরুষের নাভিরূপ সরোবরে) স্থিত কমল হইতে প্রজাপতিদিগের কর্তা ব্রহ্মা প্রকাশিত হইলেন ॥ ২ ॥

এই পুরুষের বিভিন্ন অবয়বসকলই বিভিন্ন লোক (ভূরাদিলোক) রূপে কল্পিত হয় । নিরতিশয় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মক তাঁহার এই রূপ ॥ ৩ ॥

এই পুরুষের সহস্র (অনন্ত) পাদ, উরু, ভুজ, বদন, কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা এবং দীপ্তিমান্ সহস্র শিরোভূষণ, বস্ত্র ও কুণ্ডল বিশিষ্ট অত্যদ্ভুত রূপ জ্ঞানোন্মীলিত নেত্রের দ্বারা (ঋষিগণ) দৃষ্টিগোচর করেন ॥ ৪ ॥

এই শুদ্ধসত্ত্বময় রূপই অবতার সকলের অব্যয় (নিত্য) উৎপত্তিস্থান এবং ইহাই তাঁহাদের কার্য্যাবসানে প্রবেশ স্থান । এবং এই রূপেরই অংশ ও অংশাংশ দ্বারা দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্যানিচয় সৃষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

এই আদিদেব প্রথম অবতারে ব্রাহ্মণকুমার (সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎকুমার) রূপে প্রাদুভূত হইয়া দুশ্চর অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

অতঃপর ৭ হইতে ২২ সংখ্যক শ্লোকে ঐ আদিদেব ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় বরাহ অবতার, তৃতীয় নারদ, চতুর্থ নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, পঞ্চম কপিল, ষষ্ঠ দত্তাত্রেয়, সপ্তম যজ্ঞ, অষ্টম ঋষভ, নবম পৃথু, দশম মৎশ, একাদশ কূর্ম্ম,

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বাদশ ধনুস্তুরি, ত্রয়োদশ মোহিনী, চতুর্দশ নরসিংহ, পঞ্চদশ বামন, ষোড়শ পরশুরাম, সপ্তদশ বেদব্যাস, অষ্টাদশ রাম অবতার গ্রহণ করা বর্ণনা পরে বলিতেছেন:—

একোনবিংশে বিংশতিতমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনি ।

রাম কৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্বারম্ ॥ ২৩ ॥

অর্থাৎ তৎপর একোনবিংশতি ও বিংশতি অবতारे বৃষ্ণিবংশে রাম (বলরাম) ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন ।

অতঃপর ২৪ সংখ্যক শ্লোকে বুদ্ধাবতার রূপে এবং ২৫শ শ্লোকে কঙ্কিরূপে যে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন তাহা উল্লিখিত হইয়াছে ।

অতঃপর উক্ত হইয়াছে যে—

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সঙ্ঘনিধের্বিজাঃ ।

যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৬ ॥

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহোজসঃ ।

কলাঃ সর্কে হরেবেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭ ॥

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং নৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৮ ॥

অশ্রুার্থ:—(স্মৃত বলিতেছেন) হে ব্রাহ্মণগণ ! যেমন অপক্ষয়শূন্য অগাধ সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সর্ক-জীবের আধারভূত হরি হইতে অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব হয় ॥২৬॥

(মরিচ্যাদি) ঋষিগণ, (স্বায়ম্ভুবাди) মনুগণ, (ইন্দ্রাদি) দেবতাসকল মহাবল মনুপুত্রসকল ও প্রজাপতিগণ—এতৎ সমস্তই (সেই) হরিরই কলা বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

এতৎ সমস্ত সেই আদি পুরুষের কেহ অংশ, কেহ কলা; কৃষ্ণ কিন্তু

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

স্বয়ং ভগবান্ । ইহারা সকলেই যুগে যুগে (অবতীর্ণ হইয়া) ইন্দ্র-শক্র-
অমুরদিগের দ্বারা প্রপীড়িত জগতের কল্যাণ বিধান করেন ॥ ২৮ ॥

অবতারতত্ত্ব অগ্ৰাণ্ড পুরাণেও এইরূপ বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যাত
হইয়াছে । শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্বোক্ত শ্লোকসকলে এইরূপ উক্ত
হইয়াছে যে, এই অনন্ত সমষ্টিভাবাপন্ন প্রকাশিত জগৎরূপ দেহে অধিষ্ঠিত
যে প্রথম পুরুষ তাঁহা হইতেই অবতার-রূপসকল প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা
অবশ্য সত্য ; কারণ সমস্ত ব্যষ্টিকরূপই সেই অনন্তরূপী আদিপুরুষ ভগবানের
স্বরূপাস্তর্গত অংশবিশেষ । পরন্তু আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, সেই আদি
পুরুষ বিশেষ বিশেষ কর্ম বিশেষ বিশেষ দেহাবলম্বনে সম্পাদন করেন ;
শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পূর্বোক্ত ২৩শ শ্লোকেও ইহা স্পষ্টরূপে
বর্ণিত হইয়াছে । অতএব জানিবে যে জগতের ধারণ, পালন ও কল্যাণ-
বিধান সম্বন্ধীয় তাঁহার বিশেষ কার্য গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণরূপেই তিনি
সম্পাদন করেন । অতএব কোন কোন পুরাণে গোলোকাধিপতি
শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সমস্ত অবতারের উৎপত্তি হওয়া বর্ণিত আছে । ইহাতে
পুরাণ সকলের মধ্যে কোন বিরোধ থাকি কল্পনা করিবে না । সকলই
এক অভিপ্রায়ব্যঞ্জক । পরন্তু ইহা জানিয়া রাখিবে যে অবতারগণের
মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি ভগবানের (গোলোকা-
ধিপতির) নিজ অবতার, এবং অপর সকল তাঁহার আবেশ অবতার
বলিয়া গণ্য হইয়েন অর্থাৎ ভগবান্ তত্ত্বং জীবদেহে নিজের শক্তিমাত্র
সঞ্চারিত করিয়া বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন ।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণকে ভাগবতে কোন কোন স্থলে অংশ, কোন কোন স্থলে পূর্ণ
বলা হইয়াছে কেন ?

শিষ্য—আপনার ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের

দ্বিতীয় অধ্যায়

পঞ্চম শ্লোকে ইহা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে যে বিষ্ণু সত্ত্বময় অনন্ত জগৎরূপ যে আদি পুরুষ, তাঁহা হইতেই সমস্ত অবতার উৎপন্ন হইল, এবং তাঁহাতেই অস্তে অনুপ্রবিষ্ট হইল, এবং সেই আদিপুরুষ হইতে যে সকল অবতারাди প্রাদুর্ভূত হইল, তাঁহাদের বর্ণনা ষষ্ঠ হইতে সপ্তবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে বিংশতিতম অবতার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে । ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ-বতারও সেই আদি পুরুষের একটি বিশেষ অবতার, সুতরাং তাঁহার অংশ । পরন্তু আপনার ব্যাখ্যাত ঐ ৩য় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশ শ্লোকে “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” এই শব্দগুলির দ্বারা কৃষ্ণাবতারকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং অপর সকল অবতারকে সেই আদি পুরুষের অংশ অথবা কলা বলিয়া নির্দেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদিগ হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে । একই অধ্যায়ে এই উভয় শ্লোক, একটি পঞ্চম, একটি অষ্টাবিংশ, কিন্তু এই উভয় শ্লোকের সামঞ্জস্য কিরূপ হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না । একটিতে শ্রীকৃষ্ণকে অংশ আর একটিতে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অপর সকল অবতার হইতে পৃথক্ করা হইল, এই দৃষ্টতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কিরূপে হয় ?

শুরু—শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ম ও ২৩শ শ্লোক একত্র পাঠ করিলে কৃষ্ণাবতারও যে ঐ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বর্ণিত আদি পুরুষের অংশবিশেষ, তাহা অবশ্যই বোধগম্য হয় । শ্রীমদ্ভাগবতের অপরাপর বহুস্থলেও তাঁহাকে অংশ বলিয়াই বর্ণনা

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

করা হইয়াছে। যথা, দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ জন্মগ্রহণের নিমিত্ত দেবকীগর্ভস্থ হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন; ঐ স্তুতিতে উক্ত আছে যে তাঁহারা দেবকীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

“দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ” ॥৩৫ ॥

অর্থ :—হে মাতঃ (দেবকী) ভাগ্যবশতঃই আমাদের কল্যাণার্থ পরমপুরুষ ভগবান্ই স্বীয় অংশে আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

এইরূপ ভাগবতে আরও বহুস্থলে ভগবান্ অংশে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবিভূত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে অনেক স্থলে “অংশেন” শব্দের অর্থ কষ্ট কল্পনা করিয়া “অংশরূপ বলদেবের সহিত” এইরূপ করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু বর্তমান স্থলে শ্লোকোক্ত “অংশেন” শব্দের অর্থ “বলদেবেন সহ” এইরূপ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না; কারণ কুক্ষিগত পদে তৎকালে গর্ভস্থিত-ই অবশ্য বুঝায়। দেবগণ মথুরায় আসিয়া তৎকালে গর্ভস্থিত ভগবদ্ বিগ্রহকে দর্শন করিয়া তাঁহারই স্তুত করিতে করিতে দেবকীকে সম্বোধন করিয়া ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরন্তু তৎপূর্বেই বলদেব রোহিণীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুলে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি তৎকালে দেবকীর কুক্ষিগত ছিলেন না; সুতরাং “অংশেন বলদেবেন সহ তে (তব) কুক্ষিগতঃ” এইরূপ অর্থ ঐ বাক্যের কদাচ হইতে পারে না। ভাগবতের আরও কোন কোন স্থলে “অংশেন” শব্দের অর্থ কষ্ট কল্পনা দ্বারাও করা সম্ভবপর নয় (চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ৪৫ সংখ্যক শ্লোক ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

অত্যাণ্ড অনেক পুরাণে এমন কি মহাভারতেও কৃষ্ণাবতারকে অংশ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কোন বিশেষ রূপ অবলম্বন

দ্বিতীয় অধ্যায়

করিলেই, সেই রূপটি অনন্তদেহধারী প্রথম পুরুষের অংশ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু অংশ হইলেও সকল অংশে প্রকাশিত শক্তি এক প্রকার নহে, শক্তিবিশয়ে অনেক প্রভেদ তন্মধ্যে আছে। কৃষ্ণাবতারে যেরূপ শক্তি জ্ঞান প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অত্র কোন অবতारे হয় নাই। কালীয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ, মাতা যশোদাকে ও অর্জুনকে, এমন কি দূতকার্যে গমন করিয়া দুর্ঘোষনের সভাসদগণকে বিরাটরূপ প্রদর্শন, ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া পারিজাত আনয়ন, অস্থলিতবীর্য্য থাকিয়া সহস্র সহস্র স্ত্রীর সহিত এককালে বিহার, বরুণলোকে গমনপূর্ব্বক পিতা ও গুরুপুত্র প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক আনয়ন, লোকালোক অতিক্রম করিয়া তমসের পরপারস্থিত অনন্তদেব হইতে ব্রাহ্মণকুমারের উদ্ধার, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য ত্রিভুবনবিজয়ী অসুর বিনাশ তো আছেই;—এইরূপ শক্তিপ্রকাশ নিশ্চয়ই অবতারের মধ্যেও অতি অসাধারণ। যেরূপ জ্ঞানশক্তির প্রকাশ কৃষ্ণাবতারে হইয়াছিল তাহারও দৃষ্টান্ত অত্র অবতारे দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল শারীরিক শক্তিপ্রকাশ বিষয়ে অত্র কোন কোন অবতारे কোন কোন স্থলে সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেও, শক্তি, জ্ঞান, অঙ্গকান্তি, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি সর্ববিধ গুণের একত্র প্রকাশ অত্র কোন অবতारे এইরূপ নাই; এই নিমিত্তই অপর অবতার হইতে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গোপালতাপনী শ্রুতিতেও কৃষ্ণাবতারকে সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ২৮শ সংখ্যক শ্লোকে যে “এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং” এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহার অভিপ্রায় বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীধরস্বামী স্বীয় টীকায় বলিয়াছেন :—“পুংসঃ পরমেশ্বরশ্চ কেচিদংশাঃ কেচিৎ কলাঃ বিভূতয়শ্চ, তত্র মৎশ্রাদীনাং অবতারেণ সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্বেহপি

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

যথোপযোগ্যমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিকরণম্। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ
এব আবিষ্কৃতসর্বশক্তিমত্ত্বাৎ।” অর্থাৎ (পূর্বোক্ত দ্বাবিংশ অবতারের
মধ্যে) কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ, কেহ কেহ কলা, কেহ কেহ
তাঁহার বিভূতি। তন্মধ্যে মৎশ্রাদি তাঁহার নিজ অবতার বিধায়, তাঁহাদের
সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্ত্ব অবশ্য থাকা স্বীকার্য্য, কিন্তু তত্ত্বৎ অবতারের বিশেষ
প্রয়োজন যতটুকু ছিল ততটুকু জ্ঞান ও শক্তিরই প্রকাশ তত্ত্বৎ অবতारे
হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে সর্বশক্তিমত্ত্বার প্রকাশ হেতু, তিনি সাক্ষাৎ
নারায়ণই ছিলেন (বলা হইয়াছে)। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকায়
শ্রীকৃষ্ণাবতারকে অংশ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, কিন্তু তথাপি
মৎশ্রাদি অন্যান্য নিজ অবতারের সহিত বিশেষ করিবার প্রয়োজন টীকায়
এইরূপে উক্ত হইয়াছে যথা :—“সর্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষ
বিবর্জিতা ইতি সত্যং, তদপি তস্মৈ মাধুর্যৈশ্বর্য্যাকারণ্যাदिशक्तिপ্রাকট্য-
তারতম্যেনৈবাংশত্ব পূর্ণত্বব্যবস্থা”। অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই সর্বগুণে
পূর্ণ এবং সর্বদোষবিবর্জিত ছিলেন সত্য, তথাপি শ্রীকৃষ্ণাবতারে
প্রকটিত মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য-কারণ্যাदि শক্তির তারতম্যের দ্বারা তাঁহাদের
অংশত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্-
ভাগবতেরও চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীধর
স্বামীর টীকায় উল্লিখিতানুরূপ নারায়ণ যে কৃষ্ণরূপে আবিভূত হইয়া-
ছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা :—নর-নারায়ণকে
লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশারিহাগতো।

ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণো যদুকুরূদহো ॥ ৪৫ ॥

অশ্রুার্থ :—সেই দুইজন (নর ও নারায়ণ) ভগবান্ হরির অংশ, এই-

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষণ এখানে যদুকুলতিলক কৃষ্ণ ও কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনরূপে পৃথিবীর ভার-
হরণার্থ আবিভূত হইয়াছেন। (অর্জুনের দশ নাম ছিল, তন্মধ্যে এক
নাম কৃষ্ণ ; নারায়ণ যদুকুলের কৃষ্ণরূপে, এবং নর কুরুকুলের কৃষ্ণরূপে
আবিভূত হইয়াছিলেন) এই স্থলে নারায়ণকেও অনন্ত ভগবানের
অংশমাত্র বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে যদুকুলে আবিভূত হইয়া-
ছিলেন বলা হইল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণাবতার যে অনন্ত ভগবানের অংশমাত্র
তাহা পুনরায় স্পষ্টরূপেই ভাগবতকার প্রথম স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ের
পূর্বোক্ত ৫ম ও ২৩শ শ্লোকের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু
শ্রীকৃষ্ণাবতারে সেই অংশরূপী নারায়ণ স্বীয় পূর্ণশক্তি প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন, অপর অবতারে তদ্রূপ শক্তি প্রকাশ করেন নাই, এই নিমিত্তই
যে শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণাবতারকে “ভগবান্ স্বয়ং” এবং অপর সকল
অবতারকে “অংশ কলাঃ” বলিয়া প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮শ
শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়। আমি আমার
পূজনীয় শ্রীশ্রীগুরুদেবকে এই বিষয় একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,
তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “কৃষ্ণ ষোড়শ কলা থা, ইয়ে বাত
সচ্ছ হায়, বাকী এক হায় সহস্র কলা, উয়ে কভি নাহি আওতা হায়,
কভি নাহি যাতা হায়।” তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া আমার সকল
সন্দেহ দূর হইল ; আমি দেখিলাম যে বিভিন্ন শাস্ত্রের আপাততঃ
বিরোধী সমস্ত বাক্য ইহার দ্বারা সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমেই যে অনন্ত বিরাট দেহধারী
প্রথম পুরুষ বর্ণিত হইয়াছেন, দৃশ্যমান সমস্তই তাঁহার দেহ ; গোলোক
বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি সমস্তই ঐ দেহের অন্তর্গত। তিনি আর কোথায় অবতার
হইতে যাইবেন ? সমস্তই তাঁহার এক অবিভক্ত দেহ হওয়ায়, তাঁহার

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

যাতায়াত হইতেই পারে না। তিনি জাগতিক সৃষ্ট্যাদি বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিশেষ বিশেষ মূর্তিতে (হরিহর বিরিক্ষি ইত্যাদি মূর্তিতে) করেন। এই সকল মূর্তি তাঁহার অংশ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অবতার গ্রহণ কার্য্য জগতের কল্যাণসাধনের নিমিত্ত; পরন্তু এই কল্যাণসাধন-ব্যাপার তিনি তাঁহার অংশীভূত হরিরূপে করিয়া থাকেন। ইহা ভাগবতকার প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পূর্বোক্ত ২৩ হইতে ৩৩ শ্লোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব সেই আদিপুরুষের অংশ-স্থানীয় ভগবান্ হরিই (নারায়ণই) অবতার গ্রহণ করিয়া জগতের কল্যাণসাধন করেন। সেই ভগবান্ হরি নারায়ণ পূর্ণ শক্তির আবির্ভাব করিয়া কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করেন, অতএব কৃষ্ণকে পূর্ণ ভগবান্ বলা হইয়াছে, অপর সকলকে শক্তির তারতম্যানুসারে তাঁহার অংশ অথবা কলা মাত্র বলা হইয়াছে। পরন্তু সেই নারায়ণ পুনরায় তৃতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে উক্ত অনন্ত-দেহ মহাবিরাটরূপী আদি পুরুষের অংশ মাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব কৃষ্ণাবতারকেও সেই অনন্ত পুরুষের অংশ মাত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অপরদিকে সেই অনন্ত প্রথম পুরুষ যে নারায়ণরূপ স্বীয় অংশ দ্বারা অবতার গ্রহণ করেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণাবতारे আবিভূত, অপর অবতारे অংশ কলারূপে আবিভূত, এইরূপ গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই।

বিষয়—শ্রীভগবান্ মনুষ্যদেহে কিরূপে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন ?

এবং তাঁহার দর্শনেই মোক্ষ হইল না কেন ?

শিষ্য—এইক্ষণ আমার এই বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই; পরন্তু

দৃষ্টতঃ ক্ষুদ্র মনুষ্য দেহে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি প্রকারে বিশ্বরূপ

দ্বিতীয় অধ্যায়

দর্শন করাইলেন তাহা আমি বুঝিতে ইচ্ছা করি, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আর অনন্ত বিশ্বরূপী ভগবান্কে দর্শন করিয়াও অর্জুনের মোহ কি নিমিত্ত অপগত হইল না, বরং তিনি ভীত হইয়া, সেই রূপ সম্বরণ করিয়া মনুষ্যরূপ দর্শন করাইতে ভগবান্কে প্রার্থনা করিলেন তাহাও আমি বুঝিতে ইচ্ছা করি। শ্রুতিতে আছে :—

“ভিত্তে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥” ইত্যাদি

গুরু—ক্ষুদ্রকায় বস্তুতে বৃহৎকায় বস্তুর দর্শন ত সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছ। এক ক্ষুদ্র দর্পণে অনন্ত আকাশ দর্শন করা যায়। ‘ক্যামেরা’ যন্ত্রে ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতরে কত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, নগর, বন প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়। আলপিনের মস্তকের গায় ক্ষুদ্র বিন্দুবিশিষ্ট এক অঙ্গুরীর ছিদ্রে বৃহৎকায় নানা দেবদেবীর মূর্তি সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছ। অতএব ক্ষুদ্রদেহে বিরাটরূপ প্রদর্শন করা তত আশ্চর্যের বিষয় নহে। পরন্তু এইরূপ বিরাট মূর্তি প্রদর্শন করিবার সামর্থ্য অন্বে দৃষ্ট হয় না। এই প্রদর্শন করিবার শক্তিই অদ্ভুত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতার ; তাঁহার পক্ষে ঈদৃশ শক্তি প্রকাশ করা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। আর সাধারণ জীবেও যে সমস্ত শক্তি অপ্রকাশিত ভাবে আছে, তাহা সম্যক্ অবগত হইলে এই বিষয়ে তোমার এত আশ্চর্যাম্বিত হইবার এবং এই ঘটনাকে অসম্ভব বিবেচনা করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অতএব জীবতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ প্রথমে বর্ণনা করিব।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

পূর্বেই জীবের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছি ; পরন্তু তুমি এখনও ইহা সম্যক্ ধারণা করিতে পার নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ ক্রমে জীবের স্বরূপ, ক্ষমতা ও গতি বর্ণনা করিলে তোমার সন্দেহ থাকিবে না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে সদ্ব্রহ্ম সদা চিৎশক্তিয়ুক্ত। এই চিৎশক্তি দ্বারা তিনি আপনাকে নিত্য সম্যক্ দর্শন করেন। আরও বলিয়াছি যে নীল পীতাদি সপ্ত বর্ণ যেমন শুক্লবর্ণে আছে ; পরন্তু শুক্লাবস্থায় ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃষ্ট হয় না, প্রকাশিত অবস্থায় দৃষ্ট হয় ; যেমন তোমার চিত্তে দর্শন, শ্রবণাদি সমস্ত শক্তি চিত্তের সহিত অভিন্ন হইয়া অপ্রকাশভাবে বর্তমান থাকে, প্রকাশিত অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বলিয়া ভাসমান ; তদ্রূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্বরূপই ঐ সদ্ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া অভিন্নভাবে বর্তমান আছে, প্রকাশিত অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মে যে চিৎশক্তি আছে বলিয়াছি তদ্বারা অপ্রকাশিত অবস্থায় স্থিত স্বীয় সঙ্গপকে তিনি দর্শন করেন এবং ঐ সঙ্গপ হইতে প্রকাশিত অনন্ত বিশ্ব-রূপকেও তিনি সম্যক্ দর্শন করেন। ইহাও বলিয়াছি যে এই চিৎশক্তিই অনন্তরূপ জগতের প্রকাশের মূলীভূত নিমিত্ত কারণ। আরও বলিয়াছি যে এই সম্যক্ দর্শনশক্তির অন্তর্ভূত-রূপে অনন্ত ব্যাপ্তি-দর্শনশক্তি নিত্য বর্তমান আছে, তৎসমস্ত সম্যক্ দর্শনশক্তির অঙ্গীভূত। এই ব্যাপ্তি-দর্শনশক্তির নামই জীব, সুতরাং জীব ঈশ্বরের (সমগ্র দর্শন শক্তিবিশিষ্ট সদ্ব্রহ্মের) অংশ মাত্র। সেই অংশ নিত্য, ইহার ধ্বংস প্রাদুর্ভাব নাই, ইহা

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতি সূক্ষ্ম, এবং ইহাকে চিৎকণা বলিয়া আমি বর্ণনা করিয়াছি।
জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যসকল সমন্বয় করিয়া
বেদান্ত-দর্শনে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস জীবকে স্বরূপতঃ পূর্বোক্ত
প্রকারেই অবধারণ করিয়াছেন। যথা :—

(ক) জীব ব্রহ্মের অংশ।

বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৪২ হইতে ৩৪
সংখ্যক সূত্রে ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে :—

৪২ সূত্র “অংশো নানাব্যপদেশাদনুথা চাপি দাস কিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥”

(অংশঃ ; নানাব্যপদেশাৎ = ভেদব্যপদেশাৎ । অনুথা চ, = অভেদ
ব্যপদেশাৎ । অপি—দাস—কিতব—আদিত্বম্—অধীয়তে—একে) ।

দাশঃ = কৈবর্তঃ ; কিতবঃ = দ্যুতসেবী, ধূর্তঃ ।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যঃ । অংশাংশিতাবাজ্জীবপরমাঅনোভেদাতেদৌ
দর্শয়তি, পরমাঅনো জীবোংশঃ “প্রাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশাবি”-ত্যাди-
ভেদব্যপদেশাৎ ; “তত্ত্বমসী” ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাশ্চ । অপি চ অর্থকর্ষণিকাঃ
“ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা”—ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে ।

অশ্রুার্থঃ—জীব ও পরমাঅন্যতে অংশ ও অংশী সম্বন্ধ; অতএব উভয়ের
মধ্যে ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন । জীব পরমাঅনার অংশ ।
শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্ম ও জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—“এই
দুই অনাদি,—এক সর্বজ্ঞ, অপর অসর্বজ্ঞ ; এক ঈশ্বর, অপর অনীশ্বর ।”
এই সকল শ্রুতি ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । আবার “তত্ত্বমসি”
(তুমি জীব সেই পরমাঅন্যস্বরূপ) ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি ব্রহ্ম ও জীবের
অভিন্নতা উপদেশ করিয়াছেন । এমন কি, অর্থকর্ষণাধিগণ “ব্রহ্মই কৈবর্ত

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

(দাশ), ব্রহ্মই দাস, ব্রহ্মই ধূর্ত” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মকেই কৈবর্তাদি নীচ জাতীয় জীবরূপে পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন। শাকরভাষ্যেও এই সূত্রের ফলিতার্থ এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে ; যথা :—

“অতো ভেদাভেদাবগমাত্যাং অংশত্বাবগমঃ ।”

অর্থাৎ শ্রুতিবিচার দ্বারা (ব্রহ্মের সহিত জীবের) ভেদ ও অভেদ এই উভয় সম্বন্ধ থাকা সিদ্ধান্ত হওয়ায়, জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

অংশের সর্বস্বই অংশীতে আছে, অংশেতে এমন কিছু নাই যাহা অংশীতে নাই, অতএব অংশ অংশী হইতে অভিন্ন—পৃথক্ নহে ; এই অর্থে উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অভেদ সম্বন্ধ। আবার অংশকে অতিক্রম করিয়া অংশী আছে ; অংশী ব্যাপক বস্তু, অংশ তাহার ব্যাপ্য, অংশ অংশীর অঙ্গীভূত একটি অবয়বমাত্র, অতএব অংশী অংশ হইতে বৃহৎ, উভয়ে সম্পূর্ণ, এক নহে। এই অর্থে অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদ সম্বন্ধও আছে। সুতরাং অংশ-অংশীর সম্বন্ধকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা যায়। “জ্ঞাজ্ঞো” ইত্যাদি শ্রুতি যাহা ভাষ্যে মূলসূত্রের উক্ত “নানা” শব্দের ব্যাখ্যানের নিমিত্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা জীব ও পরমাত্মার ভেদ সম্বন্ধজ্ঞাপক ; আর “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতি, যাহা সূত্রোক্ত “অনুথা চাপি” পদের ব্যাখ্যার নিমিত্ত ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা জীব ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদ সম্বন্ধজ্ঞাপক। অতএব এই উভয়বিধ শ্রুতির দ্বারা জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকা এবং জীব পরমাত্মার অংশ হওয়া সিদ্ধান্ত হয়। “ত্বং তৎ অসি” = তুমি সেই ব্রহ্ম, এই বলাতে তোমার সমস্তই ব্রহ্মে আছে, তুমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহ, এই অর্থ বুঝিতে হইবে। যেমন “তুমি হও মনুষ্য” এই বলিলে তুমি সম্পূর্ণরূপেই

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনুষ্যের অন্তর্গত বুঝা যায় ; কিন্তু তুমি ভিন্ন আরও বহু মনুষ্য আছে ;
অতএব মনুষ্যত্ব এক তোমাতে পর্যাপ্ত নহে, সুতরাং তুমি মনুষ্যের অংশ
মাত্র, উভয়ের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ । এইরূপ জীব ও পরমাত্মার মধ্যে
সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ, জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র ।

অতঃপর ৪৩ সূত্রেও শ্রুত্যান্তর দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত করিয়া
৪৪ সূত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাক্ত ভগবদ্ভাক্যের দ্বারা এই বিষয়ের পোষকতা
করা হইয়াছে, যথা :—

অপি চ স্বর্য্যতে ॥ (২য় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৪৪ সূত্র)

• ভাষ্য । “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ইতি জীবশ্চ
ব্রহ্মাংশত্বং স্বর্য্যতে ॥

অন্বার্থ :—স্মৃতি (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)-ও এই রূপই বলিয়াছেন,
যথা :—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ”

(জীবলোকে আমারই অংশ জীবরূপে প্রকাশিত, এই জীব সনাতন)
ইত্যাদি ।

শাক্তরভাষ্যেও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় এই গীতাবাক্যই উদ্ধৃত হইয়াছে।
(খ) জীব নিত্য, ইহার জন্মমৃত্যু নাই, দেহসম্বন্ধ বশতঃই ইহার
জন্মমৃত্যু বর্ণিত হয় ।

বেদান্ত-দর্শন, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পাদ ১৬ সূত্র :—

চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত শ্ৰীভূত্বপদেশোভাক্তস্তদ্বাবভাবিত্বাৎ ॥

[তদ্ব্যপদেশঃ জীবাশ্রয়ঃ জন্মমৃত্যুব্যপদেশ ভাক্তঃ গোণ শ্ৰীৎ,
যতস্তয়োৰ্জন্মমরণয়োৰ্ব্যাপাশ্রয়ঃ স্থাবরজঙ্গমশরীরবিষয়ঃ, তদ্বাবে শরীর
ভাবে জন্মমরণয়োৰ্ভাবিত্বাৎ]

ভাষ্য । জীবাত্মানির্গীয়তে,—“দেবদন্তো জাতো মৃতঃ” ইতি-

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ব্যপদেশো গোণোহস্তি । যতঃ, চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ । শরীরভাবে জন্মমরণ-
য়োর্ভাবিত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—চরাচর দেহের ভাবাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই
জীবাত্মার জন্মমৃত্যুর উপদেশ করা হইয়াছে, জীবের জন্মমৃত্যু গোণ, মুখ্য
নহে, দেহযোগ হওয়াতে তাঁহার জন্মমৃত্যু বলা হয় ।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ১৭ সূত্র :—

নাআহশ্রতেনিত্যত্বাচ্চতাভ্যঃ ॥

[ন আত্মা (উৎপद्यতে ; কুতঃ)—অশ্রতেঃ (তদুৎপত্তিশ্রবণাভাবাৎ)
তাভ্যঃ (শ্রুতিভ্যঃ) আত্মনঃ নিত্যত্বাচ্চ (নিত্যত্বাবগমাচ্চ)]

ভাষ্য । জীবাত্মা নোৎপद्यতে কুতঃ ? স্বরূপতদুৎপত্তিবচনাভাবাৎ ।
“ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” “নিত্যো নিত্যানাং,” “অজো হেকো
জুষমাণোহমুশেতে”, ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ জীবশ্চ নিত্যত্বাবগমাচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—জীবাত্মার উৎপত্তি নাই ; কারণ শ্রুতি তাঁহার স্বরূপতঃ
উৎপত্তি থাকা বলেন নাই, এবং “ন জায়তে ম্রিয়তে বা” ইত্যাদি বহু
শ্রুতিতে আত্মার নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে ।

(গ) জীব স্বরূপতঃ “জ্ঞ” অর্থাৎ দ্রষ্টা স্বরূপ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ১৮ সূত্র :—

জ্ঞোহতএব ॥

ভাষ্য । অহমর্থভূতমাত্মা জ্ঞাতা ভবতি ।

ব্যাখ্যা :— অহং পদের অর্থভূত জীবাত্মা নিত্য “জ্ঞ” অর্থাৎ দ্রষ্টা-
স্বরূপ ।

পূর্বে তোমাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়াছি যে, ব্যষ্টিদর্শনশক্তিবিশিষ্ট
ব্রহ্মই জীব । এই ব্যষ্টিদর্শনশক্তি সম্যক্দর্শনশক্তির অন্তভূত অঙ্গবিশেষ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতএব জীব সর্বত্র পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা অংশবিহীন কদাপি হয়েন না। অতএব জীবের নিত্যত্বও সিদ্ধ। জীব অতি সূক্ষ্ম, অণুবৎ। জীবকে চিৎকণা বলিয়া পুঙ্খবর্ণনা করিয়াছি। বহুশ্রুতিমূলে বেদান্ত-দর্শনকারও এই সিদ্ধান্তই উপদেশ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

(ঘ) জীব স্বরূপতঃ অণুস্বভাব।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ২২ সূত্র :—

শ্বশকোন্মানাত্যাং ॥

ভাষ্য। “এষোহনুরাত্মা, বালাগ্রশতভাগশ্চ শতধা কল্পিতশ্চ চভাগো জীব” ইতি শ্বশকোন্মানাত্যাং জীবোহণুঃ ॥

অর্থঃ—(জীবাত্মা অণুপরিমাণ, জীব কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ সদৃশ সূক্ষ্ম) এই শ্রুতিবাক্যে অণুশব্দ ও উন্মান (অল্প হইতেও অল্প) বাচক শব্দ থাকায়, জীব অণুস্বভাব, বিভূ (ব্যাপক) স্বভাব নহে।

(ঙ) জীব স্বরূপতঃ অতিসূক্ষ্ম অণুস্বভাব হইলেও তিনি গুণে বিভূ হইবার যোগ্য, তাঁহার গুণ অসংখ্য।

বেদান্ত-দর্শন দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ২৮ সূত্র :—

তদ্গুণসারত্বাত্ত্ব তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥

ভাষ্য। বৃহন্তো গুণা যস্মিন্মিতি ব্রহ্মেতি প্রাজ্ঞবদাত্মা বিভূগুণত্বা “নিত্যং বিভূ” মিত্যি ব্যপদিষ্টঃ ; দৃষ্টান্তে বৃহদেব প্রাজ্ঞো গুণৈরপি বৃহত্ত্ববতি, দাষ্টান্তে তু জীবোহণুপরিমাণকো, গুণেন বিভূরিত্যি বিশেষঃ।

অর্থঃ—বৃহৎ গুণ আছে, এই অর্থে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকে যেমন ব্রহ্ম বলা যায়, এইরূপ জীবাত্মারও গুণের বিভূত্ব থাকায় “নিত্যং বিভূম্” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকে বিভূ বলা হইয়াছে। পরন্তু স্বরূপতঃ জীবাত্মা বিভূ নহে। প্রাজ্ঞ আত্মা (পরব্রহ্ম) বাস্তবিক

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

স্বরূপতঃ বৃহৎ, অণু নহে, তথাপি তিনি গুণেও বৃহৎ হওয়াতে, তাঁহাকে “বৃহত্ত্বং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যে বৃহৎ গুণবিশিষ্ট অর্থে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। জীবাত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ অণু, গুণেই তাঁহাকে বিভূ বলা হইয়াছে। ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ।

শাক্তিক মত এই মতের বিরোধী। ঐ মতে জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভূস্বরূপ। তাহার বিচার বিস্তৃতরূপে বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ব্যাখ্যায় করিয়াছি। প্রয়োজন বোধ করিলে তাহা তোমরা দেখিতে পার।

জীবাত্মাকে স্বরূপতঃও বিভূ (সর্বব্যাপক) বলিলে, সকল জীবই পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণভাবে এক হইয়া যায়, কোন প্রকার ভেদ থাকে না। জীবকে পরমাত্মার অংশ, এবং জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে বলিয়া পূর্বেদ্বিত সূত্রে যে বেদব্যাস অবধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ; এবং কর্ম ও কর্মফলের ভোগের কোন নিয়ম থাকে না এবং বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি অবস্থাভেদও অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা বেদব্যাস নানাবিধ সূত্রদ্বারা অবধারণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল ; যথা :—

বেদান্ত-দর্শন দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৩১ সূত্র :—

নিত্যোপলক্ষ্যমুপলক্ষিপ্ৰসঙ্গোহন্তরনিয়মো বাহন্তথা ॥

ভাষ্য। অন্তথা (সর্বগতাত্মবাদে) আত্মোপলক্ষ্যমুপলক্ষ্যোর্বন্ধ মোক্ষয়োনিত্যং প্রসঙ্গঃ শ্রান্নিত্যবন্ধো বা নিত্যমুক্তো বাহন্ত্যেত্যন্তর নিয়মো বা শ্রাৎ ।

অশ্রার্থ :—জীবাত্মাকে সর্বগত এবং স্বরূপতঃই বিভূস্বভাব বলিয়া স্বীকার করিলে, উপলক্ষি এবং অনুপলক্ষি (জ্ঞান ও অজ্ঞান) উভয়ই

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবাত্মার নিত্য হইয়া পড়ে; অর্থাৎ জীবাত্মা অণু না হইয়া স্বরূপতঃ ব্যাপক স্বভাব হইলে, তাহার নিত্য সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি হয় ; এবং পক্ষান্তরে সংসার-বন্ধও (অজ্ঞানও) থাকা দৃষ্ট হওয়াতে, তাঁহার সেই অজ্ঞানও নিত্য হইয়া পড়ে; এবং বন্ধ ও মোক্ষ এই বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় উভয়ই নিত্য হয়; অথবা, হয় নিত্যই বন্ধ কিংবা নিত্যই মুক্ত এইরূপ দুইটির একটি ব্যবস্থা করিতে হয়। বন্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবিত কোন প্রকারে হয় না।

(জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভূস্বভাব হইলে, সর্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতে হয়, তাহা না করিলে সর্বব্যাপী শব্দ অর্থশূন্য হইয়া পড়ে ; সুতরাং সর্ববিধ অন্তঃকরণের সহিত সম সম্বন্ধ থাকায়, কোন অন্তঃকরণ অল্পদর্শী, কোন অন্তঃকরণ সর্বদর্শী হওয়াতে জীবাত্মারও যুগপৎ সর্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব, মোক্ষ ও বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। অন্তঃকরণের কেবল একবিধত্ব (সর্বজ্ঞত্ব অথবা অল্পজ্ঞত্ব) কল্পনা করিয়া, অথবা অন্য কোন প্রকার কল্পিত যুক্তি দ্বারা যদি এই আপত্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা কর, তবে জীবাত্মার নিত্যবদ্ধত্ব অথবা নিত্য-মুক্তত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জীবাত্মার বন্ধাবস্থা হইতে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবিত কোন প্রকারে করিতে পারিবে না।)

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৪৮ সূত্র :—

অসম্বতেশ্চাব্যতিকরঃ ॥

[অসম্বতেঃ সর্কৈঃ শরীরৈঃ সহ সম্বন্ধাভাবাৎ, অব্যতিকরঃ কৰ্ম্মণঃ তৎফলশ্চ বা বিপর্যায়ো ন ভবতি]

ভাষ্য । বিভোরংশ্চেহপি গুণেন বিভূত্বেহপি চাত্মনাং স্বরূপতোহণুত্বেন সর্বগতত্বাভাবাৎ কৰ্ম্মাদিব্যতিকরো নাস্তি ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অশ্বার্থ :—জীব বিভূ পরমাঙ্গার অংশ, এবং জীবের গুণসকল অপারিসীম হইলেও, জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ অগুণ্ণভাব (পরিচ্ছিন্ন) হওয়াতে, তাঁহার সর্কগতত্ব নাই, অতএব কর্ম ও তৎফলের বিপর্যয় ঘটে না ; অর্থাৎ একের কৃতকর্ম ও তৎফল অপরকে আশ্রয় করে না। জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভূষভাব (সর্কব্যাপী) হইলে, সকল জীবের কর্মের সহিতই প্রত্যেক জীবের সম-সম্বন্ধ হয় ; সুতরাং একের কর্ম ও অপরের তৎফল ভোগ হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না, কোন বিশেষ কর্মের সহিত কাহারও বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু এই বিশেষ সম্বন্ধ যে আছে, তাহা আত্মানুভব এবং শাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব জীব বিভূ-স্বভাব (সর্কগত) নহেন।

শাক্তরভাষ্যেও সূত্রের ফলিতার্থ নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ;
যথা :—

“নহি কর্তুর্ভোক্তুশ্চাত্মনঃ সন্ততিঃ সর্কৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধোহস্তি ।
উপাধিতম্ভো হি জীব ইত্যুক্তম্ । উপাধ্য সন্তানাচ্চা নাস্তি জীব সন্তানঃ ।
ততশ্চ কর্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি ।”

অশ্বার্থ :—কর্তা ও ভোক্তা যে আত্মা, তাঁহার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই, জীব স্বীয় উপাধিগত দেহনিষ্ঠ, তাহার অপর দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই। উপাধিগত শরীরের সর্কব্যাপিত্ব না হওয়াতে, তন্নিষ্ঠ জীবেরও সকল দেহের সহিত সম্বন্ধ হয় না ; অতএব কর্ম অথবা কর্মফলের ব্যতিক্রম হয় না, যে জীব যে কর্ম করে সেই কর্ম তাহারই এবং তৎফল ভোগও তাহারই হয়। (এই ব্যাখ্যায় জীবাত্মার সকল শরীরের সহিত

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্বন্ধ না থাকা স্বীকার করাতে, জীব যে স্বরূপতঃ বিভূ তাহা আর বলা যাইতে পারে না) ।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৪৯ সূত্র :—

আভাসা এব চ ॥

ভাষ্য । পরেযাং কপিলাদীনাং ব্যতিকরপ্রসঙ্গাৎ সৰ্বগতাত্মবাদাশ্চাভাসা এব ।

অশ্বার্থ :—কপিলাদিকর্তৃক উক্ত সাংখ্যশাস্ত্রে আত্মার বিভূত্ব উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং তাহাদের উক্তি গৃহীত হইলে, কর্মের ও কর্মফল ভোগের ব্যতিক্রম হওয়ার প্রসঙ্গি হয় ; অতএব আত্মার সৰ্বগতত্ববাদ (বিভূত্ববাদ) আভাসা মাত্র অর্থাৎ অপসিদ্ধান্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৫০ সূত্র :—

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥

ভাষ্য । সৰ্বগতাত্মবাদেহদৃষ্টমাশ্রিত্যপি ব্যতিকরো দুর্বারোহদৃষ্টানিয়মাৎ ।

অশ্বার্থ :—আত্মার সৰ্বগতত্ববাদে অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়াও কর্ম ও কর্মভোগের ব্যতিক্রম নিবারিত হয় না ; কারণ সকল আত্মাই সৰ্বগত হইলে সকলই তুল্য ; অদৃষ্ট কোন্ আত্মাকে অবলম্বন করিবে তাহার কোন নিয়ম থাকিতে পারে না ।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৫১ সূত্র :—

অভিসন্ধ্যাদিষপি চৈবম্ ॥

ভাষ্য । অহমিদং করিষ্যে, ইদং নেতি সঙ্কল্পাদিষপ্যেবমনিয়মঃ ।

অশ্বার্থ :—আমি এইরূপ করিব, এইরূপ করিব না, এবংবিধ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অভিসন্ধি (সঙ্কল্পাদি) বিষয়েও আত্মার সর্বগতত্ববাদে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৫২ সূত্র :—

প্রদেশাদিতি চেনাস্তুর্ভাবাৎ ॥

ভাষ্য। স্বশরীরস্থাত্মপ্রদেশাৎ সর্বং সমঞ্জসমিতি চেন, তত্র সর্বেষা-
মাত্মপ্রদেশানাংস্তুর্ভাবাৎ।

অন্তর্গতঃ—যদি বল যে তত্ত্বং শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই সঙ্কল্পাদি
হইতে পারে, সুতরাং তদ্বারা অভিসন্ধির ও কর্মের নিয়মের সঙ্গতি
হইতে পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ সকল আত্মাই সকল
শরীরের অন্তর্ভূত, অতএব কোন বিশেষ আত্মাকে কোন বিশেষ দেহে
বিশেষরূপে অন্তর্ভূত বলিয়া বলা যাইতে পারে না। কারণ সকল
আত্মাই সমভাবে সর্বগত। অতএব জীবাত্মার সর্বগতত্ববাদ অপসিদ্ধান্ত।

বিষয়—ঈশ্বর স্বরূপতঃ বিভু, কিন্তু জীব স্বরূপে অণু এবং গুণে বিভু,

ইহার অর্থ কি ?

শিষ্য। এই সকল প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ইহা অবশ্য প্রমাণিত হইয়াছে
যে জীব স্বরূপতঃ অণুপরিমাণ, কিন্তু গুণে বিভু; ইহা যাহাতে
ধারণা করিতে পারি এইরূপ করিয়া বুঝাইয়া দিন। এই সকল
প্রমাণের দ্বারা কেবল শাস্ত্রিক বোধ মাত্র হইয়াছে।

গুরু। পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয় বুঝাইতেছি। তোমার দর্শনেন্দ্রিয়,
শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যেকটি স্বরূপতঃ অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু
দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা তুমি ব্যাপক আকাশকেও দর্শন করিতেছ।
শ্রবণেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম হইলেও, সূক্ষ্ম ও স্থূল সর্ববিধ শব্দজ্ঞান তদ্বারা
হইতেছে। এইরূপ রসনাদ্বারা বহুবিধ স্বাদের জ্ঞান হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তোমার একাদশ ইন্দ্রিয় সকলই এই প্রকার ; ইহারা প্রত্যেকে স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম, বিশেষ বিশেষ প্রকার জ্ঞান উৎপাদন করে। পরন্তু তোমার সাধারণ জ্ঞানশক্তি একটি আছে যাহাকে চিন্তা বলা যায়, এবং যাহার অপর নাম বুদ্ধি। তোমার একাদশ ইন্দ্রিয়ের সমস্তই ঐ চিন্তার অন্তর্গত। দর্শন এক প্রকার জ্ঞানবৃত্তি, শ্রবণও এক প্রকার জ্ঞানবৃত্তি, আশ্বাদনও এক প্রকার জ্ঞানবৃত্তি, এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এক এক বিশেষ জ্ঞানবৃত্তি। ইহারা তোমার সাধারণ জ্ঞানবৃত্তি—চিন্তার অংশ। তুমি যখন দর্শন, শ্রবণ কর না, তখন ইহারা তোমার চিন্তে লীন হইয়া একতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, কার্যকালে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানশক্তিরূপে প্রকাশ পায়। অতএব তোমার সাধারণ জ্ঞানবৃত্তি (চিন্তা) ব্যাপক বস্তু। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি ইহার সূক্ষ্ম অবয়ব মাত্র। একটি মৃন্ময় ঘটের যেমন স্ফন্ধাদি বিশেষ বিশেষ অবয়ব আছে, ঘটটি ব্যাপক বস্তু, স্ফন্ধাদি অবয়ব তাহার ব্যাপ্য, চিন্তা ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে ঠিক এইরূপ ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব নাই সত্য ; কারণ বুদ্ধিও শক্তি, তাহার অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়াদিও শক্তি। শক্তির বিস্তার ঘটাদির বিস্তারের ন্যায় নহে, ইহা সত্য ; পরন্তু তাহা না হইলেও একটি শক্তির অন্তর্ভূত অপর শক্তিসকল হওয়াতে, ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধকেও ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। সম্যক্-দর্শনশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মকে এই অর্থে স্বরূপতঃ বিভূ অর্থাৎ ব্যাপক বলা হইয়াছে, এবং ব্যাপ্তিদর্শনশক্তিরূপে জীবরূপী ব্রহ্মকে ঈশ্বরের অঙ্গীভূত ও সূক্ষ্ম অগুণ্ণতাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর তোমার দর্শনশক্তি স্বরূপতঃ তোমার ব্যাপকচিন্তার সূক্ষ্ম অংশ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

হইলেও, যেমন আকাশাদি বৃহৎ পদার্থ দর্শন করিতে পারে, যে কোন বৃহৎরূপ চিত্তে ধারণা হয়, দর্শনশক্তিও তাহা ধারণ করিতে পারে, অতএব গুণে এই দর্শনশক্তিকে বৃহৎ বলা যাইতে পারে ; তদ্রূপ জীবও স্বরূপতঃ অতি সূক্ষ্ম—অণুস্বভাব হইলেও গুণে বিভূ হইতে পারেন।

বিষয়—জীবের গুণে বিভূত কেন সর্বদা দেখা যায় না ?

শিষ্য । জীব স্বরূপতঃ অণুবৎ হইয়াও গুণে বিভূ ইহার অর্থ এক্ষণে বুঝিলাম, কিন্তু আমাতে এবং অন্য সাধারণ জীবে তো গুণে বিভূত দেখিতে পাইতেছি না, আমাদের শক্তি অতি অল্পই আছে বলিয়া বোধ করি কেন ?

গুরু । এই বিষয়টিও একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছি । তোমার দর্শনেন্দ্রিয় তোমার দেহস্থ চক্ষু নামক যন্ত্রের সাহায্যাবলম্বনে বহিঃস্থিত বস্তুসকলের রূপ গ্রহণ করিয়া চিত্তে অর্পণ করিলে, ঐ রূপের বোধ তোমার জন্মে । যখন তোমার এই দেহ মৃত হয়, তখন এই দেহের সঙ্গে সঙ্গে তোমার দর্শনশক্তি বিলুপ্ত হয় না, মৃত্যুর পরেও জীবের এই দর্শনশক্তি থাকে ; তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেক আছে । ইহা এদেশে সকলেই জানে । অতএব ইহার প্রমাণ আলোচনা করা নিশ্চয়োজন । ‘হিষ্টিরিয়া’ রোগাক্রান্ত কোন রোগীর চক্ষু বাঁধিয়া পৃষ্ঠের দিকে পুস্তক রাখিয়া তাহাকে পড়িতে বলা হইয়াছে, সেই পুস্তক রোগী পড়িয়াছে এমনও দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে । অতএব এই চক্ষুযন্ত্রের অতিরিক্ত যে পৃথক দর্শনশক্তি জীবের আছে, তাহা বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না । কিন্তু চক্ষুযন্ত্রকে অবলম্বন

দ্বিতীয় অধ্যায়

করিয়াই সাধারণতঃ জীবের দর্শনশক্তি কার্য্য করে ; যদি চক্ষে পর্দা পড়িয়া যায়, তবে আর জীব দেখিতে পায় না। এই চক্ষের অবস্থানুসারে দর্শনশক্তির প্রকাশ নির্ভর করে। চক্ষুযন্ত্র ভাল অবস্থায় থাকিলেও, বাহিরে উপযুক্ত আলোক না থাকিলে দর্শন কার্য্যের বাধা জন্মে, দর্শন ভালরূপে খোলে না। অতএব তোমার চক্ষুর এবং বাহিরের অবস্থার উপর তোমার দর্শনশক্তির প্রকাশ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

এইরূপ জীবের অসংখ্য শক্তি থাকিলেও—জীব গুণে বিভূ হইলেও, বন্ধাবস্থায় তাহার সমস্ত গুণ প্রকাশিত হইতে পারে না। যে দেহকে আশ্রয় করিয়া জীব কার্য্যক্ষেত্রে আবিভূত হইয়েন, তাহার অবস্থার উপর তাঁহার গুণসকলের প্রকাশ নির্ভর করে। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র নির্মিত তাঁহার সূক্ষ্মদেহ আছে ; এই সূক্ষ্মদেহ দ্বারা জীব সূল দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়েন। এই উভয়বিধ দেহের আবরণেই তাঁহার স্বভাবগত শক্তি সকল প্রকাশিত হইতে পারে না। দেহে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে, তাহাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে এবং নিজে যে দ্রষ্টামাত্র তাহা জীব ভুলিয়া যান, এবং তাঁহার শক্তিসকল প্রকাশিত হইতে পারে না। সাধনাদি অবলম্বনে যে পরিমাণে দেহ নির্মূল হয়, এবং দেহাত্মবুদ্ধি ক্ষীণ হয়, সেই পরিমাণে তাঁহার স্বরূপগত শক্তিসকল প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে, এই জন্মেই তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ববিধ সামর্থ্যযুক্ত হইয়েন। তখন তিনি যে বিশেষ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি করিতে পারেন। পরন্তু জীবের এই সকল চরম

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অবস্থা বিষয়ে সাম্প্রদায়িক নানাবিধ গ্রন্থে আধুনিক কালে বিভিন্ন প্রকারের মত প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে তোমাদের বুদ্ধি সন্দিগ্ধ না হয়, এই নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাসের এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল, যাহা ব্রহ্মসূত্রে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব। তদ্বারা তোমাদের বুদ্ধি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে।

(১) ইহ জন্মেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে পারে।

বেদান্ত-দর্শন তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ২৪ সূত্র :—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ ॥

(সংরাধনম্ আরাধনম্ ইত্যর্থঃ)

নিহার্কভাষ্য।—ভক্তিয়োগে ধ্যানে তু ব্যজ্যতে ব্রহ্ম “জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসঙ্কস্তুতস্ত তং পশুতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ,” “ভক্ত্যা স্বনগ্নয়া শক্যো হহমেবম্বিধোহর্জুন, জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তস্মৈন প্রবেষ্টুং চ পরস্তপ” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।

অশ্বার্থ :—ভক্তিয়োগে আরাধিত হইলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, শ্রুতি ও স্মৃতি ইহা নির্দেশ করিয়াছেন ; শ্রুতি যথা—“ব্রহ্মজ্ঞান প্রসাদে যাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই পূর্ণব্রহ্মকে দর্শন করেন ॥” স্মৃতি যথা :—“হে পরস্তপ অর্জুন ! কেবল ভক্তিদ্বারাই এবংবিধরূপে আমাকে তস্মৈন সহিত জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং আমার দর্শন করা যায়, এবং আমাতে প্রবেষ্ট হওয়া যায় অগ্নি কিছুর দ্বারা নহে। ইত্যাদি।” শঙ্কর ভাষ্যেও এই সূত্রের অর্থ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শঙ্কর স্বামী বলিয়াছেন, “সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাঘ্নুষ্ঠানম্” ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই সূত্রের শ্রীযুক্ত কেশব কাশ্মিরী ভট্টজীর কৃত ব্যাখ্যা আরও প্রাঞ্জল, যথা :—

“সংরাধনে সম্যক্ ভক্তিয়োগে ধ্যানে পরং ব্রহ্ম ব্যক্তং ভবতি প্রকাশতে, ধ্যানেন প্রীতঃ পরমাত্মা তস্মৈ মুমুক্শবে স্বয়মাত্মানং দর্শয়তীত্যর্থঃ । কুতঃ ইদমবগম্যতে ? ইত্যত আহ প্রত্যক্ষানুমানাত্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ইত্যর্থঃ ।”

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ২৫ সূত্র :—

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং, প্রকাশশ্চ কস্মণ্যভ্যাসাৎ ॥

ভাষ্য। সূর্য্যাগ্নাদীনাং যথা তদর্থিকৃত সাধনাভ্যাসাদাবিভাবস্তদ্বদ্বৃক্ষণো-
হপ্যবৈশেষ্যং, ব্রহ্ম প্রকাশো ভবতি, সংরাধনলক্ষণাদুপায়দ্বৃক্ষদর্শনং
ভবতীত্যর্থঃ ॥

অশ্রুার্থঃ—যেমন সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি তত্ত্বদুপযোগী সাধন দ্বারা (দর্পণ,
কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা) আবিভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপযুক্ত সাধন
দ্বারা প্রকাশিত হইবে, ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনারূপ সাধন দ্বারাই ব্রহ্ম
প্রত্যক্ষীভূত হইবে ।

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ২৬ সূত্র :—

অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥

ভাষ্য। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারাক্কেতোস্তেন সহ সাম্যং বাতি “যদা পশুঃ
পশ্যতে রুক্ষবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং, তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে
বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইতি জ্ঞাপকাৎ ।

অশ্রুার্থঃ—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে উপাসক তৎসমতা প্রাপ্ত হইবে,
শ্রুতি তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা :—“যখন উপাসক সেই উজ্জ্বল
সর্ব্বকর্তা ঈশ্বর, যিনি ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তিস্থান, তাঁহাকে দর্শন করেন,

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

তখন পাপ পুণ্য উভয় হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া তিনি অপাপবিদ্ধ হইলেন, এবং ব্রহ্মের সহিত সাম্য লাভ করেন।”

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ২৭ সূত্র :—

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥

(উভয় ব্যপদেশাৎ—তু—অহিকুণ্ডলবৎ)

ভাষ্য । মূর্ত্তামূর্ত্তশ্চাপ্রতিষেধ্যত্বং দ্রুচয়তি, মূর্ত্তামূর্ত্তাদিকং বিশ্বং ব্রহ্মণি স্বকারণে ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধেন স্মাতুমর্হতি, ভেদাভেদব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবৎ ।

অশ্রুার্থ :—সূল ও সূক্ষ্মরূপী জগতের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সূত্রকার বলিতেছেন :—সূল ও সূক্ষ্ম বিশ্ব স্বকারণ ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত, কারণ ব্রহ্মের সহিত ভেদ সম্বন্ধ ও অভেদ সম্বন্ধ উভয়ই শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন । সর্প যেমন কুণ্ডলাকারে থাকিলে তাহার অঙ্গসকল অপ্রকাশিত থাকে, প্রকাশিত হইলে ফণা, লাস্কুলাদি অবয়ব প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । উভয়বিধ শ্রুতি যথা :—

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদি ভেদ ব্যপদেশঃ, “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি অভেদব্যপদেশঃ ।

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ২৮ সূত্র :—

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্বাৎ ॥

(প্রকাশ—আশ্রয় ; প্রকাশ-তদাশ্রয়োঃ সম্বন্ধবৎ বা, তেজস্বাৎ)

ভাষ্য । জীবপুরুষোক্তময়োরপি তথা সম্বন্ধো জ্ঞেয়ঃ । উভয়-ব্যপদেশাৎ প্রভা-তদ্বতোরিব । অতোহনন্তেনেত্যেনে কেবল ভেদো ন শক্য ইতি ভাবঃ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থার্থ :—জীব ও পরমেশ্বরেরও এইরূপ সম্বন্ধই জানিতে হইবে । ভেদাভেদ উভয় তাঁহার সম্বন্ধেও উক্ত হওয়ায়, যেমন প্রভা এবং প্রভাশীলের মধ্যে সম্বন্ধ, তদ্রূপ জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ ; অতএব পূর্বেক্ত “অতোহনন্তেন” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা কেবল ভেদসম্বন্ধ থাকা মনে করিবে না ।

এই সকল সূত্রের দ্বারা শ্রুতিসকলের সারমর্ম উদ্ঘাটিত কবিতা ভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ভক্তিপূর্বক উপাসনা দ্বারা ইহ জন্মেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে । পরন্তু জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ মাত্র হওয়ায়, ব্রহ্ম দর্শন হইবার পরও তাহার সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধই থাকে । কিন্তু ভক্তিপূর্বক আরাধনা করিলে যে সকলেরই ইহজন্মে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে এরূপ নহে । বেদান্ত-দর্শন তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ ৫০ সূত্রে ইহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন । যথা :—

ঐহিকমপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে, তদর্শনাৎ ॥

(অপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে—অসতি বাধকে)

ভাষ্য । অসতি প্রতিবন্ধে ঐহিকং বিদ্যাজন্ম, তস্মিন্ সত্যামুখিকং “মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোহথ লক্ষ্মী বিদ্যামি” ত্যাদৌ তদর্শনাৎ ।

অর্থার্থ :—প্রতিবন্ধ না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করা যায়, প্রতিবন্ধ থাকিলে পর জন্মে প্রতিবন্ধ দূর হইলে লাভ হয় । ইহজন্মেই যে লাভ হইতে পারে তাহা “যমরাজকথিত বিদ্যা লাভ করিয়া নচিকেতা যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও ব্রহ্ম লাভ করিয়া শোকাতীত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি বাক্যে কঠ ও অপরাপর শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

কঠোপনিষদুক্ত সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্য ভাষ্যে নাই, নিম্নে দেওয়া হইল :—“মৃত্যুপ্রাপ্তাং নচিকেতোহথ লক্ষ্ম। বিছামেতাং যোগসিদ্ধিং চ কুংসাম্ ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিমৃত্যুঃ”

ভজন করিতে করিতে নানাপ্রকার সিদ্ধি উপস্থিত হয় এবং সাধকের যশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। যদি তৎপ্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িয়া যায়, তবে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন না। সিদ্ধি ও যশেতেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন; সূতরাং ব্রহ্ম দর্শন হয় না। সিদ্ধি প্রভৃতি তাঁহার প্রতিবন্ধরূপে সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

(২) ব্রহ্মদর্শন হইলে জীবিত পুরুষ পাপপুণ্য উভয় হইতে বিমুক্ত হইবেন। কেবল প্রারন্ধ ভোগ থাকে, কিন্তু তাহাতে তিনি নির্লিপ্ত থাকেন।

বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ ১৩ সূত্র :—

তদধিগমে, উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ, তদ্ব্যপদেশাৎ।

ভাষ্য। বিদুষ উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষ বিনাশৌ ভবতঃ। কুতঃ ? “এবংবিদি পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে,” “অশ্চ সৰ্ব্বে পাপ্যানঃ প্রদূয়ন্তে” ইতি ব্যাপদেশাৎ ॥

অশ্চার্থ :—ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের পূর্বকৃত পাপ সকল বিনষ্ট হয়, এবং পরে কৃত পাপ সকলও তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কারণ ছান্দোগ্য শ্রুতি এই সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, “এইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে পাপ কৰ্ম্ম লিপ্ত করে না,” “তদ্ যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে” “যেমন জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না তদ্বৎ” ইত্যাদি। “এবং যেমন তুলারাশি অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষের সমস্ত পাতকরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়” ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ ১৪ সূত্র :—

ইতরশ্চাপি এবমসংশ্লেষঃ পাতেতু ॥

ভাষ্য । পুণ্যশ্চ কাম্যকর্মোণোহপি অঘবন্মুক্তিবিরোধিত্বাদুত্তরশ্চাশ্লেষঃ পূর্বশ্চ বিনাশ এব । উত্তরপূর্বয়োরশ্লেষবিনাশানন্তরং দেহপাতে সতি মুক্তিরেব ।

অশ্বার্থ :—পাপের ঞ্চায় পুণ্যও মুক্তির বিরোধী, সূতরাং জ্ঞানী পুরুষের পূর্বকৃত পুণ্যের বিনাশ হয়, এবং পরে কৃত পুণ্যকর্মের সহিত তাঁহার অশ্লেষ (অলিপ্ততা) ঘটে । পূর্বে এবং পরে কৃত পুণ্যের বিনাশ ও অশ্লেষ হইয়া দেহ পাতে তাঁহার পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম বিলুপ্ত হয় ; এবং তিনি সম্যক মুক্তি লাভ করেন ।

বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ ১৫ সূত্র :—

অনারককার্যো এব তু পূর্বে তদবধেঃ ॥

[তদবধেঃ—তশ্চ দেহপাতাবধিত্বোক্তত্বাৎ]

ভাষ্য । বিছাপ্রাপ্তৌ পূর্বে পাপপুণ্যেহপ্রবৃদ্ধফলে এব ক্ষীয়েতে । কুতঃ ? “তশ্চ তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎশ্চে” ইতি শরীরপাতাবধি শ্রবণাৎ ।

অশ্বার্থ :—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্বকৃত পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হয় বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সমস্ত পাপ পুণ্য সম্বন্ধে নহে, যে কর্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই (অর্থাৎ ইহজন্মকৃত সঞ্চিত কর্ম এবং অপরাপর জন্ম-সঞ্চিত কর্ম, যাহা ইহজন্মে ফলোন্মুখী হয় নাই), তৎ সম্বন্ধেই এই উক্তি বুঝিতে হইবে । কারণ যে কর্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও ক্ষয় হয় না বলিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা “তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) তাবৎকাল বিলম্ব

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

যাবৎকাল প্রারন্ধকর্ষফল ভোগ হইতে বিমুক্তি না হয় (দেহান্ত পর্যান্তই সচরাচর প্রারন্ধ কর্ষ ভোগ থাকে, অতএব সাধারণতঃ যাবৎকাল দেহের পতন না হয়) । অতঃপর (দেহান্তে) তিনি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন” ইত্যাদি । এই সকল বাক্যে শরীর পতনের অপেক্ষা থাকা শ্রুতিই স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন । (পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ষ একত্রিত হইয়া তদনুরূপ ভোগ দিবার নিমিত্ত এই জন্মের দেহ প্রস্তুত করে । এই ভোগাবসানে দেহেরও পতন হয় । ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ । ভোগদানে প্রবৃত্ত হইয়া দেহ প্রস্তুত করিয়াছে যে সকল কর্ষ, তাহাদের নামই প্রারন্ধ কর্ষ । ব্রহ্মবিৎ হইলেও ঐ প্রারন্ধ কর্ষ বিনষ্ট হয় না ; তন্নিমিত্তই শরীর জীবিত থাকে । শ্রুতিমূলে সূত্রকার ইহাই এই সূত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।)

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহ পতনের সহিত প্রাক্তনভোগ শেষ হয় এবং তিনি সর্ববিধ বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইলে, ইহাই সাধারণ নিয়ম, সত্য ; কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে । তাহা ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে শেষ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন । যথা :—

তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ ৫১ সূত্র :—

মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধূতেস্তদবস্থাবধূতেঃ ॥

[তদবস্থাবধূতেঃ বিদ্বদ্রূপাবস্থায় সম্পন্নবিদ্যায় অনিয়তমুক্তিফলত্বেন অবধূতেরিত্যর্থঃ]

ভাষ্য । তথা মুক্তিফলানিয়মঃ “তস্য তাবদেব চিরম্” ইতি বচনাৎ ।

অর্থঃ—তদ্রূপ মুক্তিরূপ ফল যে এই দেহের পতন হইলেই লাভ হইবে, তাহারও নিয়ম নাই ; কারণ ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন,

দ্বিতীয় অধ্যায়

“কৰ্মভোগ হইতে বিমুক্ত হইলে ব্রহ্মরূপতা হয়।” (যেমন প্রতিবন্ধা-
ভাবে এই জন্মেই বিঘ্নালাভ হয়, প্রতিবন্ধ থাকিলে হয় না ;
অতএব এই জন্মেই হইবে বলিয়া বিঘ্নালাভ বিষয়ে কোন নিশ্চিত
নিয়ম নাই ; তদ্রূপ বিঘ্নাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মুক্তিরূপ বিঘ্নাফল
লাভ বিষয়েও এই দেহের অন্ত হইলেই হইবে এইরূপ নিশ্চিত
নিয়ম নাই।)

সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিৎ হইলেও দেহান্তে পরম মোক্ষলাভ না করার একটি
দৃষ্টান্ত বশিষ্ঠাদি ঋষি। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের
তৃতীয় পাদে ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা :—

তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৩২ সূত্র :—

যাবদধিকারমবস্থিতীরাধিকারিকানাং ॥

ভাষ্য। বশিষ্ঠাদীনাং ত্বধিকার ফলকৰ্ম্মবশাচ্চাবদধিকারমবস্থিতিঃ।

অর্থ :—বশিষ্ঠাদি ঋষি বেদপ্রবর্তনাদি যে যে কৰ্ম্ম করিবার
অধিকার প্রাপ্ত হইয়া জন্মিয়াছিলেন, সেই সকল আধিকারিক কৰ্ম্ম শেষ
না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে হইয়াছে।
স্বীয় আধিকারিক কার্য শেষ হইবার পূর্বেই অভিসম্পাত বশতঃ বশিষ্ঠ
ঋষির দেহপাত হয় ; তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও ঐ দেহ পতনের পর পুনরায়
তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ; কারণ তাঁহার অধিকারগত কার্য—
যাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা তৎকালে
শেষ হয় নাই। এইরূপ কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে ব্রহ্মবিৎ পুরুষেরও
দেহান্ত হইলেই পরম মোক্ষলাভ হয় না। অতএব সূত্রকার বলিতেছেন
যে মুক্তিরূপ লাভেরও নিশ্চিত নিয়ম নাই।

(৩) দেহ পতন হইলে সূক্ষ্ম দেহাবলম্বনে অর্চিরাদি মার্গে গমন

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

করিয়। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইল এবং তৎপর ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন ।

ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের কিরূপে দেহত্যাগ হয় ও কিরূপ গতি হয়, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে বলিয়াছেন যে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে প্রথম বাগিন্দ্রিয় মনে লয় প্রাপ্ত হয়, তৎপশ্চাৎ অপর ইন্দ্রিয় সকলেরও মনে লয় হয়, তৎপর মন প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয় ; তৎপর প্রাণ জীবাত্তার সহিত মিলিত হয় । তৎপর জীবসংযুক্ত প্রাণ তেজঃ-প্রধান সূক্ষ্মভূতময়ত্ব প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ দেহের বীজভূত ভূতসূক্ষ্মসকলকে আশ্রয় করে) ।

এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিৎ এবং অব্রহ্মবিৎ পুরুষের গতি একই প্রকার । তৎপর হইতে উভয়ের গতি বিভিন্নরূপ । তাহা এবং বিদ্বান্ পুরুষেরও দেহ হইতে গতি কি নিমিত্ত হয় তাহা বেদব্যাস নিম্নে বর্ণনা করিয়াছেন । যথা :—

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ৭ সূত্র । সমানা চাস্মৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানু-
পোষ্য ॥

[আস্মৃত্যুপক্রমাৎ বিদ্বদবিদ্বষোক্ৰান্তিঃ সমানৈব । স্মৃতির্গতির-
চ্চিরাদিকা, তস্মা উপক্রমো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণঃ, তস্মাৎ প্রাগিত্যর্থঃ ।
অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য দেহসম্বন্ধমদৈক্যেব সম্ভবতি, অতএব মুক্তশ্চাপি
গতিবিধয়ে ন কশ্চিৎ বিরোধঃ ।]

ভাষ্য । “শতং চৈকা চ হৃদয়শ্চ নাড়্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃস্মৃতৈকা
তয়োর্দ্ধমাপন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তী” তি নাড়ী বিশেষণ
বিদ্বষোহপ্যুৎক্রম্য গতিঃ শ্রয়তে । এবং সতি বিদ্বষো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণ
গত্যুপক্রমাৎ প্রাপ্তুৎক্রান্তিঃ সমানৈব । যন্তু “যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা

দ্বিতীয় অধ্যায়

যেহস্ত হৃদি স্থিতাঃ অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতী” তি বিদুষঃ ইহৈবামৃতত্বং
শ্রয়তে । তদেহেन्द्रিয়াদি-সম্বন্ধমদন্ধৈবোত্তর-পূর্বাঘাশ্লেষবিনাশলক্ষণ-
নুপপद्यते ।

অশ্বার্থ :—“হৃৎপুণ্ডরীকে একশত এক সংখ্যক নাড়ী আছে, তন্মধ্যে
একটি মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ কালে
উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে”
ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানীর নাড়ীবিশেষের দ্বারা গতি বর্ণনা
করিয়াছেন । অতএব নাড়ীপ্রবেশলক্ষণ-গতি প্রাপ্তির পূর্বে পর্য্যন্ত
জ্ঞানী পুরুষ এবং অজ্ঞানী পুরুষের গতি-প্রণালী—যাহা পূর্বে পূর্বে
সূত্রে উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির মুখ্য প্রাণে লয়, তৎপর মুখ্য
প্রাণের তেজঃপ্রধান ভূতগ্রামে লয়) তাহা সমানই । কারণ “যখন
হৃদিস্থিত সর্ববিধ কাম হইতে মুক্ত হয়, তখন মর্ত্য ব্যক্তিও অমৃতত্ব লাভ
করে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের জীবিতকালেই অমৃতত্ব
লাভ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে । দেহ-সম্বন্ধ থাকায় তৎকালে ইন্দ্রিয়াদির
সহিত সম্বন্ধ দৃষ্ট না হইয়াই, পূর্বেকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ, এবং উত্তর
কালকৃত পাপপুণ্যের সহিত অলিপ্ততা জন্মে । অতএব অমৃতত্ব লাভ
করিলেও দেহান্তকাল উপস্থিত হইলে, জীবমুক্ত পুরুষদিগেরও ইন্দ্রিয়াদি
সংযুক্ত হইয়াই সূক্ষ্ম দেহাবলম্বনে উৎক্রান্তি (দেহ হইতে গমন) হয় ।
(তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কা নাই ।)

নাড়ী বিশেষের দ্বারা মস্তিষ্কভেদ করিয়া ব্রহ্মবিদ পুরুষ দেহ পরিত্যাগ
করিলে তাঁহার সূক্ষ্মদেহ তাঁহার অনুসরণ করে ।

বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ৯ সূত্র :—

সূক্ষ্মং, প্রমাণতশ্চ তথোপলক্ষেঃ ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ভাষ্য । সূক্ষ্মং শরীরমহুবর্ততে “বিদুষস্তং প্রতিক্রিয়াং, সত্যং ক্রিয়াং” ইতি প্রমাণতস্তদ্বাবোপলক্ষেঃ ॥

অশ্রুতার্থঃ—সূক্ষ্ম দেহ বিনষ্ট হইবার পর জ্ঞানী পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর থাকে ; কারণ শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা তাহাই বোধগম্য হয় । যথা, শ্রুতি দেবযান পথে (অর্চিরাদি পথে) গমনকারী জ্ঞানী পুরুষ এবং চন্দ্রমার কথোপকথন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্ম শরীর না থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না । সংবাদ বোধক শ্রুতিবাক্য যথা :—“বিদুষস্তং প্রতিক্রিয়াং” (বিদ্বান্ পুরুষ চন্দ্রমাকে প্রত্যুত্তর করেন) ইত্যাদি ।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন । তাঁহার গমন-প্রণালী ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষিতকী উপনিষদ্বুক্ত শ্রুতিবাক্য সকলের উপর নির্ভর করিয়া বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে শেষ ও তৃতীয় পাদে বেদব্যাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

বিদ্বান্ পুরুষ মূর্দ্ধগ্য নাড়ী দ্বারা নিক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধে গমন করেন (৪র্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ১৭ সূত্র) ; তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে উত্তরায়ণ, অথবা দক্ষিণায়ন, দিবা অথবা রাত্রি কালের কোন বিচার নাই (১৮ ও ১৯ সূত্র) । বিদ্বান্ পুরুষ অতঃপর অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন । তিনি প্রথমে অর্চিকে (যাঁহার নামান্তর অগ্নি সেই দেবতাকে) প্রাপ্ত হইলেন ; অর্চির পর অহরভিমানী দেবতাকে, তৎপরে শুক্রপক্ষাভিমানী, তৎপরে উত্তরায়ণ ষন্মাসাভিমানী, তৎপর সম্বৎসরাভিমানী দেবতাকে, তৎপর বায়ু দেবতাকে, তৎপর আদিত্যাভিমানী দেবতাকে, তৎপর চন্দ্রমস্ অভিমানী দেবতাকে, তৎপর বিদ্যুৎ অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হইলেন ; তৎপরে ক্রমশঃ বরুণ লোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক প্রাপ্ত হইলেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বরুণাদি ঠাঁহার সঙ্গী হইয়া উপকার করেন। তৎপর তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। অমানব পুরুষ ঠাঁহাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান। (তৎপুরুষোহ-মানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি)। ঝাঁহারা প্রতীকালঙ্ঘন না করিয়া পরব্রহ্ম উপাসনা করেন ঠাঁহাদিগকে পরব্রহ্মই প্রাপ্তি করান, হিরণ্যগর্ভোপাসককে হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্তি করান, পরে হিরণ্যগর্ভের সহিত ঠাঁহারা পরব্রহ্মে লীন হন।

বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ ১৪ সূত্র। অপ্রতীকালঙ্ঘনান্ন-য়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষান্তৎক্রতুশ্চ।

ভাষ্য। অর্চিরাদিগণঃ প্রতীকালঙ্ঘনব্যতিরিক্তান্ পরব্রহ্মোপাসকান্ ব্রহ্মাত্মকতয়াহঙ্করস্বরূপোপাসকাংশ্চ পরংব্রহ্ম নয়তি। কুতঃ? উভয়থা দোষাৎ। কার্যোপাসকান্নয়তীত্যত্র “অস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসংপদে”—ত্যাди শ্রুতিব্যাকোপঃ স্মাৎ। পরোপাসীনামেব নয়তীতি নিয়মে তু “তদ্ য ইথং বিদূর্ষে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেহর্চিষমভিসম্ভবন্তী” তি শ্রুতিব্যাকোপঃ স্মাৎ। “তস্মাদ্ যথাক্রতুরশ্বিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেষতঃ প্রেত্য ভবতী” ত্যাदि শ্রুতেস্তৎক্রতুস্তথৈব প্রাপ্নোতীতি সিদ্ধান্তো ভগবান্ বাদরায়ণো মত্বে।

অশ্রুার্থঃ—পূর্বেক্ত বিঘ্নে মহর্ষি বাদরায়ণের মীমাংসা এই যে, ঝাঁহারা কেবল প্রতীকালঙ্ঘনে উপাসনা করেন (অর্থাৎ ঝাঁহারা ব্রহ্মভাবে নাম অথবা অপর প্রতিমাকে মাত্র উপাস্ত্রস্বরূপে ভজন করেন ‘যে নাম ব্রহ্মেতু্যপাসীতে’ ইত্যাদি শ্রুতুক্ত নামাদি প্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা করেন) তদ্ব্যতীত অপর পরব্রহ্মোপাসকদিগকে এবং ঝাঁহারা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ ধারণা করিয়া অঙ্করাত্মার উপাসনা করেন, ঠাঁহাদিগকে অর্চিরাদি আতিবাহিক দেবতাগণ পরব্রহ্মকেই প্রাপ্তি করান, কার্য-

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ব্রহ্মকে নহে । কারণ, পূর্বোক্ত উভয় (বাদরি কৃত ও জৈমিনি কৃত) মীমাংসাতেই দোষ আছে, যদি কার্যব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চিরাদি দেবগণ বহন করিয়া লইয়া কার্যব্রহ্ম প্রাপ্তি করান (যাঁহারা পর-ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদিগের কোন লোকে গমন নাই এবং তাঁহাদিগকে লইয়া যান না), এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে “অস্মাচ্ছরীরাং সমুথায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য” এই শরীর হইতে উথিত হইয়া পরম জ্যোতিরূপে সম্পন্ন হইবেন এবং ব্রহ্মভাব লাভ করেন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত এই মীমাংসার বিরোধ হয় । আর যদি কেবল পরব্রহ্মোপাসককেই অর্চিরাদি দেবগণ লইয়া যান, এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে “তদ্ য ইথং বিদূর্ষে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইতু্যপাসতে তেহর্চিষমভিসম্ভবন্তি” (যাঁহারা ইহা জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে তপস্কারূপ শ্রদ্ধাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চিরাদি গতি প্রাপ্ত হইবেন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পঞ্চাশি উপাসকদিগের অর্চিরাদিগতি উপদেশ করাতে উক্ত শ্রুতিবাক্য সকল সেই মীমাংসার বিরোধী হয় । শ্রুতি বলিয়াছেন :—“অতএব পুরুষ ইহলোকে যদ্রূপ ক্রতুবিশিষ্ট হইবেন, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া তদ্রূপতাই প্রাপ্ত হইবেন” । এইরূপ অগ্ন্যাগ্ন শ্রুতিও আছে, তদ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, যিনি যদ্রূপ ক্রতু (উপাসনা) সম্পন্ন হইবেন, তিনি তদ্রূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন । শ্রীবাদরায়ণ বেদব্যাসের এই সিদ্ধান্ত । (কিন্তু যাঁহারা অর্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে এই মর্ত্যলোকে পুনরায় আগমন করিতে হয় না) ।

বেদান্ত-দর্শন, ৪র্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, ১৫ সূত্র :—

বিশেষঃ চ দর্শয়তি ।

ভাষ্য । “যাবন্নাগ্নৌ গতং তত্রাশু যথা কামচারো ভবতী” ত্যাদিকা
শ্রুতিঃ প্রতীকোপাসকশ্চ গত্যানপেক্ষং ফলবিশেষং চ দর্শয়তি ।

অশ্রুতার্থঃ—কেবল নামাদি প্রতীকোপাসকদিগের সম্বন্ধে শ্রুতি
পরব্রহ্মপ্রাপিকা গতি উল্লেখ না করিয়া তাঁহাদিগের অপর ফলবিশেষই
প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা,—যাবন্নাগ্নৌগতং তত্রাশু যথা কামচারো
ভবতি বাগ্‌বাব নাগ্নৌ ভূয়সী, যাবদ্বাচো গতং তত্রাশু যথা কামচারো
ভবতি, মনো বাব বাচো ভূয়ঃ ইত্যাদি (নাম-ধ্যাতা নামের গতি যে
পর্যন্ত আছে, তাহা প্রাপ্ত হইলে, তখন তাঁহার তদুপযুক্ত কামচারতা
জন্মে ; বাক্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ
কামচারী হইলে, মন বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক তদ্রূপ প্রাপ্ত
হইয়া তদ্রূপ কামচারী হইলে) । এই নিমিত্ত প্রতীকোপাসক ভিন্ন
অপরের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা হইল ।

(৪) ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অর্চিরাদি মার্গে গমনানন্তর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া
সর্ববিধ বন্ধন হইতে বিমুক্ত, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণবিশিষ্ট স্বীয় চিত্রপ প্রাপ্ত
হইলে । তিনি তখন স্বরাট্ হইলে (যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন) ।
কেবল সম্যক্ জগতের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সাধন করিতে পারেন না ।
অপর সর্ববিধ শক্তি লাভ করিয়া আনন্দময় হইলে । তাঁহার সূক্ষ্ম
দেহের অবয়ব সকল ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয় ।

বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে শ্রুতিবাক্য সকলের বিচার
দ্বারা ভগবান্ বেদব্যাস মুক্তপুরুষদিগের ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন ।

৪র্থ অঃ, ২য় পাদ, ১৪ সূত্র । তানি পরে তথাহাহ ।

ভাষ্য । তেজঃপ্রভৃতিভূতসূক্ষ্মাণি পরশ্বিন্ সম্পদন্তে । ‘তেজঃ পরশ্বাং
দেবতায়াম্’ ইত্যাহ শ্রুতিঃ ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অশ্বার্থ :—তেজ প্রভৃতি ভূতস্বল্প সকলও পরব্রহ্মরূপতা লাভ করে ।

“তেজঃ পরমাখ্যায় সমতা প্রাপ্ত হয়” ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন ।

৪র্থ অঃ, ২য় পাদ, ১৫ সূত্র । অবিভাগো বচনাৎ ।

ভাষ্য । তেষাং বাগাদিভূতস্বল্লাগাং পরেহবিভাগস্তাদাখ্যাপত্তিঃ,
“ভিদ্ধতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে” ইতি, বচনাৎ ॥

অশ্বার্থ :—“এবমেবাস্তু পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং
প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি” [অর্থাৎ নদী সকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ
এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের ষোলকলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতস্বল্প) পরম
পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তগত হয়] ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ বাগাদি
ভূতস্বল্প পর্য্যন্ত কলাসকলের ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া শ্রুতি
বলিয়াছেন “ভিদ্ধতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে” (অর্থাৎ
সেই কলা সকলের নাম ও রূপ মিটিয়া যায়, তখন তাহাদিগকে পুরুষ
এইমাত্র বলা যায়) । এতদ্বারা বাগাদি ভূতস্বল্প কলা সকলের ব্রহ্ম
হইতে অভিন্নত্ব ও তদাত্মতা প্রাপ্তি প্রতিপন্ন হয় । (সূত্রোক্ত “অবিভাগ”
শব্দের অর্থ বিনাশ নহে, ব্রহ্মাত্মতা প্রাপ্তি ; বস্তুতঃ কোন বস্তুই একদা
বিনষ্ট হয় না, সকলই ব্রহ্মের অংশরূপে নিত্য অবস্থিত) ।

৪র্থ অঃ, ৪র্থ পাদ, ১ সূত্র । সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ।

ভাষ্য । জীবোচ্চিরাদিকেন মার্গেণ পরং সম্পদ্য স্বাভাবিকেন
রূপেণাবির্ভবতীতি—“পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যত”
ইতি বাক্যেন প্রতিপাদ্যতে, স্বেনেতি শব্দাৎ ।

অশ্বার্থ :—অচ্চিরাদি মার্গে গমনানন্তর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব
স্বীয় স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইয়েন ; অর্থাৎ তাঁহার দেবকলেবর কি অপর
কোন বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট কলেবর প্রাপ্তি হয় না । শ্রুতি যে “স্বেন”

দ্বিতীয় অধ্যায়

(নিজের) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্বারা ইহা নিশ্চিত হয় । শ্রুতি যথা :—“এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুথায় পরং জ্যোতিরূপ-সম্পত্ত্ব স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্ত্বতে” (ছান্দোগ্যে ৮ অঃ ১২ খঃ প্রজাপতি বাক্য) । (এই সংসার-দুঃখবিমুক্ত সম্প্রসাদপ্রাপ্ত পুরুষ এই শরীর হইতে সম্যক্ উখিত হইয়া পরম জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন—সর্বপ্রকাশক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক বিশুদ্ধরূপে আবিভূত হইবেন) ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ২য় সূত্র—মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥

ভাষ্য । বন্ধাদ্বিমুক্ত এবাত্র স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্ত্বতে ইত্যুচ্যতে । কুতঃ ? “য আত্মা অপহত পাপেণু” ত্যুপক্রম্য “এতং স্বেব তে ভূয়োহনুব্যাখ্যা-শ্চামী”তি প্রতিজ্ঞানাৎ ।

অশ্বার্থ :—পূর্বেক্লু ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে “স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্ত্বতে” (স্বীয় স্বাভাবিক রূপসম্পন্ন হইবেন) বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ সর্ববিধ বন্ধ হইতে মুক্ত হইবেন । ইহা উক্ত শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা স্থিরীকৃত হয় । শ্রুতি প্রথমে আখ্যায়িকার উপক্রমে বলিয়াছেন, “য আত্মা অপহত-পাপুণা” (আত্মা নিষ্পাপ, নিষ্মল), এই উপক্রম বাক্যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্তস্বরূপ বর্ণনা করিয়া পরে “এতং স্বেব তে ভূয়োহনুব্যাখ্যাশ্চামি” (তোমাকে পুনর্বার এই আত্মার কথা বলিতেছি), এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে প্রকরণ শেষে উক্ত “স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্ত্বতে” এই বাক্য দ্বারা আখ্যায়িকা সমাপন করিয়াছেন ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৩য় সূত্র—আত্মা প্রকরণাৎ ॥

ভাষ্য । আত্মৈবাবিভূর্তরূপস্তৎ প্রকরণাৎ ।

অশ্বার্থ :—পূর্বেক্লু “পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব” ইত্যাদি বাক্যে যে “জ্যোতিঃ” শব্দ আছে তাহা আত্মা-বোধক ; কারণ, উক্ত প্রকরণে আত্মাই

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

বর্ণিত হইয়াছেন । (এই স্থলে জ্যোতিঃশব্দে তেজ পদার্থ বুঝিবে না ; তেজ যেমন বাহুরূপ সকল দৃষ্টিগোচর করায় তদ্রূপ চিৎশক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জগৎ প্রকাশিত করেন ; ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, এই নিমিত্ত তাঁহাকে “জ্যোতিঃ” শব্দের দ্বারা শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন) ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৪র্থ সূত্র—অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ।

ভাষ্য । মুক্তঃ পরম্বাদাত্মানং ভাগাবিরোধিনা অবিভাগেনানুভবতি । তদ্বশ্চ তদানীমপরোক্কতো দৃষ্টত্বাৎ, শাস্ত্রশ্রুত্যাং দৃষ্টত্বাৎ ।

অশ্বার্থ :—মুক্ত পুরুষ আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন, কারণ তাঁহার তৎকালে সমস্তকেই পরমাত্মাস্বরূপ দর্শন হয়, শাস্ত্রও এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন । (অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতৌ) অতঃপর ৫ম সূত্রে বলা হইয়াছে যে জৈমিনির মতে মুক্তাবস্থায় জীব অপহতপাপাত্ম, সত্যসকলত্বাদি ব্রহ্মগুণবিশিষ্ট হইয়া আবিভূত হইয়েন । ৬ষ্ঠ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে ঔড়লোমীর মতে জীব কেবল চিত্রূপে আবিভূত হইয়েন (সত্যসকলত্বাদি গুণ থাকে না) । এই পক্ষদ্বয় সম্বন্ধে বেদব্যাস নিজ সিদ্ধান্ত নিয়ে বলিতেছেন :—

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৭ম সূত্র—এবমপ্যপত্ন্যসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ।

(পূর্বভাবাৎ = “পূর্বোক্তাদপহতপাপাত্মাদিগুণসম্পন্নবিজ্ঞানস্বরূপ প্রত্যগাত্মাবির্ভাবাৎ” ।)

ভাষ্য । বিজ্ঞান মাত্র স্বরূপত্ব প্রতিপাদনে সত্যপি অপহতপাপাত্মাদি-মদ্বিজ্ঞানস্বরূপাবির্ভাবাদবিরোধং ভগবান্ বাদরায়ণো মত্বতে । কুতঃ ? মুক্তজীবসম্বন্ধিতয়া অপহতপাপাত্মাত্ম্যপত্ন্যসাৎ ॥

অশ্বার্থ :—যদিচ মুক্ত আত্মা বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন

দ্বিতীয় অধ্যায়

হইয়াছেন সত্য, তথাপি তাঁহার ঐ বিজ্ঞানস্বরূপ অপহতপাপ্যত্বাদি-
গুণবিশিষ্ট, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করেন ; কারণ,
মুক্তজীব সম্বন্ধে অপহতপাপ্যত্বাদিগুণ পূর্বেক্ক উপস্থান বাক্যে শ্রুতি
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কুত্রাপি প্রত্যাখ্যাত হয় নাই ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৮ম সূত্র । সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ।

ভাষ্য । মুক্তস্য সঙ্কল্পাদেব পিত্রাদিপ্রাপ্তেঃ । কুতঃ ? “স যদি পিতৃলোক-
কামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি” ইতি তদভিধানশ্রুতেঃ ।

অশ্বার্থ :—সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ যে মুক্ত পুরুষদিগের হয়, তাহার প্রমাণ
এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন যে মুক্ত পুরুষদিগের সঙ্কল্প মাত্রই তাঁহাদের নিকট
পিত্রাদির আগমন হয় । যথা ছান্দোগ্যে দহরবিদ্যায় উক্ত আছে, “তিনি
যদি পিতৃলোকদর্শনকামী হয়েন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্র পিতৃগণ সমুখিত
হয়েন ।”

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৯ম সূত্র । অতএবানন্যাদিধিপতিঃ ।

ভাষ্য । পরব্রহ্মাত্মকো মুক্ত আবিভূতসত্যসঙ্কল্পত্বাদেবানন্যাদিধিপতি-
ভবতি “স স্বরাড্ ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ ।

অশ্বার্থ :—মুক্ত পুরুষ পরব্রহ্মাত্মক হইয়া, সত্যসঙ্কল্পত্বগুণবিশিষ্ট
হওয়ায়, তিনি সম্পূর্ণ অনন্যাদিধিপতি অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েন, অপর
কেহ তাঁহার অধিপতি থাকে না । (তিনি আর গুণাধীন থাকেন না)
কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন “তিনি স্বরাট্ হয়েন” ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১২শ সূত্র । দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ ।

ভাষ্য । সঙ্কল্পাদেব শরীরত্বমশরীরত্বঞ্চ মুক্তশ্চ ভগবান্ বাদরায়ণো
মন্ততে । দ্বাদশাহশ্চ যথা “দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেষুঃ,” “দ্বাদশাহেন
প্রজাকামং যাজয়েদি”তি সত্রত্বমহীনত্বং চ ভবতি, তদ্বৎ ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অশ্বার্থ :—ভগবান্ বাদরায়ণ (বেদব্যাস) এইরূপ মীমাংসা করেন যে, মুক্তপুরুষ স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে কখন সশরীর কখন বা অশরীর হয়েন । যেমন পূর্বমীমাংসায় “দ্বাদশাহ” (দ্বাদশ দিনব্যাপী এক যজ্ঞ) সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যে “দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ” এই বাক্যে শ্রুতি “উপেয়ুঃ” পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যাগের সত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার “দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ” এই বাক্যে “যাজয়েৎ” পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যজ্ঞেরই “অহীনত্ব” স্থাপন করিয়াছেন ; অতএব “দ্বাদশাহ” যজ্ঞের “সত্রত্ব” ও “অহীনত্ব” উভয়রূপতাই সিদ্ধ ; তদ্রূপ মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতি “সশরীরত্ব” ও “অশরীরত্ব” উভয় উপদেশ করাতে, মুক্ত পুরুষের উভয় রূপত্বই সিদ্ধ হয় । (যে যাগ “উপয়ন্তি” ও “আসতে” এই দুই ক্রিয়াপদের দ্বারা বিহিত হইয়াছে এবং যাহা বহু কর্তার দ্বারা নিষ্পাদ্য, তাহা সত্র বলিয়া গণ্য ; তদ্ভিন্ন যজ্ ধাতুর পদের প্রয়োগ যে যাগ সম্বন্ধে শ্রুতিতে আছে তাহা অহীন বলিয়া গণ্য) ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৩শ সূত্র । তদ্ব্যতীত সঙ্ক্যবত্বপপত্তেঃ ।

ভাষ্য । স্বসৃষ্টশরীরাত্তাবে স্বপ্নবৎ ভগবৎসৃষ্টশরীরাদিনা মুক্ত-
ভোগোপপত্তেঃ শরীরাদে মুক্তস্বজ্ঞানিয়মঃ ।

অশ্বার্থ :—স্বসৃষ্ট শরীরাদির অভাবেও (স্বপ্নকালেও বহুজীবের যে ভোগ হয় তাহার ত্রায়) ভগবৎসৃষ্ট শরীরাদি সমন্বিত হইয়া মুক্ত পুরুষের ভোগ উৎপন্ন হইতে পারে ; অতএব মুক্ত পুরুষ কর্তৃকই যে তাঁহাদের শরীরাদি সৃষ্ট হয় এমন নিয়মও নাই ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৪শ সূত্র । ভাবে জাগ্রৎ ।

ভাষ্য । স্বসৃষ্ট শরীরাদিভাবেহপি মুক্তস্ত ভগবন্তীলারসভোগো-
পপত্তেঃ কদাচিদ্ ভগবন্তীলানুসারিণা স্বসঙ্কল্পেনাপি সৃজতি ।

অশ্বার্থ :—নিজেই কর্তৃক সৃষ্ট শরীরাদি বিশিষ্ট হইয়াও মুক্ত পুরুষ ভগবল্লীলারস ভোগ করিতে পারেন ; কখন মুক্ত পুরুষ ভগবল্লীলার অনুসরণ করিয়া জাগ্রৎ পুরুষের ন্যায় নিজেই সঙ্কল্প পূর্বক শরীরাদি সৃষ্টি করিয়াও থাকেন ।

মুক্ত পুরুষের এই সকল শক্তি প্রকাশিত হয়, এবং তিনি স্বরাট্ হয়েন সত্য, পরন্তু জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি । সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও তিনি অংশই থাকেন । তিনি আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম-রূপে দর্শন করেন সত্য, কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তাঁহাতে কিংবা জগতে কিছু নাই । পরন্তু ব্রহ্ম অংশী, সুতরাং তিনি অংশ হইতে অধিক (বড়) । পূর্বেই বলিয়াছি জীব ব্যষ্টি দ্রষ্টা, সমগ্র দ্রষ্টা নহেন । অতএব সম্যক্ জগতের প্রকাশাদি ব্যাপার সাধন করিতে মুক্তাবস্থায়ও জীবের সামর্থ্য হয় না । ভগবান্ বেদব্যাস এক্ষণে তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন । যথা :—

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৭শ সূত্র :—

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য । জগৎ সৃষ্টাদিব্যাপারেতরং মুক্তৈশ্বর্য্যম্ । কুতঃ ? “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদৌ, পরব্রহ্মপ্রকরণান্মুক্তশ্চ তত্রাসন্নিহিতত্বাচ্চ ।

অশ্বার্থ :—জগৎ সৃষ্টাদি ব্যাপার ব্যতীত অপর সর্ববিধ ঐশ্বর্য্য মুক্ত-পুরুষদিগের হইয়া থাকে । কারণ “যাহা হইতে এই সমস্ত ভূতগ্রাম সৃষ্টি প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি সৃষ্টি প্রকরণোক্ত শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মেরই জগৎ সৃষ্ট হই উক্ত আছে ; উক্ত প্রকরণে পরব্রহ্মই সৃষ্টা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (উক্ত প্রকরণ মুক্তপুরুষ বিষয়ক নহে) ; এবং মুক্তপুরুষদিগের জগৎসৃষ্টি সামর্থ্য হওয়া শ্রুতি কোন স্থানে উপদেশ করেন নাই ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

পরন্তু জগদ্ব্যাপার সাধনের সামর্থ্য না জন্মিলেও মুক্ত পুরুষ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে এবং অভিন্ন বুদ্ধিতে অবস্থিতি করেন।

৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ পাদ ১৯শ সূত্র :—

বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ।

[বিকারে জন্মাদিষট্কে ন আবর্ততে ইতি বিকারাবর্তি জন্মাদিবিকার শূন্য ; চ শব্দোহবধারণে। তথাহি মুক্তস্থিতিমাহ শ্রুতিঃ ইত্যর্থঃ]

ভাষ্য। জন্মাদিবিকারশূন্য স্বাভাবিকাচিন্ত্যানন্তগুণসাগরং সবিভূতিকাং ব্রহ্মৈব মুক্তোহনুভবতি। তথাহি মুক্তস্থিতিমাহ শ্রুতিঃ। “যদা হেবৈষ এতন্নিরদৃশ্যে অনাত্মোহনিকৃত্তেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেহথ সোহভয়ং গতো ভবতি,” “রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লক্ষ্মা আনন্দী ভবতি” ইত্যাদিকা।

অর্থার্থ :—মুক্ত পুরুষগণ (জগদ্ব্যাপারসামর্থ্য লাভ না করিলেও) জন্মাদিবিকারশূন্য হইলে, তাঁহারা স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্তগুণসাগর সর্ববিভূতিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন। মুক্তপুরুষদিগের এইরূপ স্থিতিই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, যথা— তৈত্তিরীয় শ্রুতি মুক্তাবস্থার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—“যখন এই জীব এই অদৃশ্য দেহাদি বিবর্জিত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ যে পরব্রহ্ম তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে এবং তদ্ব্যক্ত সর্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হইলে, তখন তিনি সেই অভয় ব্রহ্মরূপই হইলে,” “তিনি রস স্বরূপ ; এই জীব সেই রস স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং আনন্দরূপতা লাভ করেন।” ইত্যাদি—

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২১শ সূত্র। ভোগমাত্র সাম্যালিঙ্গাচ্চ।

ভাষ্য। “সোহশূতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেন্”তি ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ মুক্তৈশ্বর্যং জগদ্ব্যাপারবর্জ্যং।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থার্থ:—“মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত সর্ববিধ ভোগ (আনন্দ) উপলব্ধি করেন” এই স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরের সহিত মুক্ত পুরুষের কেবল ভোগ বিষয়েই সমতা থাকা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, সামর্থ্যের সাম্য উপদেশ করেন নাই। অতএব ইহা দ্বারাও মুক্তপুরুষদিগের জগৎ-সৃষ্টাদি ব্যাপারের সামর্থ্য না থাকা (এবং পূর্ণব্রহ্মতা লাভ না করিয়া তদবস্থায় ব্রহ্মের অংশই থাকা) সিদ্ধান্ত হয়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২২শ সূত্র। অনারব্ধিঃ শব্দাদনারব্ধিঃ শব্দাৎ।

ভাষ্য। পরং জ্যোতিরূপসম্পন্নশ্চ সংসারাদ্বিমুক্তশ্চ প্রত্যগাত্মনঃ পুনরারব্ধির্নভবতি। কুতঃ? “এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে” “মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্বতে” ইতি শব্দাৎ।

অর্থার্থ:—পরম জ্যোতিঃস্বরূপপ্রাপ্ত, সংসার হইতে বিমুক্ত জীবের সংসারে পুনরারব্ধি হয় না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন “এই দেবযান পথে প্রস্থিত পুরুষদিগের আর এই মনুষ্য সম্বন্ধীয় আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে হয় না।” শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন “হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।”

জীবের স্বরূপ, প্রভাব ও গতিবিষয়ে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসকল বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিলাম। এইক্ষণ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

বিমুক্ত জীবের যে অপরিসীম শক্তি প্রাপ্তভূত হয় তাহা সর্বত্র শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বন্ধাবস্থায় সে সমস্ত শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে না। পরন্তু তপস্যা ও ভজনের দ্বারা যেমনই দেহ নিৰ্ম্মল হইতে থাকে, তেমনি নানাবিধ শক্তি জীব লাভ করিতে থাকেন। পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় যে সকল শক্তি প্রকাশিত হয়, প্রায় তদ্রূপ শক্তি ব্রহ্মজ্ঞ জীবিত-পুরুষেরও আয়ত্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পূর্বেও যে সাধকের বহুবিধ

শুরু-শিষ্য-সংবাদ

অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। যথা :—মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৫০।৫১ অধ্যায়ে চ্যবন ঋষির সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থলে সলিল-মধ্যে তিনি বহুবর্ষ বাস করিয়া তপশ্চা করিয়াছিলেন। অনন্তর মৎস্য ধৃত করিবার নিমিত্ত কৈবর্তগণ ঐ স্থানে জাল নিক্ষেপ করিলে বহু মৎস্যের সহিত চ্যবন ঋষিও জালে আবদ্ধ হইয়া উপরে নীত হইলেন। পরে তাঁহার অনুমতিক্রমে নহষ নৃপতি কৈবর্তগণকে গোদান করিয়া তাঁহাকে মৎস্যের সহিত মুক্ত করিলে তিনি এই সকল মৎস্য এবং ধীবরগণকে নৃপতি নহষ ও অপর দর্শকবৃন্দের সাক্ষাতে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৌভরি ঋষির সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, তিনি নৃপতি মাক্ষাতার পঞ্চাশৎ কন্যা বিবাহ করিয়া যোগবলে তাহাদের নিমিত্ত পঞ্চাশৎ পৃথক পৃথক সুরম্য ভবন প্রস্তুত করেন এবং স্বয়ং এককালে পঞ্চাশৎ পৃথক পৃথক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ পঞ্চাশৎ পত্নীর সহিত পৃথক পৃথক ভবনে বহুবৎসর ধরিয়। যুগপৎ বাস ও বিহারাদি করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবের পিতা কর্দম ঋষির কথা উল্লেখ আছে যে, তিনি যোগবলে দাস-দাসী ও পশুপক্ষী সমন্বিত এক দিব্য বিমান প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পত্নী দেবহুতির সহিত তদুপরি আরোহণ করিয়া বহুকাল পরিভ্রমণ ও বিহার করিয়াছিলেন। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষষ্টিতম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, বিশ্বামিত্র ঋষি রাজা ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া ঐ রাজার অনুচর রূপে চতুর্দিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে নারিকেল ফল বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি বলিয়া এ যাবৎ প্রসিদ্ধি আছে। পূর্বোক্ত ঋষিগণ যখন এই সকল অভাবনীয়

দ্বিতীয় অধ্যায়

কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা যথার্থ ব্রহ্মবিৎ হয়েন নাই; পরে সাধন অবলম্বন করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। ইহা উক্ত পুরাণাদিতে উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণের সামর্থ্য ইহা অপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সমস্ত বিশ্বকে আত্মস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, সমস্ত ভূতগ্রামকে আপনার আত্মাতে ব্রহ্মবিদ্ যোগিগণ দর্শন করিয়া থাকেন। সর্বত্রই তাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন হয়, যথা :—

সর্বভূতস্বাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগবুদ্ধাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯

যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বং চ য়ি পশুতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি ॥৩০

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণের দশম শ্রুতি-বাক্যেতে উল্লেখ আছে যে, “ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সর্বময়তা লাভ করেন।” অতএব এই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া ঋষি বামদেব বলিয়াছিলেন যে, ‘আমি মনু হইয়াছিলাম, আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম,’ এবং এখনও যিনি ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অভিন্ন জানিয়াছেন, তিনি আপনাকে সর্বময় দর্শন করেন। দেবতারাও তাঁহা অপেক্ষা অধিক বলশালী বিবেচিত হয়েন না এবং তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন না, কারণ তিনি এই সকল দেবতারও আত্মা হয়েন” (তদ্ব্যক্তং পশুন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেহং মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চেতি তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি, তস্ম হ ন দেবাশ্চ না ভূত্যা ঈশত, আত্মা হেষ্টিং স ভবতি)।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের ৪৬ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ভগবান্ সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুৰ্য্যোধনাদিকে উল্লেখ করিয়া বলিয়া-
ছিলেন যে তৎসমস্ত তাঁহারই রূপ । আর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ রূপা করিয়া
আপনার অনুভব অপরেও সঞ্চারিত করিতে পারেন ।

অতএব সাধারণ জীবেরই যখন এতৎ সমস্ত শক্তি এবং মুক্ত পুরুষদের
যখন ব্রহ্মরূপতাই লাভ হয়, তখন গোলোকাধিপতি অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ যে
অৰ্জুনকে সমরক্ষেত্রে এবং দুৰ্য্যোধন প্রভৃতিকে সভামধ্যে বিশ্বরূপ
প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

আর জিজ্ঞাসা করিয়াছ, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও অৰ্জুনের
অজ্ঞান কেন দূর হইল না ? এইক্ষণে তাহার উত্তর দিতেছি ।

ভগবান্ যখন অবতার গ্রহণ করেন, তখন দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদিক্রমে
তাঁহার অবতার হয়, ইহা পূর্বেই অবতারতত্ত্ব বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছি ।
ভগবান্ যখন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণাবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি
সাধারণ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াই আপনাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন
বলিয়া শাস্ত্রে বহুস্থলে উল্লিখিত আছে । যথা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম
স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, জন্মগ্রহণানন্তর
পিতামাতাকে প্রথমে শঙ্খ-চক্রাদিযুক্ত সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ নারায়ণস্বরূপ
দর্শন করাইয়া পরে তিনি প্রাকৃত (সাধারণ মনুষ্য) শিশু হইলেন (“সদ্যো
বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ”) ।

নাট্যশালায় অভিনয় করিবার জন্ত তুমি এক বাঘ সাজিয়া যাইতে
পার ; যিনি ইহা অবগত হইলেন, তিনি জানেন যে সেই বাঘের সমস্ত
অভিনয় তোমারই কার্য্য, সেই বাঘ তুমিই, অজ্ঞ কেহ নহে ; তাঁহার
এই জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞান । পরন্তু সেই বাঘ দেখা, আর তোমাকে
দেখা এক কথা নহে । এইরূপ ভগবান্ যখন যখন অবতার গ্রহণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

করিয়াছিলেন, তখন সেই সকল অবতার তিনিই, এবং অবতারের সমস্ত কার্য তাঁহারই কার্য ; পরন্তু অবতার দর্শন, আর তাঁহার নিজ স্বরূপের দর্শন এক নহে, স্মৃতরাং এক প্রকার ফলদায়ক নহে । অতএব অবতার শ্রীকৃষ্ণকে বহুলোকে দর্শন করিয়াছিল সত্য, সেই দর্শনও তাহাদের অশেষ-বিধ কল্যাণ উৎপাদন করিয়াছিল ; কিন্তু যে রূপ দর্শন করিলে সমস্ত হৃদয়গ্রস্থি ছিন্ন হয় এবং কর্মপাশ হইতে জীব বিমুক্ত হয় (“ভিণ্ডতে হৃদয়গ্রস্থিশ্চিহ্নন্তে সর্কসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাশ্রু কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে”) ইহা সেই রূপ নহে ; ইহা অবতাররূপ, লীলার নিমিত্ত ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

আর যে অনন্ত বিরাট রূপের কিয়দংশ অর্জুনকে এবং কিয়দংশ সুর্যোদ্যনাদিকে ভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও এক প্রকার প্রাকৃত রূপ । ইন্দ্র, সূর্য্য, বসু, রুদ্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতি যাহা অর্জুন দেখিয়াছিলেন তৎ সমস্তই প্রাকৃতিক দৃশ্য । এই রূপও পূর্বোক্ত শ্রুতির লক্ষ্যীকৃত রূপ নহে—যাহার দর্শনমাত্র জীব কর্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পাপপুণ্য বর্জিত হয় ।

ব্রহ্মের চতুর্বিধ রূপ আছে তাহা তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি । সদ্রূপ এবং চিন্ময়রূপ এই দুইটিই তাঁহার অমূর্ত রূপ ; প্রকাশিত অনন্ত জগৎ-রূপ এবং সমস্ত বিশেষ রূপ এই সদ্রূপ হইতে প্রকাশিত হয় এবং সদ্রূপেতেই লয় প্রাপ্ত হয় । সেই চিদানন্দময় রূপকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন যে তাহা দর্শন করিলে হৃদয়গ্রস্থি সমস্ত ছিন্ন হয়, সংসার দূর হয় এবং কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ*

বিষয়—বদ্ধজীবের, জীবনুক্ত পুরুষের, এবং ভগবদবতারের দেহের পার্থক্য কি ?

শিষ্য :—তবে ভগবৎ-অবতারের দেহ এবং সাধারণ জীবের দেহ এই উভয়ের কি কিছু পার্থক্য আছে ? অন্ততঃ জীবনুক্ত পুরুষদিগের দেহ এবং অবতারের দেহে ত কিছুই প্রভেদ থাকা বুঝিতেছি না, জীবনুক্ত পুরুষেরও তো অভিমান দূর হইয়া যায়, এবং অবিद्या দূর হইয়া জগন্ময় ব্রহ্ম দর্শন হয় ? অবতার-দেহ কি প্রাকৃত দেহ নহে ?

গুরু :—ভগবৎ-অবতারের দেহ এবং জীবদেহ এই উভয়ের মধ্যে অশেষ প্রভেদ আছে ; জীবনুক্ত পুরুষদিগের দেহের সহিতও ভগবদবতার-দেহের বহু প্রভেদ । পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মার্জিত ফলভোগের নিমিত্ত সমস্ত জীবদেহ উৎপন্ন হয় ; সেই সকল কর্মের ছাপ প্রত্যেক জীবদেহে থাকে, তদনুসারে ইহ জীবনে জীবের ভাগ্য প্রকাশ হইতে থাকে । ভগবদবতার-দেহ এইরূপ কর্মাধীন দেহ নহে, জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবৎ ইচ্ছামাত্রে এই দেহ বিরচিত হয় ; এই দেহ কোন কর্মফল ভোগের নিমিত্ত গঠিত নহে । জীবনুক্তাবস্থায়ও জীব প্রারম্ভ কর্মের অধীন থাকেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি । অপর জীবের দেহ এবং জীবনুক্ত পুরুষের দেহমধ্যে এই প্রভেদ আছে যে, বদ্ধজীবের কৃতকর্মের সংস্কার তাহাদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহে বর্তমান হইতে থাকে । যেমন যেমন কর্ম বদ্ধ জীব করিতে থাকে, তেমনি তেমনি ঐ সকল কর্মের ছাপ (সংস্কার) তাহাদের অন্তরে বসিতে থাকে ; এই সকল সংস্কার পরজন্মের কারণ হইয়া ঐ জন্মে সুখ দুঃখাদি ভোগ প্রদান করে । পরন্তু জীবনুক্ত পুরুষগণ যে সকল কর্ম

দ্বিতীয় অধ্যায়

করেন, সেই সকল কর্মের সংস্কার তাঁহাদের অন্তরে লাগে না ; তাঁহারা ঐ সকল কর্ম হইতে নির্লিপ্ত থাকেন । এই প্রভেদ বদ্ধজীবের দেহে এবং জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের দেহে আছে । ভগবদবতারের দেহে এই জন্মে কৃত কোন কর্মসংস্কারের ছাপ তো লাগেই না, পরন্তু পূর্বজন্মের কর্মেরও ছাপ তাহাতে নাই, সুতরাং ঐ দেহ সর্বপ্রকার কর্মবশ্যতাবর্জিত ; নিজ অধিকারভূত ইচ্ছা মাত্রের ছাপ তাহাতে থাকে । একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি । এক খণ্ড কাচের পৃষ্ঠে পারদ বসান থাকিলে, তাহা দর্পণের কার্য্য করে, তোমার মুখের ছবি তাহাতে বসে, তুমি ঐ ছবি দেখিতে পাও । কিন্তু পারদ বসান না থাকিলে শুধু কাচে উক্ত প্রকার ছবি বসে না, সুতরাং তদ্বারা দর্পণের কার্য্য হয় না । ঐরূপ অবতার-দেহে এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহে ইহ জন্মের কর্মসংস্কার বসে না ; কারণ অবিদ্যারূপ পারদের সংসর্গ তাঁহাদের দেহে নাই । পরন্তু কাচটি যদি সবুজ রঙ্গের কাচ হয়, তাহার গঠন সময়েই যদি সবুজ রং তাহাতে মিশ্রিত থাকে, তবে পারদ লাগান অবস্থায় তোমার ছবি তাহাতে পতিত হইলে সেই ছবিও সবুজ রং বিশিষ্ট বোধ হইবে । যদি পারদ লাগান না থাকে, তবে কোন প্রতিবিম্ব ঐ কাচ গ্রহণ করিবে না সত্য, কিন্তু ঐ কাচের ভিতর দিয়া দৃষ্টি করিলে বাহিরের সমস্ত বস্তু সবুজ রং বিশিষ্ট বলিয়াই দৃষ্ট হইবে ; ইহা কিছুতে নিবারণ করা যায় না । কারণ সবুজ রং ঐ কাচের উৎপত্তি হইতে তাহার স্বরূপগত ভাবে প্রবিষ্ট আছে । জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহও এইরূপ পূর্বজন্মের সংস্কারবিশিষ্ট আছে । যেমন

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

সবুজ কাচখানি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অগ্নি সংস্কার না করা পর্য্যন্ত তাহার রংটি ছাড়িবে না, তদ্রূপ জীবমুক্ত পুরুষেরও এই দেহের পতন না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্বজন্মের কর্মের ছাপ তাহাতে লগ্ন হইয়া থাকিবে, দেহপাতে দূর হইবে। পরন্তু কাচখানি গঠিত হইবার পর তাহার পৃষ্ঠে পারদ সংযুক্ত করাতে, ইহা দর্পণের কার্য্য করে, পারদ বিশ্লিষ্ট হইলে আর কোন ছবি তাহাতে বসে না ; তদ্রূপ মুক্ত পুরুষদিগেরও অজ্ঞানের সহিত সংযোগ বিনষ্ট হওয়ার আর কৃতকর্মের সংস্কার তাঁহাদের অন্তরে বসে না।

অবতার দেহ কিন্তু সর্বদা স্বচ্ছ নিম্নল কাচস্বরূপ ; তাহার উৎপত্তি কোন কর্মসংস্কাররূপ রংবিশিষ্টভাবে নহে ; উৎপত্তির পরও কোন অবিষ্টা-রূপ পারদ তাহার সহিত যুক্ত হয় না। অতএব অবতার দেহ এবং অপর জীব দেহে অশেষ প্রভেদ আছে।

আর তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ অবতার দেহ প্রাকৃত দেহ কি না। প্রাকৃত শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্ষিতি ও অপ্ অংশ প্রধান পঞ্চভূতাত্মক দেহ যাহা সর্বদা দৃষ্ট হয় তাহাই প্রাকৃত দেহ ; যাহা তদ্রূপ নহে, তদপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম তাহা অপ্রাকৃত ; যেমন দেবতাদিগের দেহকে অপ্রাকৃত দেহ বলা হয়। আর মূল প্রকৃতির বিকার এই অর্থেও প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই শেষোক্ত অর্থে যাহা কিছু প্রকাশিত অবয়ববিশিষ্ট তৎসমস্তই প্রাকৃত ; এই অর্থে দেব-দেহও প্রাকৃত। পরন্তু প্রাকৃত অপ্রাকৃত বিষয়ক বিচার অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া জানিবে। সার সত্য এই যে, এতৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম ; মূল প্রকৃতি তাঁহারই শক্তিবিশেষ, ইহাকে মায়া, প্রধান, কাল ইত্যাদি নামে শাস্ত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই ভেদবুদ্ধি থাকে। যাবৎকাল প্রকৃতিকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের আত্মভূত শক্তি বলিয়া জ্ঞান না জন্মে, তাবৎকালই এই বস্তু প্রাকৃত, এই বস্তু অপ্রাকৃত এইরূপ বিচার থাকে ; ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ প্রকৃতিকে এবং প্রাকৃত জগৎকে ব্রহ্মরূপেই (অপ্রাকৃত রূপেই) দর্শন করিয়া থাকেন। অচেতন জগতের স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়া শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ বেদান্ত কামধেনু নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

অপ্রাকৃতং প্রাকৃতরূপকঞ্চ কালস্বরূপং তদচেতনং মতম্ ।

মায়া প্রধানাদি পদ প্রবাচ্যং শুক্লাদি ভেদাশ্চ সমেহপি তত্র ॥

অর্থাৎ অচেতনের দুই প্রকার রূপ আছে ; এক অপ্রাকৃত (সদ্বৃক্ষ) রূপ, অপর প্রাকৃত রূপ। এই প্রাকৃতরূপই কালস্বরূপ, ইহা মায়া প্রধানাদি নামে আখ্যাত। শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ (সদ্ব, রজঃ ও তমঃ) এই সকল ভেদ ইহার আছে।

সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়, এতৎ সমস্ত ব্রহ্মেরই প্রকাশ। ইহা শ্রুতি, স্মৃতি সৰ্ববিধ শাস্ত্রে নিশ্চিতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা জ্ঞাত হইয়াই সাধক আনন্দ লাভ করেন—নিজে আনন্দময় হয়েন ; ইহা পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহা যদি সার সত্য হয়, তবে ভগবানের স্বচ্ছ অবতাররূপকে সৰ্ব প্রথমেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ধারণা করা কি সৰ্বতোভাবে কর্তব্য নহে ? যিনি আপনার কল্যাণার্থী, যিনি অবিদ্যা পাশ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে অন্ততঃ ভগবদ্বিগ্রহে কি ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে অভ্যাস করা সৰ্বাগ্রে উচিত হয় না ? ইহাও যিনি না করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে ভাগ্যহীন বই আর কি বলা যাইবে ? এই নিমিত্ত কোন কোন গ্রন্থে এইরূপও লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ পুরুষকে দেশ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে, তাহার সহবাস করিবে না। ভগবৎ-প্রতিমা এবং গুরুতেও এইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা আপনার কল্যাণার্থী পুরুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

“আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমম্ভেত কহিচিৎ ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাস্থয়েত সৰ্বদেবময়ো গুরুঃ ॥”

অর্থ :—আচার্য্যকে আমার (ভগবানের) স্বরূপ বলিয়া জানিবে, তাঁহাকে কদাপি অমর্যাদা করিবে না, মনুষ্যবুদ্ধিরূপ অস্থয়া তাঁহাতে করিবে না। গুরুকে সৰ্বদেবময় বলিয়া জানিবে।

অন্যত্র :—যো বিষ্ণোঃ প্রতিমাকারে লৌহবুদ্ধিং কয়োতি বা ।

যো গুরৌ মানুষ্যং ভাবমুভৌ নরক পাতিনৌ ॥

অর্থ :—যে ব্যক্তি বিষ্ণুপ্রতিমাতে লৌহবুদ্ধি (অর্থাৎ লৌহ নির্মিত প্রতিমাতে লৌহবুদ্ধি) এবং গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি করে তাহারা উভয়ে নরক-গামী হয়। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন “স হি বিষ্ণাং জনয়তি তচ্ছ্রেষ্ঠং জন্ম তস্মৈ দ্রহের কহিচিৎ ।”

অর্থাৎ :—তিনি বিষ্ণা উৎপাদন করেন, ইহাই শ্রেষ্ঠ জন্ম, ইহার কদাপি অমর্যাদা করিবে না। (প্রাকৃত বুদ্ধি তাঁহাতে করাই অমর্যাদা করা, কারণ ইহার দ্বারা তাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মরূপতার অপলাপ করা হয়। এই নিমিত্ত ভাগবতকার বলিয়াছেন, “ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাস্থয়েত”)।

এইরূপ বহুশাস্ত্রে গুরুতে, শালগ্রামে, এবং অপর বিষ্ণু প্রতিমাতে প্রাকৃতিক বলিয়া বুদ্ধি স্থাপনকে অতিশয় নিন্দা করা হইয়াছে, এমন কি এইরূপ পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অতএব আত্মকল্যাণার্থী সাধক পুরুষ কখন ভগবদ্বিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি স্থাপন করিবেন না। ইহা সৰ্বদা স্মরণ রাখিবে। এই অবতার-দেহে

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবদ্ভাব উত্তমরূপে পোষণ করিতে পারিলে তাহার ফলে শীঘ্র শীঘ্র সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনের স্ফুরণ হইতে থাকে ।

আর আমাদের সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই উপাসনার মুখ্য অবলম্বন । ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ভজনে শীঘ্র সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া অন্তর নিশ্চল হয় ; তখন তিনি কৃপা করিয়া শীঘ্র সাধককে তাঁহার প্রকৃত চিদানন্দময়রূপ প্রদর্শন করেন এবং সাধক কৃতার্থ হয় । বস্তুতঃ ভগবানের নিশ্চল সঙ্কময় লোকের ভিতর দিয়া গমন করিয়াই সকল প্রকার উচ্চ সাধককে পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে হয় ; জীবমুক্ত পুরুষগণও দেহান্তে অর্চি-রাদি মার্গাবলম্বনে ঐ উচ্চতম সঙ্কময় লোকে প্রথম নীত হয়েন, তৎপর তাঁহারা পরব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন । ইহা শ্রুতিবাক্য সকলের বিচারের দ্বারা বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি । জীবিত কালেও সাধক সেই সঙ্কময়তার ভিতর দিয়া গমন করিয়াই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, কারণ বিশুদ্ধ সঙ্কময়তা লাভ না করিলে—চিন্তা সম্পূর্ণ নিশ্চল না হইলে, ব্রহ্মদর্শন হয় না । সঙ্কময়গাধিপতি ভগবানের উপাসনাতেই এই নিশ্চলতা শীঘ্র লাভ করা যায় । যাঁহারা জ্ঞানযোগাবলম্বনে কেবল নিগুণ অক্ষর ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁহারাও ঐ ধ্যানের বলে ইহার সাক্ষাৎ ফলস্বরূপে সঙ্কময় ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন ; এই কথা ভগবদ্গীতার নানাস্থানে শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকস্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব কোন্তেয় নির্ঠা জ্ঞানশ্চ যা পরা ॥ ৫০

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

বুদ্ধ্যাং বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌব্যুদশ্চ ॥ ৫১

বিবিক্তসেবী লঘাশী যতবাক্কায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমুচ্য নিশ্চমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্কেষু ভূতেষু মদ্বক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

পূর্বোক্ত ৫০ শ্লোকে ভগবান্ বলিলেন যে জ্ঞানের যাহা চরম অবস্থা (নিষ্ঠা = পর্যাবসানং.....ব্রহ্মজ্ঞানশ্চ যা পরাসমাপ্তিরিতি শাক্তরভাষ্যে), তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি ;—এই বলিয়া ঐ জ্ঞান-সাধনপ্রণালী পরবর্তী দুই শ্লোকে বর্ণনা করিয়া, ৫৩ শ্লোকের শেষ চরণে ঐ জ্ঞান সাধনের ফল এইরূপ বর্ণনা করিলেন যে, সাধক “(ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)” ব্রহ্মরূপে স্থিতি লাভ করেন ; তৎপরবর্তী দুই শ্লোকে পুনরায় বলিলেন “(ব্রহ্মভূতঃ)” এই প্রকার ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি হইলে পর, তিনি প্রসন্নাত্মা হইবেন এবং শোক ও আকাঙ্ক্ষারহিত ও সর্কভূতে সমদর্শী হইবেন ; এই-রূপ হইয়া আমার সম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন ; এই পরাভক্তির দ্বারা তিনি তত্ত্বতঃ আমার স্বরূপ অবগত হইবেন ; অতঃপর আমাতে প্রবিষ্ট হইবেন । এইস্থানে লক্ষ্য করিবে যে জ্ঞান সাধনের শেষ ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি ; ইহা ৫৩ শ্লোকে ভগবান্ ব্যক্ত করিলেন । এই ব্রহ্ম পরব্রহ্ম হইতে পারেন না । ইহাকে হিরণ্যগর্ভ, কার্য্যব্রহ্ম, ইত্যাদি নামে অভিহিত

দ্বিতীয় অধ্যায়

করা যায় । কারণ পরবর্তী ৫৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, “ব্রহ্মভূতঃ” (ব্রহ্ম হইয়া—ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তির পর) সাধক ভগবৎ-সম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন ; এবং তৎপরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ঐ পরাভক্তির দ্বারা তিনি পরব্রহ্মরূপী ভগবান্কে তত্ত্বের সহিত অবগত হইয়া, পরে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইবেন । ব্রহ্ম শব্দ দুই অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় ; পরব্রহ্ম এবং কার্য্যব্রহ্ম । যখন ৫৪।৫৫ শ্লোকে যে “মৎ” শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা পরব্রহ্ম অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য, তখন প্রথমোক্ত ব্রহ্ম ঐহাকে প্রাপ্ত হইলে পরাভক্তির উদয় হয় তিনি কার্য্যব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারেন না । শাক্তরভাষ্যে ব্রহ্মভূতঃ পদের অর্থ “ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ” বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলে যে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি উপজাত হয় বলিয়া ঐ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এক বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ভক্তি বলিয়া শাক্তরভাষ্যে উক্ত হইয়াছে । এই বিষয়ের বিচার এই স্থলে নিম্নয়োজন, পরব্রহ্ম জ্ঞানের পরানিষ্ঠা হইতে যে ব্রহ্মকে প্রথম লাভ করা যায় বলিয়া ৫৩।৫৪ শ্লোকে প্রথমে বলা হইল, সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম হইতে পারেন না ; কারণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে তদন্ত কে আছেন ঐহা প্রতি পরাভক্তির উদয় হইবে, অতএব এই প্রথমোক্ত ব্রহ্ম যে কার্য্যব্রহ্ম তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না । ভক্তিয়োগের দ্বারাও যে এই ব্রহ্মরূপতা লাভ হয়, তাহাও ভগবান্ গীতায় স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন । যথা :—

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিবোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

(গীতা, ১৪শ অঃ, ২৬ শ্লোক)

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

বাস্তবিক ভগবানের নিশ্চল সৰ্বগুণময় মূর্তিই জীবের পক্ষে ভবসাগরের সেতু স্বরূপ। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে :—

আরোগ্যং ভাস্করাदिच्छे-

द्वनमिच्छेद्वुताशनाৎ ॥

জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাदिच्छেৎ

मुक्तिमिच्छेज्জনार्दনাৎ ॥

অর্থাৎ স্বরূপে আরোগ্য দান করেন, আরোগ্য লাভের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা করিবে ; এইরূপ ধনলাভের নিমিত্ত হতাশনের উপাসনা করিবে, জ্ঞানের নিমিত্ত শঙ্করের উপাসনা করিবে, মুক্তির নিমিত্ত জনার্দন বাসুদেবের উপাসনা করিবে। হরি বাসুদেবরূপী ব্রহ্ম জীবের মুক্তিদান-রূপ যথার্থ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। অতএব ভববন্ধন হইতে ষাঁহারা একেবারে বিমুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জনার্দন হরির উপাসনা অবলম্বন করিবেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বীয় ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণে ভক্তজনকে অতি শীঘ্র পার করিয়া স্বীয় আনন্দময়রূপে সংলগ্ন করিয়া দেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দ্বাদশাধ্যায়ের প্রথমে উল্লিখিত আছে যে, ভগবান্কে অর্জুন নিম্নলিখিত প্রশ্ন করেন :—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্থাং পর্য্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ (এবং নিজ স্বাভাবিকরূপ) ভগবান্ অর্জুনকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভক্তিপূর্বক এই সগুণ ব্রহ্মোপাসনার কথাই ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন। অতএব এই দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন :—

দ্বিতীয় অধ্যায়

“হে কৃষ্ণ, এই প্রকার সতত হৃদগতচিত্তে যে সকল ভক্ত তোমার সম্যক্ উপাসনা করেন, আর ঠাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের এইরূপ উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতম যোগবিৎ (যোগী)” ?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন :—

ময্যাবেশ্য মনো মে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চ মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

অর্থাৎ আমাতে মনোনিবেশ পূর্বক ঠাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমাতে যুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম যোগী ।

অতঃপর অক্ষরোপাসকগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

যে হৃক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পয্যুপাসতে ।

সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে সম্যক্ সংযত করিয়া সর্বত্র সমদর্শী ও সকল ভূতের হিতকারী হইয়া যে সকল পুরুষ অক্ষর, অসর্বিচনীয়, অব্যক্ত, সর্বব্যাপক, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অপরিবর্তনশীল, ধ্রুব ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন । (অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া কেহ অক্ষররূপে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না) । শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৮ম প্রভৃতি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মা ভগবানের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া নিজের উৎপত্তির মূল অবগত হইবার অভিপ্রায়ে নিরবলম্ব সমাধি যোগে অবস্থিত হইলে, ব্রহ্ম সগুণ (সাকার) রূপেই তাঁহার নিকট আবিভূত হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন । এইরূপ দৃষ্টান্ত পুরাণে অনেক স্থলেই পাওয়া যায় ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

যদি অক্ষর উপাসকগণও তোমাকেই প্রাপ্ত হইলেন, তবে তাঁহাদিগের অপেক্ষা তোমার ভক্তগণকে শ্রেষ্ঠ কি নিমিত্ত বলিলে, এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন :—

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাং ।

অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবদ্ধিরবাপ্যতে ॥ ৫

যে তু সর্কানি কর্ম্মানি ময়ি সংশ্রু মৎপরাঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥ ৭

অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনায় আসক্ত পুরুষদিগের (সিদ্ধিপ্রাপ্তি বিষয়ে) অধিকতর ক্লেশ হয় । (তাহাদের সিদ্ধিলাভ অতি কঠিন এবং অনেক কালবিলম্ব হয়) ; কারণ দেহধারী জীবের পক্ষে অব্যক্ত বিষয়ে মনের গতি (লক্ষ্য) স্থাপন করা অতি ক্লেশকর (ইহা সহজে হয় না) ॥৫॥

কিন্তু যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ পূর্বক (নিজের কর্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণ বর্জন পূর্বক) অপর সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিয়া উপাসনা করে ॥৬॥

আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল পুরুষকে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে অতি অল্পকাল মধ্যে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি ॥৭॥

দুর্বল নৌকার পক্ষে সমুদ্র লঙ্ঘন কার্য অতিশয় কঠিন ; বলবান্ জাহাজের সহিত বাঁধিয়া দিলে নৌকা যতই দুর্বল হউক, ইহা অনায়াসে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে । ভগবান্ বলিতেছেন যে, সাধারণ জীবের পক্ষে সেই অব্যক্ত, বাক্য মনের অগোচর বস্তুকে ধারণা করা দুঃসাধ্য ; কিন্তু আমি বলবান্, আমার সহিত যুক্ত হইলে আমি সহজে তাহাকে

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার করিয়া দিই ; এই নিমিত্ত আমার উপাসকগণকে অধিক বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ বলিলাম । অক্ষরোপাসক (“ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ”) কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না, মনকে এমন নিরবলম্ব অবস্থায় রাখিবেন যাহাতে কোন প্রকার চিন্তা না আসে । এইরূপ অবস্থায় মনকে রাখা কত কঠিন, তাহা যিনি এইরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই জানেন এবং তিনিই বুদ্ধিতে পারেন পূর্বোক্ত বাক্য সকল কত সত্য । এই শ্লোকগুলি অতি সহজ ভাষায় গঠিত এবং ইহাদের অর্থ অতি সুস্পষ্ট ; পরন্তু কেহ কেহ এই সকল শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে ভগবানের মতে অব্যক্তের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ । যাহা হউক ইহার বিচার নিম্পয়োজন ; শ্লোকের ভাষা অতি সহজ, ভাষা দৃষ্টে তোমরাই এই বিচার অনায়াসে করিতে পারিবে । অব্যক্তে যাহারা চিন্তের সমাধান করিতে পারেন, তাঁহারা করুন ; ইহাতে কোন নিষেধ নাই । কিন্তু ইহাতে ফল লাভ বিলম্বে হয় । মোক্ষ ফল লাভই সকলের উদ্দেশ্য, পরন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন, অক্ষরোপাসনা অপেক্ষা সহজে সেই ফল তাঁহার সগুণ ভাবের উপাসনায় লাভ করা যায় ; এই নিমিত্ত বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ সগুণ ব্রহ্মোপাসনাই অবলম্বন করেন । সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বিশ্বপ্রকাশক, আনন্দময় পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ অমূর্ত, বাক্য মনের অগোচর, অচিন্ত্য হইলেও ভক্তগণের স্মৃতিস্ত্য, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণে সদা বিভূষিত, মনোহর, শুদ্ধস্বভাব তনু জগতের কল্যাণার্থ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন ; তিনি ভিন্ন জীবের গতি নাই এইরূপ বুদ্ধিতে বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ তাঁহার ধ্যান-উপাসনা করিয়া থাকেন । অনন্ত আকাশব্যাপী অনন্তমূর্তি ভগবানেরও ধ্যান ও উপাসনা বৈষ্ণবদিগের আদরণীয়—এই প্রকার উপাসনাও কেহ কেহ অবলম্বন করেন । আর বিশ্বাতীত অথচ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

সর্বগত, কেবল চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষোত্তমরূপেও বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ ভগবদ্ভ্যান করিয়া থাকেন ; অপর কেহ কেহ “ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ” ইত্যাদি শ্রেণীর বাক্যার্থের প্রতি বিশেষ নিষ্ঠা স্থাপন করিয়া চিন্তকে সর্বপ্রকার ধ্যেয়বর্জিত শূন্যমাত্রাবস্থায় অবস্থিতরূপ নিরবচ্ছিন্ন অব্যক্তো-পাসনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন। পরন্তু এই উপাসনা কঠিন, ইহা সাধারণতঃ উপদেষ্টব্য নহে, কারণ ইহা ধারণা করিবার যোগ্যতা অল্প লোকেরই আছে। ঐহারা সাকার উপাসনায় ভক্তি স্থাপন করিতে অসমর্থ, তাঁহারা কাজেই অক্ষরোপাসনায় মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণাবতার দ্বিভূজ অথবা চতুভূজ ?

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণাবতার দ্বিভূজ অথবা চতুভূজ এই বিষয়ে অনেক মতভেদ শুনিয়াছি। এ সম্বন্ধে আপনার সিদ্ধান্ত কি জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। ভগবান্ গোলোকাধিপতি যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং দ্বিভূজ মুরলীধর ইহা আমি পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতিতে ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৫৪ অধ্যায় ইত্যাদি স্থল দ্রষ্টব্য)। তিনি অবতার গ্রহণ করিলে তখন তাঁহার মূর্তি চতুভূজ অথবা দ্বিভূজ ছিল ইহার বিচার উপাসক-গণের পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নহে। চতুভূজ নারায়ণ-রূপ সেই গোলোকাধিপতির আছেই। অতএব চতুভূজ রূপেই হউক অথবা দ্বিভূজ রূপেই হউক উভয়রূপেই তাঁহার ধ্যান সম্ভব। আমাদের সম্প্রদায়ে এই উভয়রূপের ধ্যানই প্রচলিত

দ্বিতীয় অধ্যায়

আছে। দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ বৈষ্ণব চতুর্ভুজ রূপই ধ্যান করেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে ভগবান্ চতুর্ভুজ হইয়াই পৃথিবীতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রজে দ্বিভুজ রূপের উপাসনাই অধিক প্রচলিত। কেহ কেহ চতুর্ভুজ রূপেরও উপাসনা করিতে পারেন; কারণ ব্রজেও কোন কোন স্থানে প্রাচীন বিগ্রহ চতুর্ভুজ বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই উভয়রূপেই ভগবান্ সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন ইহা নিশ্চিত সত্য বলিয়া জানিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে উক্ত আছে “যদ্ যচ্ছিয়া উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্ত্বপুঃ প্রণয়তে সদনুগ্রহায়” অর্থাৎ “হে ভগবন্! ভক্তগণ স্বেচ্ছানুসারে আপনার যেরূপ মূর্তির ধ্যান করেন, আপনি সেইরূপ মূর্তি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত হয়েন।”

পরন্তু ভগবৎ অবতার মূর্তি চতুর্ভুজ অথবা দ্বিভুজ ছিল, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে :—

মহাভারতে নানাস্থানে তাঁহাকে চতুর্ভুজ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা ভীষ্মপর্কস্থিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৪৫, ৪৬ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত আছে যে, অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া ভগবান্কে তাঁহার (অর্জুনের) পূর্বদৃষ্ট চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ভগবান্ ৪৯ শ্লোকে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—

.....পুনস্বং

তদেব মে রূপমিদং প্রপশু ॥

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অর্থাৎ আমি পুনরায় তোমাকে আমার সেই পূর্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি, তুমি দর্শন কর। এই বলিয়া (৫০ শ্লোকে উক্ত আছে যে) ভগবান্ পুনরায় তাঁহার স্বীয় সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়া অর্জুনকে তাহা প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে ৫১ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে অর্জুন তাঁহার সৌম্য “মনুষ্য” মূর্তি দর্শন করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। অতএব এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে চতুর্ভূজধারী মনুষ্যমূর্তিই বিশ্বরূপ ধারণ করিবার পূর্বে ভগবানের ছিল। অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে সেই চতুর্ভূজ মনুষ্যমূর্তি ধারণ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে ভগবান্ বিশ্বরূপ মূর্তি সম্বরণ করিয়া সেই চতুর্ভূজ মনুষ্যমূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে ভগবান্ চতুর্ভূজরূপেই অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের মোঘল পর্বের অষ্টমাধ্যায়ে ২০শ, ২১শ, ২২শ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করিলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া আক্ষেপ করিতে করিতে ব্যাসদেবের নিকট বলিতেছেন :—

“চতুর্ভূজঃ পীতবাসা শ্যামঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ।
যশ্চ যাতি পুরস্তান্মে রথশ্চ সুমহাদ্রুতিঃ ॥
প্রদহন্ রিপুসৈন্তানি ন পশ্যাম্যহমচ্যুতম্ ।
যেন পূর্বে প্রদগ্ধানি শত্রুসৈন্তানি তেজসা ॥
শরৈর্গাণ্ডীবনিশ্চু তৈকুরহং পশ্চাচ্চ নাশয়ন্ ।
তমপশ্বন্ বিষীদামি ঘূর্ণামীব চ সন্তম ॥”

অর্থাৎ সেই চতুর্ভূজ, পীতবসন, কমললোচন (কৃষ্ণ) যিনি স্বীয় তেজ দ্বারা অগ্রেই আমার শত্রুসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে আমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, আর আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাণ্ডীব-

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিনিমুক্ত শরের দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিতাম, আমি সম্প্রতি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহাকে না দেখিয়া আমি বিষম হইতেছি এবং আমার অন্তঃকরণ বিঘ্নিত হইতেছে ইত্যাদি।

পুনরায় ঐ অধ্যায়ের ২৯শ শ্লোকে অর্জুনকে সাস্তনা করিতে গিয়া বেদব্যাস ভগবান্কে চতুর্ভুজ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

তব স্নেহাৎ পুরাণর্ষির্বাঋদেবশ্চতুর্ভুজঃ ।

কৃৎস্না ভাবাবতরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুলোচনঃ ॥

মহাভারতের অন্যান্য কোন কোন স্থানেও এইরূপই বর্ণনা আছে।

ব্রহ্মপুরাণে ২১১ অধ্যায়ে লেখা আছে যে ভগবান্ লীলা সংবরণের পূর্বে জানুর উপরে পদস্থাপন পূর্বক অবস্থিত হইয়া যোগাবলম্বন করিলে, জরা নামক ব্যাধ তাঁহার পদতলকে দূর হইতে মৃগাকার দর্শনে মৃগবোধে উহা লক্ষ্য করতঃ বাণদ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়া পরে—

“গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্কীর্ত্বধরং নরম্ ।

প্রণিপত্যাহ চৈবৈনং প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৭

অজানতা কৃতমিদং ময়া হরিণশঙ্কয়া ।

ক্ষম্যতামাত্মপাপেন দগ্ধং মা দগ্ধুমহঁসি ॥” ৮

অন্ত্যর্থ :—নিকটে গিয়া তথায় চতুর্কীর্ত্ববিশিষ্ট মনুষ্যকে দেখিতে পাইল (দেখিল যে মৃগ নহে, চতুর্ভুজ একজন মনুষ্যকেই সে বিদ্ধ করিয়াছে) ; তখন সে প্রণিপাত পূর্বক “আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন” এইরূপ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। আর বলিল “আমি হরিণ বোধে অজ্ঞান বশতঃ এই কার্য্য করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আত্মপাপেই দগ্ধ হইয়াছি, আমাকে আর দগ্ধ করিবেন না।”

• গীতার এবং মৌষল পর্বের যে সমস্ত বাক্য পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

তাহার ভাব অণু প্রকারেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে; কিন্তু এই ব্রহ্মপুরাণের শ্লোকের ভাব অণু কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না। জরা ব্যাধ হরিণকে বিদ্ধ করিয়াছে বলিয়াই মনে করিয়াছিল, তথায় কোন বিশেষ মনুষ্যরূপ দর্শন করিবে এরূপ তাহার কল্পনাও ছিল না। কিন্তু সে গিয়া দেখিল যে চতুর্ভুজধারী মনুষ্যকে সে শরের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ভগবৎ অবতারের চতুর্ভুজবিশিষ্ট মনুষ্যরূপই ছিল। পূর্বোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে মহাভারতের মৌযল পর্বের ২৩ সংখ্যক শ্লোকেও উক্ত আছে যে জরা ব্যাধ (বাণের দ্বারা মৃগজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বিদ্ধ করিয়া) নিকটে গিয়া (“অথাপশ্যৎ পুরুষং যোগযুক্তং পীতাম্বরং লুক্কোহনেকবাহুং”)। অনেক বাহুবল (সূতরাং দুই হইতে অধিক অর্থাৎ চতুর্ভুজযুক্ত) তাঁহাকে দর্শন করিল। দুই বাহু হইলে বিশেষরূপে বাহুর উল্লেখ ঐ স্থানে নিম্নয়োজন হইত।

শ্রীমদ্ভাগবতের নানাস্থানে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মনুষ্যরূপ ধাকা বর্ণিত হইয়াছে। যথা ব্রহ্মপুরাণোক্ত পূর্বোক্ত ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া ১১শ স্কন্ধের ৩০শ অধ্যায়ের ৩৩।৩৪।৩৫ সংখ্যক শ্লোকে ভাগবতকার বলিয়াছেন,—

মুঘলাবশেযায়ঃ খণ্ডকৃতেষুলুক্ককো জরা ।

মৃগশ্চাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্করা ॥ ৩৩

চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিঙ্ঘিষঃ ।

ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ ॥ ৩৪

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন ।

ক্ষন্তমর্হসি পাপশ্চ উক্তমশ্লোক মেহনঘ ॥ ৩৫

অর্থাৎ জরা নামক ব্যাধ মুঘলের ক্ষয়াবিশিষ্ট লৌহখণ্ডদ্বারা বাণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রস্তুত করিয়াছিল। সে দূর হইতে মৃগমস্তক বোধে ভগবানের চরণ লক্ষ্য করিয়া ঐ বাণ দ্বারা তাহা বিদ্ধ করিল ॥ ৩৩ ॥

পরন্তু তৎপরে তাঁহাকে চতুর্ভূজ পুরুষ দর্শন করিয়া নিজেকে অপরাধী বোধে ভীত হইয়া সেই অশুরদেবী ভগবানের চরণে মস্তক রাখিয়া নিপতিত হইল ॥ ৩৪ ॥

এবং বলিল “হে মধুসূদন! আমি অজ্ঞান বশতঃ এই পাপ কৰ্ম্ম করিয়াছি। হে নিষ্পাপ উত্তমশ্লোক! আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন” ॥ ৩৫ ॥

এই বর্ণনাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভগবানের দেহ চতুর্ভূজ-বিশিষ্ট ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের আরও বহুস্থলে তাঁহার চতুর্ভূজ রূপ থাকা উক্ত হইয়াছে; যথা—তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে উদ্ধব-বিদুর সংবাদে উক্ত আছে যে, উদ্ধব ভগবান্কে অন্বেষণ করিতে করিতে সরস্বতী তীরে তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া যে কারণে অবধারণ করিলেন, তাহা ঐ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

“শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্।

দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাস্বরেণ চ” ॥

অর্থাৎ হে বিদুর! তাঁহাকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, শুদ্ধসত্ত্বময়রূপ, অরুণ লোচন, পীত কৌশেয় বসনধারী এবং ভূজচতুষ্টয়বিশিষ্ট অবলোকন করিয়া দূর হইতেই আমি কৃষ্ণ বলিয়া অবগত হইয়াছিলাম।

এইস্থানে উদ্ধব বলিতেছেন “দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতম্” অর্থাৎ চারিটি ভূজ থাকা দৃষ্টে আমি তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া চিনিয়াছিলাম। এই বাক্য

শুর-শিষ্য-সংবাদ

পাঠ করিয়া আর কোন সন্দেহ থাকে না যে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজবিশিষ্ট ছিলেন এবং ইহাই তাঁহার একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল ।

পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধের ৫১ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ আছে যে কালযবন মথুরা আক্রমণ করিলে ভগবান্ দ্বারকা-পুরী নির্মাণ করিয়া স্বজনগণকে তথায় স্থাপন করিয়া মথুরায় প্রত্যাগমন পূর্বক একাকী গলদেশে পদ্মমালা ধারণ করতঃ কোন অস্ত্রধারণ বিনা মথুরার দ্বার দিয়া নির্গত হইলে, ঐ কালযবন তাঁহাকে এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, যথা :—

“তং বিলোক্য বিনিক্ষান্তুমুজ্জিহানমিবোড়ুপম্ ।

দর্শনীয়তমং শ্রামং পীতকৌশেয় বাসসম্ ॥ ১ ॥

শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তভামুক্তকন্ধরম্ ।

পৃথুদীর্ঘ চতুর্ক্বাহং নবকঞ্জারুণেশ্বরম্ ॥ ২ ॥”

অর্থ :—তাঁহার রূপ নবোদিত শশধরের গায় অতি রমণীয় । তিনি শ্রামবর্ণ, পীত কৌশেয়বসনধারী, তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসলাঙ্ঘিত, গলদেশে কৌস্তভমণি ; তিনি আজানুলম্বিত স্থূল চারিটি বাহুবন্ধ এবং প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মের গায় লোচনবিশিষ্ট । [তাঁহার এইরূপ দেখিয়া কালযবন সিদ্ধান্ত করিলেন যে ইনিই শ্রীকৃষ্ণ, অত্বে কেহ হইতে পারেন না । কারণ কৃষ্ণকে শ্রীবৎসলাঙ্ঘিতবক্ষ, কমললোচন, বনমালী, চতুর্ভুজ এবং অতি সুন্দর বলিয়া নারদ পূর্বে তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন । ইনিও তদ্রূপই দৃষ্ট হইতেছেন ।]

“বাসুদেবো হুয়মিতি পুমান্ শ্রীবৎসলাঙ্ঘনঃ ।

চতুর্ভুজোহরবিন্দাক্ষো বনমালাতিসুন্দরঃ ॥

লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নাগ্নো ভবিতুমর্হতি ।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

এইরূপে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কালযবন তাঁহাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন ।

এই বর্ণনা দ্বারা দেখা যায় যে মহাবল কালযবনকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার সংগ্রাম বাধাইবার উদ্দেশ্যে নারদ শ্রীকৃষ্ণের বল ও পরাক্রমের কথা পূর্বে কালযবনকে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচয়ার্থ তাঁহার রূপও বর্ণনা করিয়াছিলেন । কালযবন আসিয়া সেই বর্ণনানুযায়ী তাঁহার রূপ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় করিলেন । অতএব শ্রীকৃষ্ণাবতার যে চতুর্ভূজ ছিলেন তাহা ইহা দ্বারাও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় ।

পুনরায় ঐ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে উল্লিখিত আছে যে মুচুকুন্দগুহায় কালযবনের সহিত ভগবান্ প্রবিষ্ট হইলে মুচুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ করাতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে, কালযবন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল । তখন ভগবান্ মুচুকুন্দকে দর্শন দিলেন এবং মুচুকুন্দ তাঁহাকে চতুর্ভূজ-বিশিষ্ট রূপেই দর্শন করিয়াছিলেন (“চতুর্ভূজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্য চ মালয়া”) ।

পুনরায় দশম স্কন্ধের ৬০ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে ভগবান্ কোতুক-চ্ছলে রুক্মিণীকে নিজের অনুরূপ অশ্রু পতি বরণ করিবার কথা বলিলে, রুক্মিণী রোদন করিতে করিতে এতই দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার দেহ একেবারে ধরণীপৃষ্ঠে অকস্মাৎ নিপতিত হইল । তখন ভগবান্ তাঁহার চতুর্ভূজ দ্বারা তাঁহাকে উত্থাপন করিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন । যথা :—

“পর্য্যঙ্কাদবক্ৰহাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভূজঃ ।

কেশান্ সমুহ তদ্বক্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা ॥” ২৫ ॥

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

পুনরায় দশম স্কন্ধের ৮৬ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে মিথিলায় শ্রুতদেব নামক ব্রাহ্মণের গৃহে মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

“ন ব্রাহ্মণান্নে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্ ।

সর্বদেবময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো হুহম্ ॥” ৫৪ ॥

অর্থাৎ আমার এই যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ইহাও ব্রাহ্মণের অপেক্ষা প্রিয় নহে, কারণ ব্রাহ্মণ সর্বদেবময় এবং আমিও সর্বদেবময় ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্ত্রও একরূপ চতুর্ভুজ থাকা বর্ণিত হইয়াছে। (যথা :—প্রথম স্কন্ধ নবম অধ্যায় ২৪ শ্লোক)। ১০ম স্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়েও উল্লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা গোপালগণ ও গোবৎসাদি হরণ করিয়া লয়েন, কিন্তু ভগবান্ নিজে গোপাল ও গোবৎসাদি রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের হরণ ব্যাপার কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই; এক বৎসরান্তে ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন যে অপহৃত গোবৎসাদি পূর্ববৎই বর্তমান আছে; পরে দেখিলেন যে তৎসমস্তই চতুর্ভুজবিশিষ্ট, ইহা দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে কৃষ্ণই এই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই বর্ণনাও শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজত্ববিষয়ক প্রমাণেরই অনুকূল।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজবিশিষ্ট মনুষ্যরূপধারী বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে অথবা অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এমন প্রমাণ এপর্য্যন্ত দেখি নাই, যাহাতে এইরূপ উল্লেখ আছে যে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিবার পর প্রথমে দ্বিভুজ থাকিয়া পরে কোন সময় হইতে চতুর্ভুজবিশিষ্ট হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের কোন কোন স্থানে বিশেষ বিশেষ কার্য বর্ণনা স্থলে দ্বিভুজের কার্য উল্লেখ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তদ্বারা পূর্বোক্ত স্থল সকলে যে চতুর্ভুজ বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বিরোধ হয় না। যে সকল স্থলে ঐরূপ দ্বিভুজের কার্য বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া স্বরণ হইতেছে, তাহা এইক্ষণে উল্লেখ করিতেছি।
যথা :—

দশম স্কন্ধের ষষ্ঠাধ্যায়ে ১০ম শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, যখন পুতনা বালকরূপী ভগবান্কে ক্রোড়ে করিয়া অতি তীব্রবীর্য হলাহলে প্রলিপ্ত স্তন তাঁহার মুখে প্রদান করিল। তখন—

“গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড়্য তৎ প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোহপিবৎ ॥”

অর্থাৎ ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তের দ্বারা তাহার সেই স্তন নিষ্পেষণ করিয়া তাঁহার প্রাণের সহিত পান করিয়া ফেলিলেন।

এই স্থলে স্তনদ্বয় পেষণ করিবার নিমিত্ত দুই হস্তেরই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং দ্বিভূজের “করাভ্যাং” পদ শ্লোকে উল্লিখিত থাকাতে, তাঁহার যে দুইটির অধিক কর ছিল না তাহা প্রকাশ পায় না। অতএব চারিভুজ থাকা বিষয়ে অগ্ৰাণ্য যে সকল শ্লোক ভাগবত হইতে পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার কোন বিরোধ হয় না।

এইরূপ দশম স্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ে ২১ শ্লোকে উল্লেখ আছে—

“কালেন ব্রজতাল্লেন গোকুলে রামকেশবৌ।

জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমানৌ বিজহুতুঃ ॥”

অর্থাৎ শিশু রাম ও কৃষ্ণ কালক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তখন কিছুদিন পর জানুদ্বয় ও হস্তদ্বয়ে নির্ভর করিয়া গোকুল মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া বিহার করিতে লাগিলেন।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

যে যে স্থলে ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় দেখা যায় যে প্রত্যেক স্বক্কে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে দুইটি করিয়া বাহু সংলগ্ন আছে। হামাগুড়ি দিতে অগ্রস্থিত দুই বাহুরই প্রয়োজন; তাহাতে চারি বাহুরই ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না। অতএব এই বর্ণনা দ্বারা তাঁহার চতুর্কোণত্বের বর্ণনার সহিত কোন বিরোধ হয় নাই।

এইরূপ একাদশ অধ্যায়ে ৫১শ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, কংস-প্রেরিত বকাসুর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি তাহার দুই চক্ষু দুই হাত দ্বারা ধারণ করিয়া তাহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

“তমাপতন্তুং স নিগৃহতুগুয়োর্দৌর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং পতিঃ।

পশুংসু বালেষু দদার লীলয়া মুদাবহো বীরণবদ্বিবৌকসাম্ ॥”

দুই ঠোঁট বিদারণ করিতে দুই হাতের অধিক ব্যবহার করিবার প্রয়োজন ছিল না; অতএব এতদ্বারা তাঁহার চতুর্ভুজত্বের খর্বতা হয় না।

চতুর্দশ অধ্যায়ের (ব্রহ্মার স্তবে) প্রথম শ্লোকে উল্লেখ আছে যে ভগবান্ ঐ স্তুতি সময়ে দধি মিশ্রিত অন্ন, বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু এই সকলে শোভিত ছিলেন (“কবল বেত্রবিষাণ বেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে”) এই সমস্ত হস্তেই থাকিবার জিনিষ, তাঁহার হস্তেই ছিল বলিয়া বোধ হয়। অতএব এই বর্ণনার দ্বারা তাঁহার দুইটি মাত্র হস্ত থাকা বুঝা যায় না; পরন্তু চারিটি হস্ত থাকাই বোধ হয়। চারি জিনিষ চারিটি হস্তে ছিল ইহাই সহজ অনুমান।

পুনরায় ২৩ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আহাৰ্য্য বস্তু সকল সঙ্গে লইয়া গিয়া দেখিলেন যে তিনি পার্শ্বস্থিত সখার স্বক্কে একটি হাত রাখিয়া দণ্ডায়মান আছেন এবং

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপর হস্তে একটি কমল ঘুরাইতেছেন ইত্যাদি। ইহার দ্বারাও যে দুই হস্তের দ্বারা যে বিশেষ দুই কার্য করিতেছিলেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। অপর দুই হস্ত যে ছিল না এরূপ বুঝা যায় না। অতএব অগ্ন্যস্ত্র শ্লোকের দ্বারা যে চতুর্ভুজত্ব স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই স্থানের এই উক্তির দ্বারা খণ্ডিত হয় না; উভয় উক্তিরই সামঞ্জস্য আছে। অবশ্য অগ্ন্যস্ত্র চতুর্ভুজত্বের উক্তি না থাকিলে এই সকল উক্তি দ্বিভুজত্বেরই জ্ঞাপক হইত।

অতঃপর ২৯ অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। ঠাঁহার ভগবদবতারের দ্বিভুজত্ববাদী, সম্ভবতঃ ঠাঁহার এই শ্লোকের উপরেই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করিতে পারেন। এই অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপিকাগণ ঠাঁহার সহিত বিহারের নিমিত্ত কামার্ত্ত হইয়া গৃহ হইতে বনে ঠাঁহার নিকট গমন করিলে, ভগবান্ ঠাঁহাদিগকে প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে উপদেশ করিলেন। তখন গোপিকাগণ ঠাঁহার প্রতি ঠাঁহাদের গভীর প্রেম ও তৎকর্তৃক আলিঙ্গিত হইবার গাঢ় কামনা জ্ঞাপন করিতে করিতে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি বাক্য এইরূপ আছে। যথা :—

“বীক্ষ্যালকারতমুখং তব কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।

দস্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃশ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাশুঃ”॥৩৯॥

অর্থাৎ হে প্রিয়! তোমার এই অলকারত সুন্দর মুখ, তোমার উজ্জ্বল কুণ্ডলবিশিষ্ট কপোলদ্বয় এবং সুধাসম্বিত অধর, সহস্র অবলোকন, আর অভয়দানকারী ভুজদ্বয়, এবং লক্ষ্মীরও বাঞ্ছিত বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

এই স্থলে “দন্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং” (অভয়দানকারী দুইটি ভুজ) পদ আছে সত্য, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ভগবানের সম্পূর্ণ অঙ্গ বর্ণনা করা এই স্থলে গ্রন্থকারের এবং গোপিকাদিগের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার যে যে অঙ্গ গোপিকাদিগের চিত্তকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছিল তাহারই বর্ণনা তাঁহারা করিতেছেন। গোপিকারা ভগবানের আলিঙ্গন কামনা করিতেছিলেন। অগ্রবর্তী দুই ভুজই ঐ আলিঙ্গন কার্যের উপযোগী, পশ্চাদ্বর্তী দুই ভুজ ঐ আলিঙ্গন কার্যের উপযোগী নহে। অতএব গোপিকারা ঐ সম্মুখবর্তী দুই ভুজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে তোমার আলিঙ্গন লাভ করিব এইরূপ অভয় তোমার ঐ সুন্দর দুইটি হস্ত আমাদিগকে দান করিতেছে। এই স্থলে অপর দুইটি হস্তের বর্ণনা তাঁহারা না করাতে যে ঐ হস্তদ্বয় ছিল না তাহা স্থিরীকৃত হয় না। ভগবানের পৃষ্ঠদেশের বর্ণনা তাঁহারা করেন নাই, তদ্বারা পৃষ্ঠদেশ না থাকা যেমন সিদ্ধান্ত হয় না, তদ্রূপ অত্রস্থলে বর্ণিত তাঁহার চতুর্ভুজত্বের নিষেধও এই শ্লোকের দ্বারা হয় না।

দ্বিবার উল্লেখ থাকা যে সকল স্থলে আমি লক্ষ্য করিয়াছি, প্রায় তৎসমস্তই উপরে উদ্ধৃত করিলাম। আমি বিবেচনা করি যে দ্বিবার ও চতুর্বার বিষয়ে পূর্বোক্ত প্রমাণ সকল একত্র করিয়া বিচার করিলে, চতুর্বারবিশিষ্টরূপে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে ভগবান্ জন্মগ্রহণ কালে তাঁহার চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রাদি অঙ্গবিশিষ্ট অলৌকিক দিব্যমূর্তি পিতামাতাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখন পিতামাতা তাঁহার

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারায়ণ মূর্তি দর্শনে প্রথমে তাঁহার স্তব করিয়া, তাঁহার ঐ অলৌকিক মূর্তি উপসংহার করিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহা সম্বরণ করিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই প্রাকৃত মনুষ্যশিশুরূপ ধারণ করিলেন (“পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সচো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ ॥ ৪৬ ॥) সাধারণ মনুষ্য-রূপ অবশ্যই দ্বিভুজ বিশিষ্ট। যদি তাঁহার চতুর্ভুজ থাকা অত্মস্থলে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত না হইত তবে সাধারণ মনুষ্যের ঞায় দ্বিভুজধারী মনুষ্যবালকরূপ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই এই শ্লোকের দ্বারা বোধগম্য হইত, কিন্তু পূর্বোক্ত শ্লোক সকলে তাঁহার চতুর্ভুজবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ থাকা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত থাকায়, তিনি চতুর্ভুজবিশিষ্ট মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ব্রহ্মপুরাণ হইতে যে শ্লোক পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে “চতুর্ভুজধরং নরম্” (চতুর্ভুজ বিশিষ্ট মনুষ্য) শব্দ স্পষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার অনুরূপ যে শ্লোক আছে তাহাও পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। বস্তুতঃ কোন মনুষ্যবালক চারিহস্ত বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে যে তাহাকে মনুষ্যবালক বলা হইবে না এমন নহে। মহাভারতে সভাপর্কের ৪৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে শিশুপাল চতুর্ভুজ ও ত্রিনেত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যদেহবিশিষ্ট হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিতে, চতুর্ভুজ ও ত্রিনেত্র থাকা সত্ত্বেও, তিনি মনুষ্যশিশু বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। অত্যাপি দেখা যায় কোন কোন পুরুষ বাইশ অঙ্গুলি বিশিষ্ট আছেন, সাধারণ মনুষ্যের বিশ অঙ্গুলি হয়। তাঁহাদের এক কি দুই অঙ্গুলি অধিক থাকতে তাঁহারা মনুষ্য নহেন এরূপ কেহ বিবেচনা করেন না। এইরূপ কাহারও নাক থাকে না, কাহারও একটি মাত্র কাণ থাকে, ইত্যাদি। আমি বালককালে সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম যে চীনদেশে

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

এক অদ্ভুত বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার দুই মস্তক, চারি পা ও চারি হাত ছিল। সে অল্পকাল জীবিত থাকিয়া মারা যায়। এইরূপ প্রকৃতির বিকার অনেকস্থলে হয়, তাহাতে মনুষ্যত্বের কোন হানি হয় না। ভগবান্ লীলা সংবরণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলে যুধিষ্ঠির মহারাজও স্বর্গগমনান্তে ঋষিগণসহ তথায় গিয়া তাঁহাকে যেরূপ দর্শন করিলেন, তাহা মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে এইরূপ উল্লিখিত আছে। যথা :—

“দদর্শ তত্র গোবিন্দং ব্রাহ্মণ বপুষাষিতম্।

তেনৈব দৃষ্টপূর্বেণ সাদৃশ্যেনৈব সূচিতম্ ॥ ২

দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দিব্যৈরঙ্গৈরুপস্থিতম্।

চক্রপ্রভৃতির্ঘোরৈর্দিব্যৈঃ পুরুষ বিগ্রহৈঃ ॥ ৩

অর্থাৎ তথায় পূর্বদৃষ্ট রূপের সহিত সাদৃশ্যের দ্বারা সূচিত ব্রাহ্মবপুষ্কৃত গোবিন্দকে (যুধিষ্ঠির) দর্শন করিলেন। তিনি তখন সেই ব্রাহ্মবপুর (তেজের) দ্বারা দীপ্যমান ছিলেন, চক্র প্রভৃতি ঘোরতর দিব্য জীবন্ত পুরুষ বিগ্রহ সকল তাঁহার উপাসনা করিতেছিল ॥২।৩॥

অবতারকালে তাঁহার মনুষ্যবপু ছিল, এইরূপে তাঁহার ব্রাহ্মবপু হইয়াছে ; কিন্তু উভয় বপুর আকৃতি একই প্রকার। এই আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পরিচয় করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার তাৎকালিক আকৃতি যে চতুর্ভুজবিশিষ্ট ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ নারায়ণ চতুর্ভুজবিশিষ্ট এবং চক্রাদি আয়ুধধারী ইহা সর্বশাস্ত্রে উক্ত আছে, এবং তাঁহার এই অলৌকিক দিব্য রূপই জন্মকালে পিতা-মাতাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও চতুর্ভুজবিশিষ্ট থাকা বর্ণিত আছে। অপরাপর অনেক পুরাণেও কৃষ্ণাবতারকে চতুর্ভুজবিশিষ্ট

দ্বিতীয় অধ্যায়

বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। পরন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামক পুরাণের বর্ণনা অপরাপর পুরাণ হইতে বিভিন্ন প্রকারের। কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে আখ্যায়িকা সমস্তই ঐ পুরাণে অন্ত্য পুরাণ হইতে অনেক বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া প্রথমে বসুদেব ও দেবকীকে দর্শন দেন, তখন দ্বিভূজ মুরলীধর রূপেই দর্শন দেন এবং তাঁহারা তাঁহার স্তুতি করেন এবং গোলোকে ও গোকুলে বৃন্দাবন নামক বনে দ্বিভূজ রূপেই গোপাল ও গোপিকাদিগের সহিত রাধাপতিরূপে ভগবান্ নিত্য বিরাজ করেন, এইরূপ ঐ পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। গোলোকে গোলোকাধিপতিরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বিভূজ মুরলীধারী, তদ্বিষয়ে অপরাপর পুরাণের সহিত কোন বিরোধ থাকা প্রকাশ পায় না। কারণ অপরাপর পুরাণে তৎসম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ বর্ণনা দেখি নাই। যে সকল ভক্ত সাধকের ঐ দ্বিভূজ মূর্তিরই ধ্যান অনুকূল ও প্রিয়, তাঁহাদের পক্ষে পৃথিবীস্থ বৃন্দাবনেও গোপ-গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভূজ মুরলীধর রূপেই ধ্যান করা শ্রেয়ঙ্কর, এই অভিপ্রায়ে ঐ পুরাণের বর্ণনা উক্ত প্রকারে করা হইয়াছে বলিয়া বোধ করি। ভগবান্ নিত্য দ্বিভূজ-রূপে বৃন্দাবনে বিরাজমান আছেন বলাতে, তিনি ঐ রূপেই ধ্যাতব্য এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ পায়; কারণ সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তিনি তথায় নিত্য বিদ্যমান নাই, এবং অবতার কালেও নিত্য তথায় ছিলেন না।

অতএব এই সমস্ত গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে অবতাররূপে লীলাকালে ভগবান্ চতুর্ভূজবিশিষ্ট ছিলেন। বস্তুতঃ অবতার চতুর্ভূজবিশিষ্ট হইলেও দ্বিভূজরূপে ভগবানের ধ্যান কোন প্রকারে অসম্ভব নহে, পরন্তু সম্ভবতই। কিন্তু যাহারা

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

চতুর্ভুজ মূর্তির ধ্যান করেন তাঁহাদের ধ্যানও সঙ্গতই এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।*

আর একটি কথা এই স্থলে বলা আবশ্যিক। চতুর্ভুজত্বের এবং দ্বিভুজত্বের মধ্যেও অনেকে অংশাংশীর বিচার প্রবর্তিত করেন। পরন্তু অবতার সম্বন্ধে কেহ অংশ কেহ অংশী এই সকল বিচার অজ্ঞান প্রসূত বলিয়াই জানিবে। আমি পূর্বে তোমাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিয়াছি যে ব্রহ্ম এক বই দুই নহেন। তিনি সর্বদা পূর্ণস্বরূপ এবং সর্বশক্তিমান। তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তিবই প্রভেদ আছে এবং সেই শক্তিই অনন্ত

*এই সকল উত্তর লিখাইয়া দিবার পর কোন বন্ধুর প্রেরিত পদ্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে বর্ণিত আছে যে ভগবান্ চতুর্ভুজরূপে প্রথমে দেবকীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন; পরে বসুদেবের প্রার্থনায় দ্বিভুজ মনুষ্যরূপ ধারণ করেন এবং বসুদেব তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। এই পদ্ম পুরাণ পাঠে তিনি যে পরে কখন চতুর্ভুজরূপে দর্শন দিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না, পক্ষান্তরে দেহত্যাগ করিবার সময় পর্য্যন্ত দ্বিভুজই ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পদ্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডের ২৫২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ব্যাধ তাঁহার চরণ বিদ্ধ করিয়া, পরে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল এবং অপরাধ ক্রমার নিমিত্ত স্তুতি করিতে লাগিল। তখন তিনি (“সুধাময়করাভ্যাং তমুখাপ্য ভবতা নাপরাধং কৃতং”) তাহাকে তাঁহার সুধাময় করযুগলের দ্বারা উত্থাপিত করিয়া বলিলেন যে, তুমি কোন অপরাধ কর নাই। এইরূপে তাহাকে আশাসিত করিয়া তাহাকে বৈষ্ণব লোকে প্রেরণ করিলেন। পরে দারুক তথায় উপস্থিত হইলে, তদ্বারা অর্জুনকে নিজ সমীপে আনাইয়া বলিলেন যে তিনি নিজ লোকে গমন করিবেন, অতএব অর্জুন দ্বারাবতীতে গমন করিয়া কৃষ্ণিণী প্রভৃতি অষ্ট মহিষীকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া যেন তাঁহার দেহের সহিত মিলাইয়া দেন। তখন অর্জুন দারুক সহ দ্বারাবতীতে গমন করিলে, (“কৃষ্ণোহপি মানুষদেহং সন্নশ্ব বাসুদেবাত্মকং দেহং ধৃতা বৈনতেয়মারুহ মহর্ষিভিঃসূয়-

দ্বিতীয় অধ্যায়

জগতের সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত। একটি শক্তি যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহা অনন্ত অপার পূর্ণব্রহ্মেরই শক্তি। প্রত্যেক শক্তিই সেই পূর্ণতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন তোমার দর্শন শ্রবণাদি শক্তি ক্ষুদ্রই হউক অথবা প্রভূতই হউক, প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ তোমাতে আশ্রিত, ইহাদিগের দ্বারা নিম্ন প্রত্যেক কার্য সম্পূর্ণ তোমারই কার্য, তদ্রূপ প্রত্যেক বিশিষ্টরূপে যে প্রকাশ তাহা পূর্ণব্রহ্মেরই প্রকাশ। প্রত্যেক বিশিষ্ট রূপের আশ্রয়রূপে পূর্ণব্রহ্মই আছেন; অতএব কেহ অংশ,

মানো জগাম”) শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মনুবাদেহ ত্যাগ করিয়া বাসুদেবাত্মক দেহ ধারণ করিয়া গরুড়ারোহণ পূর্বক মহর্ষিগণের দ্বারা সূর্যমান হইয়া গমন করিলেন।

এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির সহিত অনেক স্থানে অতিশয় অনৈক্য দৃষ্ট হয়; এবং ইহা পাঠে স্পষ্টই বোধ হয় যে শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির পাঠক হইতে অনেক পরিমাণে কনিষ্ঠাধিকারীর পাঠোপযোগী রূপে এই পুরাণ রচিত হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে সাধারণ দ্বিভূজ মনুষ্যরূপই ধ্যানের উপযোগী বিবেচনা করিয়াই সম্ভবতঃ গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন এবং লীলাসকলের বর্ণনারও বাতিক্রম করিয়াছেন।

পুরাণ সকলের বর্ণনায় এইরূপ অনৈক্য থাকাতে বর্তমান উপাসক সম্প্রদায় সকলের এই বিষয়ে নানাপ্রকার মতবিরোধ আছে। এই সকল মতের মধ্যে নিজ কল্পনার আশ্রয় না লইয়া, কেবল গ্রন্থোক্ত স্পষ্ট বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করা অতি কঠিন। তবে যদি এইরূপ কল্পনা করা যায় যে, ব্রজে থাকা কালে ভগবান্ দ্বিভূজরূপে প্রকাশিত ছিলেন, পরে মথুরায় আসিবার পর জরাসন্ধের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি আপনাকে চতুর্ভূজরূপে প্রকাশিত করিলেন, এবং তদবধি চতুর্ভূজরূপেই বিরাজ করিতে লাগিলেন, তবে বিভিন্ন মত সকলের এবং গ্রন্থ সকলের মধ্যে কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে; কিন্তু আমি যে সকল গ্রন্থ এযাবৎ দেখিয়াছি তাহাতে কোন গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা এতাবৎ দেখি নাই।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

কেহ পূর্ণ এই সমস্ত বিচার বাস্তবিক অজ্ঞান-প্রসূত । পুরাণ সকল পাঠ করিলে দেখিবে যে যখন ঐহাকে স্তুতি করা হইয়াছে তাঁহাকেই পূর্ণ-ব্রহ্মরূপে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্তারূপে, জগদতীতরূপে, এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবপ্রাপ্ত জগৎরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মা, মহাদেবকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু, এক, অদ্বৈত, সৰ্বব্যাপক, সৰ্বেশ্বর, পরম ব্রহ্ম ইত্যাদিরূপে ৩৬ সংখ্যকাদি শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন । দশম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণের স্তবও ব্রহ্মা ঐ রূপই করিয়াছেন । চতুর্থ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে পৃথুরাজাকে স্তুতি করিতে গিয়া পৃথিবী তাঁহাকে এইরূপ গুণাতীত, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ ইত্যাদি পরব্রহ্ম রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও দেখা যায় যে যখন ঐহাকে যে কেহ স্তুতি করিয়াছেন তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়াই তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন । মহাভারতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতিতে তাঁহাদিগকেও এইরূপেই স্তুতি করা হইয়াছে ; ইহাই সার সত্য । সমস্ত বেদান্তবাক্য এই সারতত্ত্বেরই জ্ঞাপক । ব্রহ্মের দুই অমূর্তরূপ সচ্চিদানন্দরূপ এবং সমষ্টিও ব্যষ্টিভাবে অনন্ত জগৎ-রূপ যুগপৎ বর্তমান আছে । উপাসনার নিমিত্ত কেবল এক এক রূপ বিশেষ-রূপে অবলম্বন করা হয় । যিনি যেমন অধিকারী তাঁহাকে ব্রহ্মের তদনুরূপ স্বরূপ উপদেশ করা হয় । এই কথাগুলি সৰ্বদা স্মরণ রাখিবে । তাহা হইলে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইবে না এবং গ্রন্থোল্লিখিত উপদেশ সকলের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইবে না । ব্রহ্মের যে বিশেষ স্বরূপকে ঐহার নিকট উপাশ্রুরূপে ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই পূর্ণব্রহ্মরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সেই উপাসকের ভেদবুদ্ধি থাকাতে উপাশ্রুর প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে,

তাঁহার উপাশ্চের সহিত তুলনায় অপর সকলকে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি-
বিশিষ্ট ও তাঁহার উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।

বিষয়—পুরাণ সকলের বর্ণনায় অনৈক্যের কারণ কি ?

শিষ্য । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আখ্যায়িকাসকল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে
তাঁহার সহিত অন্যান্য পুরাণের বর্ণনার অনেক প্রভেদ আছে
বলিলেন । অন্যান্য পুরাণ সকলের মধ্যেও এইরূপ অনেক
অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক স্থলে নানা প্রকার
সন্দেহ উপস্থিত হয়, অতএব এই সকল অনৈক্যের কারণ কি
জানিতে ইচ্ছা করি ।

গুরু । পুরাণকে ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিতে নাই ; ইতিহাস এবং
পুরাণের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে । মহাভারত ও বাল্মীকি
রামায়ণ ইতিহাস, তাহাতে বর্ণিত ঘটনা সকল সত্য ; পরন্তু পুরাণ
তদ্রূপ ইতিহাস নহে । বেদান্ত পাঠ করিয়া তাঁহার প্রকৃত
তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সকলে সমর্থ নহে, বেদান্তপাঠে সকলের
অধিকারও নাই ; অতএব বেদান্তোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা সাধারণ অজ্ঞ
লোকের নিকট ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে পুরাণ রচিত হইয়াছে ;
পৌরাণিক আখ্যায়িকা সকলকে ঐ সকল উপদেশের অনুরূপ
করিয়া প্রায়শঃ ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে রচিত করা
হইয়াছে । স্বর্গ, প্রলয়, মন্বন্তর, সৃষ্টিক্রম, রাজাদিগের বংশ-
পরম্পরা এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও সর্বপ্রকার জীবের উৎপত্তি ও লয়-
প্রণালী প্রভৃতি সমস্ত পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে সত্য ; পরন্তু
ইতিহাস লিখিবার অভিপ্রায়ে এ সকল বর্ণনা করা হয় নাই ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ ইহাই সর্ব-সাধারণ লোককে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে এতৎ সমস্তের ব্রহ্ম হইতে ক্রমে প্রকাশ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আর সাধক সকলের উপযুক্ততা ও মতি অনুসারে তাহাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর সাধন প্রণালী ও আচার প্রভৃতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কখন ঐতিহাসিক আখ্যান, কখন কল্পিত উপাখ্যান, কখন ঐতিহাসিক আখ্যানের পরিবর্তন ও তৎসহ কল্পিত আখ্যানের সংযোগ দ্বারা শ্রুতি ও স্মৃতির কথিত উপদেশ সকল গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন। যেরূপ পাঠক অথবা শ্রোতা-সকলের নিমিত্ত যে গ্রন্থ রচনা হইয়াছে, তাহাদের উপযোগী করিবার জগুই আখ্যায়িকাসকলকে নানারূপে গঠিত করা হইয়াছে জানিবে। আখ্যান সকলের প্রভেদ দৃষ্টে গ্রন্থের মূল উপদেশ সম্বন্ধে মনে কোন প্রকার সন্দেহ আনিও না। আর যে আখ্যায়িকা বহুপুরাণে একই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ মহাভারতের সহিত যাহার ঐক্য আছে, সাধারণতঃ তাহাকে সত্য—ঐতিহাসিক আখ্যান বলিয়া গ্রহণ করা যায় জানিবে।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে ভিন্ন ভিন্ন কল্পের ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত পুরাণ সকলে বিরোধ দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে ইহাও হইতে পারে, পরন্তু আমি যে সকল পুরাণ দেখিয়াছি, এবং যে সকল পুরাণ এইক্ষণ প্রচলিত আছে তৎসমস্তে এই কল্পের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বহুস্থানে লিখিত আছে। সুতরাং পণ্ডিতদিগের উক্ত উক্তির দ্বারা এই সমস্ত বিরোধ ব্যাখ্যাত হয় না।

এবং পুরাণে যে কল্পিত উপাখ্যান থাকে তাহা কোন কোন পুরাণে

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, এবং পুরাণ রচনার উদ্দেশ্য আমি যেরূপ বলিলাম তদ্রূপই থাকিও বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে। গ্রন্থসকল আছোপান্ত স্থির চিত্তে পাঠ করিলে তোমার প্রশ্নের উত্তরে বাহা বলিয়াছি তাহাই অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়।

বিষয়—শ্রীগোরাঙ্গদেব সম্বন্ধে আপনার অভিमत কি ?

শিষ্য। গোড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার ও উপাশু, এইরূপ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। এই বিষয়ে আপনার অভিमत কি ?

গুরু। বেদান্তের, এবং তদনুরূপ ভগবান্ বেদব্যাসের, উপদেশ এই যে জগৎ-ব্যাপার ব্রহ্মেরই ক্রীড়ামাত্র। এক ব্রহ্মই অনন্তরূপে প্রকটিত হইয়া জগৎব্যাপার সাধন করিতেছেন। এতৎ সমস্তই এক লীলাময়ের লীলা, এই অর্থে শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীভগবৎ-অবতার বলিয়া বর্ণনা করিলে তাহা সম্পূর্ণ সত্যই হইবে। ব্রহ্ম সদাই পূর্ণস্বভাব, আমি শ্রীচৈতন্যদেবকে সেই পূর্ণব্রহ্মের সহিত এক বলিয়াই জানি। তাঁহাকে বাহারা পূর্ণব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাদের এই উপাসনা ব্রহ্মেরই উপাসনা। এইরূপ পুরুষকে যিনি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবেন, তাঁহার যে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনই আমাদের ধর্ম। যে কোন ব্যক্তি যে কোন নিশ্চল পুরুষকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন, তাঁহার সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। তবে ‘অবতার’ শব্দ পুরাণাদি শাস্ত্রে এই অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। জগতের স্থিতিকারণ এবং ইহার রক্ষণ ও পালন-কর্তা বিষ্ণুরূপী ব্রহ্ম জগতের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত দেবতাদিগের প্রার্থনায় দেব তির্যাক্ মনুষ্যাদি কলেবর প্রয়োজনানুসারে ধারণ করিয়া ইহলোক সকলে সময় সময় অবতীর্ণ হইয়েন এবং জীবসকলের ক্লেশ বিদূরিত করিয়া সত্যধর্ম স্থাপন করেন। তাঁহার সেই সকল গৃহীত মূর্তিই সচরাচর শাস্ত্রে ‘অবতার’ শব্দের বাচ্য হয়। তন্মধ্যে সর্বশাস্ত্রে মৎস্য-কুর্মাди দশাবতার প্রসিদ্ধ আছে। প্রশ্নের উল্লিখিত ‘অবতার’ শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে শ্রীমৎগোরাঙ্গদেব সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রচলিত যে সকল গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি সেই সকল গ্রন্থে উল্লিখিত প্রমাণসমূহ তাঁহার উক্ত অর্থে অবতারত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে আমি সমীচীন বলিয়া বোধ করি না। এবিষয়ে আলোচনায়

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

প্রবৃত্ত হওয়াও এস্থলে নিশ্চয়োজন মনে করি। একদিকে শ্রীচৈতন্যদেবে প্রকাশিত শক্তির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাতে যে ভক্তি ও প্রেমশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অতি অদ্ভুত। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। বর্তমানকালে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মূল তিনিই। বঙ্গদেশে তাঁহার ভক্তি-প্রচারের কার্য অবতারের কার্য বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। অপরদিকে শ্রীমৎগৌরাঙ্গদেবের অবতারত্ব-প্রতিপাদক সন্তোষজনক শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখি নাই বলিয়াছি; পরন্তু ভগবৎ-অবতার অসংখ্য (“অবতারা হসংখ্যোঃ”)। সকল অবতারের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এক্ষণে প্রাপ্ত না হওয়া যাইতে পারে, তাহা না পাওয়া গেলেই যে অবতার নহেন, এইরূপও সিদ্ধান্ত করা যায় না। কোন্ দেহে কে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা দিব্যদর্শী ঋষিগণই অবগত হইতে পারেন। কেবল বাহিরের অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য দৃষ্টে অবতারত্ব অবধারিত হয় না। বিশ্বামিত্রের যে সকল অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য ব্রহ্মবিৎ হইবার পূর্বেও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু আমি পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। তাঁহার তুল্য অলৌকিক শক্তিও ইদানীং কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতএব এই সকল যোগৈশ্বর্য্য থাকা কি না থাকার উপর নির্ভর করিয়াও কাহারও অবতারত্ব অথবা অনবতারত্ব অবধারণ করা সম্ভব নহে। আর ইহাও মনে রাখিবে যে, মহাপুরুষগণ নিশ্চল সঙ্কল্পের ভূমিতে আকৃষ্ট হইলে যখন প্রকৃত সমাধির যোগ্যতা লাভ করেন, তখন তাঁহাদিগের ব্রহ্মের সহিত ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া অভেদবুদ্ধি স্থাপিত হয়। সুতরাং “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ অভেদ ভাব তাঁহাদিগকে সময় সময় বাহিরেও প্রকাশ করিতে দেখা যায়। ইহা দ্বারাও উক্ত অর্থে তাঁহাদের অবতারত্ব অবধারণ করা যায় না।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ-দেহ পাঞ্চভৌতিক কি না ?

শিষ্য। (এই সকল প্রশ্নোত্তর লিখিত হইবার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না; এইক্ষণ ইহা পাঠ করিয়া অবতার বিষয়ে একটি প্রশ্ন আমার মনে উদ্ভিত হইয়াছে; তাহা এই :—) ভগবান্ যখন মনুষ্যালোকে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার দেহ সাধারণ মানবদেহ এমন কি জীবনুক্ত পুরুষদিগের দেহ

দ্বিতীয় অধ্যায়

হইতেও যে বিভিন্ন প্রকারের, তাহা আপনার উত্তর পাঠে বুঝিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার জিজ্ঞাস্তা এই যে এই দেহ মনুষ্যদেহের উপকরণেই গঠিত কি না? শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে এই দেহের বাল্যাদি অবস্থাভেদ এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি-হ্রাস মনুষ্য দেহের মতন হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ১৫৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে দুর্কাসা ঋষিকে ভগবান্ কিছুদিন পর্য্যন্ত সেবা করিয়াছিলেন; পরে এক দিবস অতি উষ্ণ পায়স তাঁহাকে আহার করিতে দেওয়াতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ উষ্ণ পায়স নিজ অঙ্গে লেপন করিতে ভগবান্কে আদেশ করিলে, তিনি মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত স্বীয় অঙ্গে ঐ উচ্ছিষ্ট পায়স লেপন করিতে আরম্ভ করিলেন; ইত্যবসরে ঋষি নিজ হস্তে সাক্ষাতে দণ্ডায়মানা রুক্মিণী দেবীরও অঙ্গে ঐ পায়স মাখিয়া দিলেন; তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া ভগবানের সাক্ষাতেই রুক্মিণীদেবীকে ঘোড়ার গায় এক রথে সংযোজিত করিয়া কেত্র হস্তে ঐ রথে আরোহণ করিয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন। দেবী রুক্মিণী ঐ রথ ভালরূপে টানিতে না পারাতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া দিগন্তরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহার ঐ কার্যে কোন প্রকার ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং বেগে ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া রথ তিনি নিজে টানিয়া দিবেন বলিয়া, ঋষিকে ফিরিয়া আসিতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত ভাব দর্শনে ঋষি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন “বাসুদেব, তুমিই যথার্থ ক্রোধকে জয় করিয়াছ; এইক্ষণে তোমাকে আমি এই

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

বর দিতেছি যে আমার প্রসাদী পায়স তোমার শরীরে যে যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত সর্কবিধ অস্ত্রের অভেদ হইবে এবং তোমার শরীরে যুবাভাব সর্কদা স্থির থাকিবে ইত্যাদি।” ভগবান্ পদতলে পায়স লেপন করেন নাই দেখিয়া ঋষি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তৎপর দেবী রুক্মিণীকেও সর্কদা স্থির-যৌবনা থাকিবার এবং অশ্রু বর প্রদান করিয়া ঋষি প্রশ্ন করিলেন। এই বর প্রদত্ত হইলে তাঁহাদের উভয়ের শরীর অতি পুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ভগবান্ যখন লীলা সংবরণ করেন, তখন ঐ পাদতলই ব্যাধশরে বিদ্ধ হইয়াছিল। এই বর্ণনা পাঠে ত ভগবদ্দেহও মনুষ্যদেহ বলিয়াই বোধ জন্মে। অতএব এই দেহকে নিত্য ও অমানুষ দেহ বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা সংবরণ করিলেন, তখন তাঁহার দেহ কি হইল এই বিষয়েও ভাগবতের বাক্য সকলের অর্থ অসন্দিগ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এই সকল বিষয়ে আপনার উপদেশ জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। গোলোকাধিপতি ভগবানের স্বকীয় রূপ অতিশয় প্রভায়ুক্ত, সূর্যের অপেক্ষাও অধিক প্রভায়ুক্ত, ইহা মনুষ্যের চক্ষু চক্ষুর দ্বারা দর্শনীয় নহে; ভগবান্ দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেই ভক্তজন তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। মর্ত্য মনুষ্যালোকে মনুষ্যের দর্শনীয় হইয়া মনুষ্যবৎ কার্য সাধন করিবার নিমিত্তই তিনি অবতার গ্রহণ করেন; সুতরাং তিনি যে-দেহ ধারণ করেন, তাহা যে মনুষ্যজাতীয় দেহ তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অপর মনুষ্য-

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেহের ঞায় তাঁহার দেহের বাল্যাদি অবস্থাভেদ হইয়াছে এবং দুর্কাসা ঋষির বরও তাহাতে ফলিত হইয়াছে ।

ভগবান্ দেবকীর গর্ভে জাত হইয়া, তিনিই যে জাত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে বসুদেব ও দেবকীর বিশ্বাস উৎপাদন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে স্বকীয় রূপই প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; তখন তাঁহারা উভয়ে তাঁহার স্তুতি করিয়া কংস-ভয়ে ঐ রূপ সম্বরণ করিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাদের পূর্বজন্মকৃত তপশ্চায় প্রীত হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনায় তাঁহাদের পুত্রত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকার করতঃ তাঁহাদের পূর্বের দুই জন্মে প্রথমবার যজ্ঞনামে ও দ্বিতীয়বার বামন নামে পুত্র হইয়া যে জন্মিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে :—

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্জন্মস্মরণায় মে ।

নাশ্ৰুথা মদ্ববং জ্ঞানং মর্ত্যালিঙ্গেন জায়তে ॥ ৪৪ ॥

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকুং ।

চিন্তুরন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্তেথে মদগতিং পরাম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ।

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মে তোমাদের পুত্ররূপে যে আমিই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করাইবার জন্মই তোমাদিগকে আমার এই রূপ প্রদর্শন করিলাম । কারণ **মর্ত্য মানবদেহ** ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইলে আমিই যে জন্মিয়াছি এই বিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে না (তোমরা তাহা জানিতে পারিতে না) ॥ ৪৪ ॥

আমাকে তোমরা ব্রহ্মবুদ্ধিতে ভজন কর, অথবা স্নেহের সহিত পুত্রভাবেই চিন্তা কর, তাহাতেই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৫ ॥

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

এই কথা বলিয়া তিনি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেন—

ইত্যুক্তাসৌকরিস্তু ক্ষীং ভগবানাত্মমায়য়া ।

পিত্রোঃ সম্প্রশ্রুতোঃ সচো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ ॥ ৪৬ ॥

অর্থাৎ এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিরত হইলেন এবং পিতামাতার সাক্ষাতেই (প্রাকৃত) মনুষ্যশিশু হইলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব ভগবান্ যে “মনুষ্যশিশু” হইয়া প্রকাশিত হইলেন ইহা ভাগবতকার ত স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন ।

তিনি নীলা-সংবরণ কালে যে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণশাস্ত্রে বহুস্থানে উল্লিখিত আছে । ব্রহ্মপুরাণের ২১১শ অধ্যায়ের দ্বাদশ সংখ্যক শ্লোকে এবং পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উল্লেখ আছে যে :—

ত্যক্ত্বা স মানুষং দেহমবাপ ত্রিদশাং গতিম্ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্ম পুঃ ২১১ অঃ ।

অর্জুনোহপি তদানিষ্য কৃষ্ণরামকলেবরে ।

সংস্কারং লভুয়ামাস তথাত্মোষামনুক্রমাৎ ॥ ১ ॥ ব্রহ্ম পুঃ ২১২ অঃ ।

অর্থাৎ ভগবান্ মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিয়া দৈবী গতি প্রাপ্ত হইলেন । অর্জুন রাম, কৃষ্ণ এবং অপরাপর যাদবগণের কলেবর অন্বেষণ করিয়া তাহার সংস্কার করাইলেন ।

বিষ্ণুপুরাণেও ঠিক ঐ ভাষায়ই উক্ত বিষয় বর্ণিত আছে । বিষ্ণু-পুরাণের ৫ম অংশের ৩৭ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক ও ৩৮ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক দেখ । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ১২৯ অধ্যায়ের ৬২ সংখ্যক শ্লোকেও ভগবানের দেহ পরিত্যাগ হওয়া উল্লিখিত আছে । স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতেও এইরূপই উল্লেখ আছে । শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে ভগবানের অবতারণ-

কলেবর পরিত্যাগ করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা—৩য় স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

শ্রীশুক উবাচ

ব্রহ্মশাপাদেশেন কালেনামোদবাঞ্ছিতঃ ।

সংহত্য স্বকুলং স্ফীতং ত্যক্ত্যন্ দেহমচিন্তয়ং ॥ ২৯ ॥

* * * * *

বিদুরোহপুঙ্কবাৎ শ্রদ্ধা কৃষ্ণশ্চ পরমাত্মনঃ ।

ক্ৰীড়য়োপান্তদেহশ্চ কৰ্ম্মাণি শ্লাঘিতানি চ ॥ ৩৩ ॥

দেহন্ত্যাসঞ্চ তশ্চৈবং ধীরাণাং বৈরাগ্যবর্দ্ধনম্ ।

অশ্ৰেয়াং দুষ্করতরং পশূনাং বিক্লবাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥

আত্মানঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন মনসেস্কিতম্ ।

ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্থাৎ—

শ্রীশুকদেব বলিলেন :—

সেই সত্যসঙ্কল্প প্রভু ব্রহ্মশাপ উপলক্ষে নিজের বিস্তৃত কুলকে সংহার করিয়া নিজদেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন ॥ ২৯ ॥

* * * * *

লীলার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় (মানব) দেহ ধারণকারী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্লাঘনীয় কৰ্ম্মসকলের কথা, এবং ধীরগণের বৈরাগ্যবর্দ্ধক অথচ পশুবৎ বিষয়াবিষ্ট চঞ্চলচিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে ভীতিজনক তাঁহার দেহত্যাগের কথা, এবং তিনি যে তৎকালে বিদুরকে স্মরণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়, উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়া, উদ্ধব গমন করিলে পর, বিদুর ভগবান্কে ধ্যান করতঃ প্রেমবিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩, ৩৪, ৩৫ ॥

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ভাগবৎ শ্রোতা পরীক্ষিতের উক্তিও কয়েকটি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

যথা :—

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৪র্থ অঃ—

শ্রীরাজোবাচ

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিতোজেষুধিরথযুথপযুথপেষু মুখ্যঃ ।

স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো যদ্ধরিরপি তত্যাঙ্গ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ ॥২৮॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৩০ অঃ—

ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ ।

প্রেয়সীং সর্ষনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ ॥ ২ ॥

শুকদেবের প্রদত্ত এই প্রশ্নের উত্তরও নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

যথা :—

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৩১শ অঃ—

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্ ।

যোগধারণয়াগ্নেয়া দক্ষা ধামাবিশং স্বকম্ ॥ ৬ ॥

রাজন্ পরশু তনুভূজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিভ্ৰমমবেহি যথা নটশু ।

সৃষ্টাঅনেদমনুবিশু বিহত্য চান্তে সংহত্য চাত্মমহিন্মোপরতঃ

স আস্তে ॥১১॥

মর্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং স্বাঞ্জনয়চ্ছরণদঃ পরমাস্তদগ্ধম্ ।

জিগ্যেহস্তকাস্তকমপীশমসাবনীশঃ কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং

সদেহম্ ॥ ১২ ॥

তথাপ্যশেষস্থিতিসন্ত্বাপ্যয়েষনগ্ৰহেতুর্যদশেষশক্তিধুক্ ।

নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুৱত্র শেষিতং মর্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্ ॥১৩॥

এই সকল শ্লোকের অর্থ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। যথা :—

রাজা পরীক্ষিত বলিলেন :—যুথপতিগণের শ্রেষ্ঠ অধিরথ, বৃষ্ণি ও ভোজ বংশীয়গণ সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলে এবং ত্রিলোকনাথ হরিও দেহ পরিত্যাগ করিলে সেই প্রসিদ্ধ ভক্ত উদ্ধব আর কি নিমিত্ত জীবিত রহিলেন ? ২৮ ॥ ৩য় স্কন্ধ ৪র্থ অঃ ভাগবত ।

১১শ স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায় :—

পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন :—স্বকীয় যদুবংশ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইলে, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সর্বলোকের পক্ষে আনন্দদর্শন নিজ দেহ পরিত্যাগ করিলেন ? ॥ ২ ॥

এই প্রশ্নের উত্তরে যাদবদিগের প্রভাসতীর্থে গমন ও তথায় মদিরা পানে মত্ত হইয়া পরম্পর যুদ্ধে আসক্ত হইয়া দেহত্যাগ, ও পরে বলদেবের দেহত্যাগ, তৎপর ভগবানের এক পিপ্পলবৃক্ষের মূলদেশে পৃষ্ঠদেশ ধারণপূর্বক ধরাপৃষ্ঠে উপবেশন, ও তথায় ব্যাধ কর্তৃক মৃগবোধে তাঁহার পাদতল শরাঘাতে বিদ্ধ হওয়া, ও পরে ব্যাধের স্তুতি, ও ভগবান্ কর্তৃক তাহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ বর্ণনা করিয়া শুকদেব বলিলেন :—

১১শ স্কন্ধ ভাগবত ৩১শ অধ্যায় :—

যাহা সর্বলোকের আনন্দদায়ক, যে দেহের ধারণা ও ধ্যান সর্ববিধ মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকে, ভগবান্ আগ্নেয়ী যোগ-ধারণা দ্বারা সেই দেহ দগ্ধ করিয়া স্বীয়ধামে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্লোকে “আগ্নেয়্যা দগ্ধা” পদ উক্ত আছে ; এই পদ যেমন আছে তদ্রূপই ইহার অনুবাদ করা হইল । পরন্তু আগ্নেয়্যা + অদগ্ধা = “আগ্নেয়্যাদগ্ধা” এইরূপও পদ যোজনা করা যাইতে পারে ; শ্রীধরস্বামী তাহাই করিয়া শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন ; কারণ তিনি বলেন জগৎ এই দেহেই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই দেহ দগ্ধ হইলে জগতেরও দাহ প্রসঙ্গ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

হয়। ভগবান্ অর্জুনকে এবং যশোদাকে এই দেহেই ত্রিভুবন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বোধ হয় এই নিমিত্ত শ্রীধরস্বামী এইরূপ মনে করিয়া থাকিবেন যে, এই দেহে জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকায়, ইহার দাহে জগতেরও দাহ উপস্থিত হইবার প্রসঙ্গ হয়। মুনিদিগেরও কখন কখন মতিভ্রম হয় ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাক্য। অতএব শ্রীধরস্বামীরও এই স্থানে ভ্রমই হইয়াছে বোধ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত সর্বপ্রকার সামর্থ্যই ছিল; পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষমাত্রই আপনাতে সমস্ত বিশ্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেন; তাহা ভগবান্ স্বয়ং ভগবদ্গীতায় উপদেশ করিয়াছেন “যেন ভূতাত্মশেষেণ দক্ষ্যন্তাত্মাত্মো ময়ি” (গীতা ৪র্থ অঃ ৩৫ শ্লোক)। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আপনাতে সমগ্র বিশ্ব দর্শন করিতে সমর্থ হইতেন, এবং তাঁহারা শক্তিদান করিলে অপরেও সমর্থ হয়; এই নিমিত্ত কি তাঁহার দেহের বিনাশে সমস্ত বিশ্বের বিনাশ হয়? এক ক্ষুদ্র দর্পণে অনন্ত আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়; তন্নিমিত্ত ঐ দর্পণের ধ্বংসে আকাশের ধ্বংস হয় না। মহাভারতে বনপর্কের ৯৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীরামাবতারেও পরশুরামকে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র নিজ দেহে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাহা হউক স্বামীর প্রদর্শিত যুক্তি সঙ্গত না হইলেও, “আগ্নেব্যাদন্ধা” পদের আগ্নেব্যা + অদন্ধা এইরূপে সন্ধিবিশ্লেষ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ করিয়া অর্থ করিবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না; কারণ আগ্নেয়ী যোগ ধারণার কোন প্রসঙ্গ ভাগবতে কোন স্থানে পূর্বে নাই; ইচ্ছাং এই স্থানে এই আগ্নেয়ী যোগের বিষয় উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। বাহা হউক “অ” অক্ষর “দন্ধা” পদের পূর্বে যোজনা করিয়া অর্থ করিলেও, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি অপরাপর পুরাণের এবং শ্রীমদ্ভাগবতেরও পূর্বেই ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাক্য সকলের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া, এইরূপই অর্থ করিতে হয় যে, ভগবান্ আশ্রয়ী ধারণা দ্বারা দেহকে দগ্ধ না করিয়া, তাহা এইখানে অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

“দগ্ধা” পদের পূর্বে অকার যোগ না করিয়া শ্লোকার্থ করিলেও অপর পুরাণ সকলের সহিত এক বাক্যতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই বলিতে হইবে যে “দগ্ধা” পদের অর্থ একেবারে ভস্মীকরণ নহে, সাধারণ ভাবে দাহ মাত্র, যাহাতে দেহ বিকৃত হইয়াও বর্তমান থাকে ; কারণ পরে অর্জুন অন্বেষণ করিয়া রাম কৃষ্ণ উভয়ের দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সংকার করিয়াছেন বলিয়া অত্র পুরাণে উল্লিখিত আছে।

বস্তুতঃ ভগবান্ যে স্বীয় মানুষ কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অত্র পুরাণের অনুরূপ ভাগবতকারও অনেক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে কয়েকটি স্থল পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ ৩১শ অধ্যায়ের পূর্বে উদ্ধৃত ৬ষ্ঠ সংখ্যক শ্লোকের পরে যে ১১।১২।১৩ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা পাঠেও এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এইক্ষণে ঐ সকল শ্লোকের অর্থ নিয়ে বর্ণিত হইতেছে। যথা :—

হে রাজন্ ! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহধারী যাদবগণের কুলে জন্মগ্রহণ ও দেহত্যাগকে (তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা = তনুভৃৎসু যাদবাদিষু জননাপ্যয়েহা আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা ইতি শ্রীধরস্বামী ; অপ্যয় = দেহনাশ + ঙ্গহা = চেষ্টা, কস্ম) নটের মায়ার অনুকরণ মাত্র জানিবে। তিনি নিজে দেহ রচনা করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া (কিছুকাল) বিহারপূর্বক স্বয়ংই তাহা সংহার করতঃ আপন মহিমাতে বিরাজিত আছেন ॥১১॥

সকলের আশ্রয়দাতা যিনি এই মর্ত্য দেহ দ্বারাই বমলোকগত গুরু-পুত্রকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ তোমাকে রক্ষা

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকেও সংগ্রামে জয় করিয়াছিলেন, যিনি ব্যাধকে পর্য্যন্ত সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি কি নিজের দেহকে রক্ষা করিতে অসমর্থ ছিলেন? (“অনীশঃ কিং স্বাবনে” = স্বাবনে স্বরক্ষণে কিং অনীশঃ = অসমর্থঃ) ॥১২॥

“স্বাবনে” পদের অর্থ শ্রীধরস্বামীও “স্বরক্ষণে” করিয়াছেন। “স্বানাং যদুনাং অবনে রক্ষণে” এইরূপ অর্থও কেহ কেহ করিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক কষ্ট কল্পনা বলিয়া বোধ হয়।

যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কারণ এবং অনন্ত শক্তিদারী তিনি মর্ত্যদেহের আদর যে বৃথা ইহা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই বহুকুল সংহারের পর পৃথিবীতে অবশিষ্ট একমাত্র নিজ দেহকেও বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন নাই ॥১৩॥

এই সকল এবং এইরূপ অগ্ৰাণু প্রমাণ দৃষ্টে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে ভগবান্ মনুষ্য-দেহাবলম্বনেই মনুষ্যালোকে প্রকাশিত হইয়াছিলেন এবং লীলা সম্বরণ সময়ে সেই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ ধামে গমন করিয়াছিলেন।

পরন্তু মনুষ্য-দেহ কোন্ উপাদানে নির্মিত ইহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যিক। ইহা সকলেরই বিদিত আছে যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ পদার্থের বিভিন্ন প্রকার বিমিশ্রণে (পঞ্চীকরণে) দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ ও জাগতিক সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে। মনুষ্যাদি মর্ত্যদেহে ক্ষিতি ও অপের অংশ অধিক; দেবাদের দেহে ক্ষিতি ও অপের অংশ অতি অল্প এবং অপের ভূতত্রয়ের অংশ অধিক; পরন্তু ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নামবিশিষ্ট যে পাঁচটি পদার্থ আছে, ইহাদের স্বরূপ কি, ইহারা কোন্ উপাদানে গঠিত এবিষয়ের অনুসন্ধান করিলে

দ্বিতীয় অধ্যায়

জানা যায় যে, শ্রুতি বলিয়াছেন এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম (“সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম”), ইহাদের সকলেরই একমাত্র উপাদান ব্রহ্ম। ব্রহ্মস্বরূপ ও জগৎস্বরূপ ব্যাখ্যাকালে নানাবিধ শ্রুতি প্রমাণ উল্লেখ করিয়া এবং নানাবিধ দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রুতি স্বয়ং দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহার অবিকৃত সুবর্ণের জ্ঞান হইয়াছে, তিনি জানেন যে সুবর্ণনির্মিত বলয়, কুণ্ডল, হার প্রভৃতি সমস্তই সুবর্ণমাত্র, তন্মিন্ন কিছু নহে, কেবল পৃথক্ পৃথক্ নাম রূপের দ্বারা পরস্পর হইতে বিভিন্ন বলিয়া পরিচিত হয় (ছান্দোগ্য ৬ অঃ ১ম খণ্ড)। তদ্রূপ জাগতিক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সকলের উপাদান, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামের ও রূপের দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়; অবিকৃত স্বর্ণ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন বলয় কুণ্ডলাদিকে এক সুবর্ণ বলিয়া জ্ঞান জন্মে না, তদ্রূপ ব্রহ্মদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত জাগতিক বস্তুনিচয় যে সমস্তই ব্রহ্ম তাহার বোধ জন্মে না, ব্রহ্ম দর্শন হইলে সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। বস্তু সকলের যে বিভিন্ন রূপ, তাহাও যে ব্রহ্মেই অবস্থিত আছে, তাহা যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, তাহা প্রস্তরখণ্ডের দৃষ্টান্ত ও অপরাপর দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বে বুঝাইয়াছি। এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত থাকিলেও তাহার বিশেষ বিশেষ অংশের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিলে তাহাতে কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা প্রভৃতি অসংখ্য রূপ দৃষ্ট হইতে পারে ইহা পূর্বে বিশেষ-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি; এই তথ্য প্রকাশক অপরাপর দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা এই বিষয়টি খুব পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিবে।

অতএব মনুষ্য-দেহ যে ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থের দ্বারা গঠিত, সেই ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থের উপাদান যখন ব্রহ্ম, তখন ভগবান্ মনুষ্য-দেহা-

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

বলম্বনে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকিলেও, তাঁহার দেহ সর্ব্বাংশে ব্রহ্মই, অণু কিছু নহে। তাঁহার কোন প্রকার অবিद्या সম্বন্ধ না থাকায়, এবং তাঁহার দেহ কোন প্রকার প্রাক্তন কর্ম্মাদীন না হওয়ার, ইহা কেবল তাঁহার নিজ ইচ্ছা দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায়, অপর জীবের দেহ হইতে ইহার বহু পার্থক্য আছে, ইহা পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই দেহাবলম্বনে ভগবান্ ইন্দ্রলোকে গিয়া ইন্দ্রের পারিজাত আহরণ করিয়াছিলেন, বরুণ ও যম লোকে গমন করিয়া নিজ পিতা নন্দরাজকে এবং গুরুপুত্রকে আনয়ন করিয়াছিলেন, মৃত ব্রাহ্মণকুমার সকলকে আনয়ন করিবার জন্য অর্জুন সহকারে ত্রিলোকের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক তমোময় লোক পর্য্যন্ত উৎক্রমণ করিয়া ভগবান্ অনন্তদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য কি সাধারণ মনুষ্যদেহের দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে? অতএব যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করাই যথার্থ সত্য দর্শন হয়, এবং ইহাই যদি জীবের পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ সাধন হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমেই কি এই বিশুদ্ধ অবতার-দেহে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য নহে? যাহার এই দেহেও ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপিত হইবে না, যিনি এই দেহেও ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন না, তাঁহার পক্ষে অণুত্র কোন স্থানে ইহা স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি? জাগতিক কোন অবয়বে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জ্ঞানে কেবল পঞ্চ ভূতাত্মক বলিয়া বুদ্ধি স্থাপন করাই অবিদ্যার পুষ্টিসাধক এবং মিথ্যা জ্ঞানের প্রশয়প্রদ। অতএব আপনার কল্যাণার্থী পুরুষ অন্ততঃ ভগবদবতার-দেহে এই ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিবেন। ভগবদ্দেহকে মনুষ্য দেহ বলিয়া বিশেষিত করিয়া বলিলেই বাস্তবিক অব্রহ্মজ্ঞ লোকের মনে এই ভাব বর্ত্তমান হয় যে ইহা ব্রহ্ম নহে, ক্ষুদ্র জড় বস্তু। অতএব ইহার দ্বারা তাঁহার

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবজ্ঞাই হইয়া থাকে, স্মৃতরাং ইহাতে অপরাধ জন্মে। অতএব কল্যাণার্থী পুরুষ ভগবদ্বেদেহে মনুষ্য বুদ্ধি পরিহার করিতে সর্বদা যত্নবান্ হইবেন।

আর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে প্রকাশিত জাগতিক সমস্ত রূপই ব্রহ্ম-সত্তায় নিত্য বর্তমান আছে। সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের জ্ঞানে যে সমস্ত জাগতিক বস্তুর নিত্য বিদ্যমানতা আছে তাহা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে এমত আশঙ্কা করিও না। দেখ, তোমার নিজের বাল্যকাল হইতে এই পর্য্যন্ত কত অনন্ত বস্তু তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে; তৎসমস্তের রূপ তোমার চিত্তে অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহা তুমি বুঝিতে পার না; কিন্তু উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে অতীতকালে দৃষ্ট বস্তুর ও ঘটনাসকলের রূপ তোমার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয়, এবং তাহারা যে তোমার চিত্তে অদৃশ্যভাবে বর্তমান ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়া দেয়। হ্যামিংটনের Lectures on metaphysics গ্রন্থে আমি বালককালে পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে যে, তাহার একস্থানে এইরূপ লিখিত আছে যে একটি মেয়ের হিষ্টিরিয়া রোগ হয়; সে কখনও ল্যাটিন ভাষা পড়ে নাই ও জানিত না; কিন্তু তাহার ব্যারাম উপস্থিত হইলে ল্যাটিন ভাষার গ্রন্থের উক্তি সকল আবৃত্তি করিত। ইহা দেখিয়া তাহার আত্মীয়েরা প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, কোন পণ্ডিত প্রেত (learned ghost) তাহার শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে তাহার শৈশবাবস্থায় এক ল্যাটিন ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সে থাকিত; ঐ পণ্ডিত ল্যাটিন ভাষার গ্রন্থ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন, সেই বালিকা অবশ্য তাহা শুনিতে পাইত, কিন্তু কিছু বুঝিত না; সেই সকল ল্যাটিন বোল অলঙ্কিতভাবে তাহার চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছিল, ব্যারামের সময় সেই সকল বোল তাহার স্মৃতিপথে

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

উদয় হওয়াতে, ঐ অবস্থায় সে তাহা উচ্চারণ করিত, কিন্তু ভাল অবস্থায় তাহা কোন প্রকারে স্মরণ করিতে পারিত না। প্রত্যেকের জীবনেই ন্যূনাধিক পরিমাণে ইহার অনুরূপ ঘটনাসকল দৃষ্ট হয়। অনন্ত আকাশেও সমস্ত দৃশ্যবর্গের ছবির ছাপ অঙ্কিত থাকে। শুনিয়াছি সম্প্রতি একজন ‘থিয়সফিষ্ট’ সাহেব বলিয়াছেন যে তিনি ধ্যানে অবস্থিত হইলে কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। যোগীদের যে ভূত ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান উদিত হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই ; ইহার প্রমাণ তোমরাও কেহ কেহ সময় সময় পাইয়া থাকিবে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ব্রহ্মে যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্ত নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিষ্ণুপুরাণের ১ম অংশের ২২শ অধ্যায়ে লিখিত আছে “তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্ মুনিবরাখিলম্। আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ ॥” অর্থাৎ হে মুনিবর, এই সমস্ত জগৎ অক্ষয়, নিত্য ; ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই উৎপত্তি ও নাশ শব্দে ব্যাখ্যা করা যায়।

ভগবদবতারের রূপও এইরূপ নিত্য বলিয়া জানিবে ; তাহা নিত্য ব্রহ্মসত্তায় বর্তমান থাকায়, সাধককে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাহার ধ্যেয় রূপাবলম্বনে ভগবান্ তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহার বাঞ্ছা পূরণ করেন। অতএব অবতার-দেহের পতন হইলেও তাঁহার মূর্ত্তির ধ্যান ব্যর্থ হয় না, তাহা অমোঘ ফলপ্রদ, ইহাতে কোন সংশয় করিবে না ; এই ধ্যান কদাপি নিষ্ফল হয় না। ইহা বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলে ইহার সত্যতা আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ও সাধন

বিষয়—ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত কি ?

শিষ্য । দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত কি, কি নিমিত্ত ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈত অথবা ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত বলে, এই বিষয়ে বাহাতে পরিষ্কার ধারণা হয়, এইরূপ পরিষ্কারভাবে সংক্ষেপে ইহা রূপা করিয়া বর্ণনা করুন ।

গুরু । আমাদের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মবিদ্যা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে সংক্ষেপতঃ তাহা বর্ণনা করিতেছি :—

ওঁ

১ । ব্রহ্ম চিদানন্দরূপ অদ্বৈত সৎসত্ত্ব ।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্ম সৎসত্ত্ব, তিনি আছেন ; তিনি স্বরূপতঃ আনন্দময় ; কিন্তু তিনি যেমন নিজের মিষ্টতা অনুভব করিতে পারে না, ব্রহ্ম তদ্রূপ নহেন ; তিনি নিজে আনন্দরূপ হইয়াও নিজের স্বরূপগত সেই আনন্দকে অনুভব করেন । অতএব তিনি চিদানন্দরূপ সৎসত্ত্ব । আর তিনি ভিন্ন সৎসত্ত্ব দ্বিতীয় কিছু নাই ; এই নিমিত্ত তিনি অদ্বৈত ।

২ । এই যে অনন্তরূপবিশিষ্ট বিচিত্র জগৎ এবং জাগতিক পদার্থ সকল, তৎসমস্ত সর্বপ্রকার ভেদবর্জিত হইয়া ব্রহ্মের সহিত একরূপ হইয়া ব্রহ্মসত্ত্বায় নিত্য বর্তমান আছে ; এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম । অতএব ইহাদের অস্তিত্বের দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের হানি হয় না ।

ব্যাখ্যা :—যেমন পীত, নীল, লোহিতাদি (violet, indigo, blue

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

&c.) সাতটি বর্ণ পরস্পর ভেদরহিত হইয়া এক শুক্ল (white) বর্ণে বর্তমান থাকে, যেমন তোমার এক চিত্তে দর্শন, শ্রবণ, আশ্বাদন প্রভৃতি শক্তি, পরস্পর ভেদবিবর্জিত হইয়া চিত্তের সহিত এক হইয়া নিত্য বর্তমান থাকে ; যেমন বাহ্য বস্তুসকলের রূপ, রসাদি তোমার ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইলে, প্রত্যক্ষকালীন তোমার চিত্তে অঙ্কিত তাহাদের প্রতিবিম্ব সকল পরে চিত্তে লীন হইয়া, পরস্পরের ভেদবিবর্জিতাবস্থায় চিত্তের সহিত এক হইয়া বর্তমান থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মের যে আনন্দাংশ, তাহার সহিত এক রস হইয়া সমস্ত জাগতিক বস্তুনিচয় পরস্পর ভেদবিবর্জিত অবস্থায় বর্তমান আছে ।

৩। (ক) ব্রহ্মের চিৎশক্তির দ্বারা অনন্ত প্রকারে অনুভূত হইবার যোগ্যতা ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দাংশের আছে । যেমন এক মার্জিত প্রস্তরখণ্ডের বিশেষ বিশেষ অংশের উপর দৃষ্টি স্থির করিলে ঐ অবিকৃত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে নানাবিধ রূপ কল্পনার দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে, অতএব ঐ প্রস্তরখণ্ড এক অবিকৃত থাকিলেও, **বহুরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা ইহার আছে** ; যেমন প্রত্যক্ষীভূত বাহ্য বস্তুর চিত্তে প্রতিবিম্বিত রূপ-সকল চিত্তে লীন হইয়া থাকে, পরে উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে, স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হইয়া চিত্তে অবস্থিত থাকিয়াও, চিত্ত হইতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, অতএব নিজের মধ্যেই বিভিন্ন রূপসকল প্রকাশিত হইতে পারে এমত যোগ্যতা চিত্তের আছে ; তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দাংশেরও স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও অনন্ত বিভিন্নরূপে তাহার চিৎ-শক্তির দ্বারা অনুভূত হইবার যোগ্যতা আছে । **ইহারই নাম মায়ী-শক্তি** । স্বীয় স্বরূপগত চিচ্ছক্তির দ্বারা স্বীয় স্বরূপগত এক আনন্দকে অনন্তরূপে তিনি অনুভব করিতে পারেন । ইহাই ব্রহ্মের ঐশী শক্তি ।

তৃতীয় অধ্যায়

এক হইয়া অনন্তরূপে আপনাকে দর্শন করেন—আপনার আনন্দ অনন্তরূপে আশ্বাদন করেন, এই নিমিত্ত তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়।

(খ) ব্রহ্মের আনন্দাংশের যেমন অনন্ত বিভিন্নরূপে অনুভূত হইবার যোগ্যতা নিত্য বর্তমান আছে, তদ্রূপ ঐ আনন্দকে অনন্তরূপে অনুভব করিবার নিমিত্ত অনন্তভাগে প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা তাঁহার চিদংশেরও নিত্য বর্তমান আছে। ব্রহ্ম যেন তাঁহার চিচ্ছক্তির অনন্ত শাখা বিস্তার করিয়া তাঁহার আনন্দাংশকে অনন্তপ্রকারে নিত্য ভোগ করিয়া থাকেন। সূর্য্যদেব যেমন অনন্ত রশ্মি সর্বদিকে বিস্তার করিয়া সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করেন এবং তৎস্থিত সর্বপদার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়েন, তদ্রূপ অনন্ত সূক্ষ্ম চিৎরশ্মিসকলের দ্বারা ব্রহ্ম অনন্তরূপে স্বীয় আনন্দাংশের সহিত মিলিত হইয়া ঐ আনন্দকে অনন্তরূপে আশ্বাদন করেন। ব্রহ্মের এই সকল সূক্ষ্ম চিৎরশ্মি (অথবা চিৎশাখা)ই জীব নামে আখ্যাত; ইহাই জীবের স্বরূপ। ব্রহ্মের যে ব্যাপক চিৎশক্তি, যাহা ঐশীশক্তি নামে আখ্যাত হয়, তাহার নিত্য অন্তর্ভূত এই জীব-শক্তি। আর ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত থাকিয়াও তাঁহার আনন্দাংশ যে অনন্তরূপে তাঁহার চিচ্ছক্তির দ্বারা অনুভূত হয়, তাহাই দৃশ্য স্থানীয় জগৎ; ঈশ্বর ইহার সম্যক্ দ্রষ্টা, জীব ইহার ব্যাপ্তি দ্রষ্টা। ব্রহ্মের এই আনন্দ ও চিৎকে কেবল বুঝাইবার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইল; বস্তুতঃ ঐ আনন্দ অথবা তাহার কোন অংশ কখন চিদ্ৰহিত থাকে না, এবং চিৎও আনন্দ সংযুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে না। উভয়ই এক অবিভক্ত সদ্ভূতরূপের অন্তর্গত।

ঈশ্বর নিত্য সম্যক্ দ্রষ্টা হওয়ায়, তিনি জাগতিক সমস্ত রূপকে স্বীয় আনন্দাংশের প্রকাশভাব মাত্র বলিয়া জানেন—তাঁহার নিজেরই স্বরূপ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

মধ্যে স্থিত বলিয়া দর্শন করেন ; এই দর্শন আনন্দেরই দর্শন ; অতএব তাঁহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অজ্ঞান অথবা দুঃখানুভব নাই । জীব তাঁহার অংশ হইলেও স্বভাবতঃ অসম্যাগ্দর্শী ; দৃশ্যস্থানীয় আনন্দাংশের প্রতি বিশেষ-রূপে অভিনিবেশ বশতঃ, স্বীয় **দ্রষ্টৃস্বরূপ** **বিস্মৃত হইয়া** এবং কেবল নিজের ভোগ্য সামগ্রীরূপে দৃশ্যের জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া যখন বর্তমান হইয়েন, তখন দৃশ্যস্থানীয় জগৎকেও চৈতন্যবিহীন—কেবল ভোগ্য অচেতন পদার্থ বলিয়া অনুভব করেন, ইহাই অবিজ্ঞার স্বরূপ । অবিজ্ঞায়ুক্ত জীবকে বদ্ধজীব বলে । আর যখন জীব ঈশ্বরের বিধানানুসারে স্বীয় চিত্তে সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, যখন স্বীয় **চিত্তকেও সম্যক জ্ঞাত হইয়েন**, তখন দৃশ্যস্থানীয় জগৎও চিদানন্দময়রূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয় । তিনি আর জগৎকে অচেতন দেখেন না । তদবস্থায় তাঁহাকে মুক্তজীব বলা যায় । পরন্তু চিত্তের দর্শন হইবা মাত্রই জগতের অচেতনত্ব বিষয়ক সংস্কার তিরোহিত হয় না ; অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পরও অচেতন দেহধারীরূপে তিনি জীবিত থাকেন ; যখন ভোগের দ্বারা এই সংস্কার সম্যক তিরোহিত হয়, তখন তাঁহার স্থলদেহ প্রথমে বিযুক্ত হয়, তিনি সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্ম ব্রহ্মলোকে গমন করেন ; যাইতে যাইতে ক্রমশঃ তাঁহার সূক্ষ্মদেহের সংস্কারও বিলুপ্ত হইতে থাকে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর একেবারে বিলুপ্ত হয় ; তখন তাঁহার সূক্ষ্মদেহ বিশেষত্ববর্জিত হইয়া আপন আনন্দরূপতা লাভ করে, তখন তিনি নিজে আনন্দময় হইয়া চিত্তে সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । ইহাই পরম মোক্ষ, যাহাকে কৈবল্য অথবা বিদেহমুক্তি বলা যায় । ব্রহ্মদর্শন হইবার পর যতদিন তিনি স্থলদেহধারী রূপে জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহাকে জীবশুক্ত

তৃতীয় অধ্যায়

বলা যায় ; চিদ্রূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেও জগতের প্রতি অচেতন বুদ্ধির পূর্ব সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে কিছু বিলম্ব হয় । বালককালে এক স্থানে ভূত আছে শুনিয়াছিল, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিতরূপে জানিলে যে তথায় ভূত নাই, কিন্তু এইরূপ জানিলেও পূর্ব সংস্কার বশতঃ যেমন সেই স্থানে একক রাত্রে যাইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত মনে ভয়ের সংস্কার হয়, ইহাও তদ্রূপ । স্থূলদেহধারী বলিয়া যে সংস্কার তাহা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সূক্ষ্মদেহধারী বলিয়া যে সংস্কার (মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আমার স্বরূপগত বলিয়া যে সংস্কার) তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ় । প্রাক্তন ভোগের দ্বারা স্থূলদেহের সংস্কার দূরীভূত হইলে, সূক্ষ্মদেহের সংস্কার সঙ্কে সঙ্কে বিলুপ্ত হয় না ; অতএব স্থূলদেহের সংস্কার বিলুপ্ত হইলে, ঐ দেহ সূক্ষ্মদেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া পতিত হয় ; জীব তখন সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে অর্চিরাদি মার্গ অবলম্বনে ব্রহ্মলোকগত হয় ; তথায় ঐ দেহের সংস্কারও সম্যক্ বিলুপ্ত হইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়রূপে ঐ সূক্ষ্মদেহের উপকরণ সকল প্রতিষ্ঠা লাভ করে । আনন্দময়রূপে ইহাদের প্রতিষ্ঠা সর্বদাই ছিল, কিন্তু তদাশ্রিত জীবচৈতন্য বন্ধাবস্থায় স্বরূপজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হওয়ায়, তিনি ইহারও যথার্থ চৈতন্যময় স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিয়া দুঃখভাগী হইয়াছিলেন । এইক্ষণ সেই ভ্রম ঈশ্বররূপায় বিদূরিত হওয়ায়, পুনরায় চিদানন্দময়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । এক কথায় বলিতে হইলে চিদ্রূপতার বিস্মৃতিই বন্ধহেতু, চিন্ময়তার সাক্ষাৎকারই মোক্ষহেতু, চিদানন্দময়রূপে প্রতিষ্ঠাই মোক্ষ ।

ব্রহ্ম এক অদ্বৈত হইয়াও অনন্ত বিভিন্নরূপে যে আপনাকে উক্ত প্রকারে অনুভব করেন, ইহাই তাঁহার দ্বৈতত্ব । ইহাও নিত্য তাঁহার

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

স্বরূপে বর্তমান থাকাতে, তাঁহার সম্পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে তাঁহাকে দ্বৈতাত্মত বলিয়া বর্ণনা করা হয় ।

জীব (বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় অবস্থায়, স্বরূপতঃ) ব্রহ্মের অঙ্গীভূত অংশ মাত্র । অংশের সহিত অংশীর সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ । অংশ সর্বতো-ভাবে অংশীর অন্তর্গত, অতএব অভিন্ন । আবার অংশ অপেক্ষা অংশী ব্যাপক, অতএব ভিন্নও বটে । সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা যায় । অংশীতেই অংশের প্রতিষ্ঠা, অতএব অংশ অংশীকেই আপনার আত্মা বলিয়া জ্ঞাত হইয়েন ; তদ্বৎ অংশীর সহিত অংশের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকা বলা যায় ।

দৃশ্যমান জগতের উপাদান আনন্দময় ব্রহ্ম । অতএব এই সত্য কারণের কার্যরূপে প্রকাশিত জগৎও সত্য । ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া যে বোধ ইহা ভ্রম ; ইহা জীবের অসম্যক দর্শিত্বের ফল ; ইহারই নাম অবিদ্যা । জগতের সঙ্গেও ব্রহ্মের ভেদাভেদ (দ্বৈতাত্মত) সম্বন্ধ, কারণ জগতও ব্রহ্মের অংশমাত্র ।

এই ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান সদগুরুর আশ্রয় ভিন্ন উপজাত হয় না । তাঁহাতে আত্মসমর্পণ পূর্বক ভক্তির সহিত ভজন করিলে ব্রহ্ম সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়েন । ব্রহ্মই জীবের আত্মা ও প্রতিষ্ঠাস্থান ইহা জানিয়া তাঁহাতে ঐকান্তিক ভক্তিমুক্ত হইলে, তাঁহার স্বরূপ সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ভেদবুদ্ধিবর্জিত হইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে চিদানন্দময়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ।

সংক্ষেপে এই ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় বোধ অনুসারে ব্যাখ্যা করিলাম ।

ওঁ তৎ সৎ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়—গুরু-লক্ষণ, শিষ্য-লক্ষণ, দীক্ষা ও উপাসনা প্রণালী বৈতান্বৈত মতে কিরূপ ?

শিষ্য । সদগুরুর লক্ষণ কি, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি, এবং বৈতান্বৈত সিদ্ধান্তানুগত নিম্নাঙ্ক-সম্প্রদায়ের দীক্ষা প্রণালী কি, এবং এই সম্প্রদায়ের সাধন প্রণালীই বা কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি ।

গুরু । ক্রমশঃ সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বর্ণনা করিতেছি :—

১ । গুরুর লক্ষণ ও দীক্ষার প্রয়োজন—

গুরু ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণ হইতে পরম্পরাগত সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষ হওয়া চাই । গুরু সম্বন্ধে এইটি সর্বপ্রথমে দ্রষ্টব্য । জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিৎ গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন, এবং ঐ উপদেশসকল উপযুক্ত শিষ্যে স্মরণ করিবার শক্তি গুরুতে সঞ্চারিত করিয়াছেন । এই শক্তি পরম্পরা-রূপে আগত হইয়াছে । পরম্পরারূপে আগত এই শক্তি যিনি লাভ না করিয়াছেন তিনি যতই শক্তিশালী এবং যতই জ্ঞানী হউন না কেন, শিষ্যকে মোক্ষমার্গ প্রাপ্তি করাইতে পারিবেন না । “সম্প্রদায় বিহীনা বিদ্যা” (পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত না হইলে) যে ফলবতী হয় না তদ্বিষয়ে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রসিদ্ধ আছে, অতএব তাহার আর উল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন । দীক্ষা ভিন্ন বিদ্যা যে ফলবতী হয় না তাহা ত সর্ববিধ শাস্ত্রকারগণ এবং অপরাপর মহাপুরুষগণ একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন । আর দীক্ষিত ভিন্ন কেহ যে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে পারেন ইহার কোন প্রমাণও নাই ।

“মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী” নামক এক গ্রন্থ শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ রচনা করিয়া গিয়াছেন ; ঐ গ্রন্থের এক বিস্তৃত টীকা আছে ; তাহা তৎশিষ্য

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

শ্রীসুন্দর ভট্টজী কৃত বলিয়া পরিচিত আছে ; তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার সদগুরুর অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিলে যে ব্রহ্মবিদ্যার স্মরণ হয় না, তদ্বিষয়ক বহু শ্রুতি ও অপরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

কিং চ “শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং” “ত্রিষু বর্ণেষু সন্তুতো, মামেব শরণং গতঃ, নিত্যনৈমিত্তিকপরো মদীয়ারাধনে রতঃ, আত্মীয় পরকীয়েষু সমো দেশিক উচ্যতে” ইতি। “আচার্যো বেদসম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ। মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রভক্তশ্চ সদা মন্ত্রাশ্রয়ঃ শুচি ॥ গুরুভক্তিসমাযুক্তঃ পুরাণজ্ঞ বিশেষতঃ। এবং লক্ষণসম্পন্নো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥” ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসম্পন্নঃ কারুণ্য-বাৎসল্য-ক্ষমার্জবমার্দবাদি-গুণাশ্রয় এব মুমুক্শুণা আশ্রয়নীয়ঃ ; ব্যতিরেকে দোষ স্বরণাৎ “ভিন্ননাবাশ্রিতঃ স্তক্কো যথা পারং ন গচ্ছতি। জ্ঞানহীনং গুরুং প্রাপ্য কুতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥” ইত্যাদিভিঃ প্রসঙ্গ-প্রাপ্তং গুরু-লক্ষণমুক্তম্।

এই সংস্কৃত বাঙ্গালার গায় সহজ ; অতএব ইহার অনুবাদ করা নিশ্চয়োজন।

২। শিষ্য-লক্ষণ :—

পূর্বেোক্ত “মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী”র ব্যাখ্যা গ্রন্থে শ্রীসুন্দর ভট্টজী শিষ্য-লক্ষণও বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে শিষ্য চারি প্রকারের হয় :—১ম শিষ্যমাত্র, ২য় অন্তরঙ্গ শিষ্য, ৩য় অন্তরঙ্গতর, ৪র্থ অন্তরঙ্গতম। তন্মধ্যে “মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী” গ্রন্থে লিখিত ব্রহ্মবিদ্যায় অন্তরঙ্গতম শিষ্যেরই অধিকার ; তদ্রূপ শিষ্যই সম্পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা

তৃতীয় অধ্যায়

লাভের অধিকারী। শ্রীনিম্বার্ক ভগবানের নিজকৃত শ্লোকে উক্ত শিষ্য-লক্ষণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

গুৰ্বৰ্থং যশ্চ প্রাণাদি যৌবনং ধনমেব চ ।

আত্মাত্মীয়েষু নিৰ্ব্বিঘ্নোহধিকারী সম্যগীৰ্য্যতে ॥

অর্থাৎ যাহার প্রাণাদি, যৌবন, ধন সমস্তই গুরু নিমিত্ত, যিনি নিজের প্রতি এবং নিজস্বকীয় সকলের প্রতি নির্বেদযুক্ত (মোহশূন্য), তিনিই সম্যক্ অধিকারী বলিয়া কথিত হইবেন।

বেদান্তের ভাষ্যকার শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শিষ্য-লক্ষণসকল বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে; সংক্ষেপে তাহার সার নিয়ে বর্ণিত হইতেছে।

উত্তম শিষ্যের এই সকল গুণ থাকা চাই :—

(১) শ্রদ্ধা (গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস) (২) বিবেক (নিত্যানিত্য বিচার এবং জাগতিক সমস্ত বস্তু পরমেশ্বরের, নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই, এই বোধ)। (৩) আর্জব (সম্পূর্ণ অকপট ভাব)। (৪) অকিঞ্চনত্ব (“সাধনানুষ্ঠান-সামর্থ্যাди-বিষয়ক কর্তৃত্বাদিরূপাভিমানাদি শূন্যত্বং” অর্থাৎ সাধনানুষ্ঠানাদি বিষয়ে নিজের কোন সামর্থ্যাди থাকার অভিমানশূন্যতা)। (৫) অনন্যগতিত্ব (গুরু ভিন্ন অন্য গতি নাই এইরূপ বোধ)। (৬) নির্বেদ (বিষয়ে অনাসক্তি)। (৭) শৌচাদি সম্পন্নতা ইত্যাদি।

৩। দীক্ষা ও সাধন প্রণালী :—

শ্রীনিম্বার্ক স্বামী অতি সাধারণভাবে দীক্ষার বিষয় তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

আদৌ গুরৌ গ্ৰসেৎ প্রাণানাথ্মানং ধনমেব চ ।

সৰ্বসম্বন্ধবিষয়ং কৃত্বা সেবেত নিত্যশঃ ॥

দেহেন্দ্রিয়মনপ্রাণৈর্মায়াং হিত্বা সমাহিতঃ ।

ভৃত্যবৎ পুত্রবৎ সেবেৎ প্রিয়াবন্মিত্রবদ্ভুতা ॥

যা দেয়া গুরুণা বিদ্যা ভবসম্বন্ধধ্বংসিনী ।

তাং তদুক্তেন মার্গেণ ধারয়েদ্বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥

অর্থাৎ সৰ্ব প্রথমে আপনার প্রাণ, আত্মা ও ধন সমস্ত গুরুতে অর্পণ করিবে ; গুরুকেই পিতামাতা প্রভৃতি সৰ্ববিধ প্রিয় সম্বন্ধের বিষয় করিয়া নিত্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবে । সমাহিত চিত্তে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণের দ্বারা মায়ামোহ পরিত্যাগ করিয়া, ভৃত্যর গ্ৰায়, পুত্রের গ্ৰায়, স্ত্রীর গ্ৰায়, মিত্রের গ্ৰায় হইয়া সৰ্বদা তাঁহার সেবা করিবে । ভবসম্বন্ধনাশক যে বিদ্যা গুরু প্রদান করেন, তাহা তাঁহার উপদিষ্টমার্গে বৈষ্ণবোত্তম সাধক ধারণ করিবেন ।

এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ, ও ইহা যেরূপে স্থাপিত হয় তাহা শ্রীসুন্দর ভট্টজীকৃত ব্যাখ্যাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; উত্তম শিষ্যের দীক্ষা প্রণালীও বিস্তৃতভাবেই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন । আচার্য্য কেশব কাশ্মীর ভট্টজীর সঙ্কলিত “ক্রমদীপিকা” গ্রন্থে সাধারণ দীক্ষা-প্রণালী পঞ্চ-রাত্রানুসারে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । পরন্তু সাম্প্রদায়িক প্রথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীসুন্দর ভট্টজীর বর্ণিত উত্তম অধিকারীর দীক্ষা-প্রণালীই এই স্থলে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি ।

(১) গুরুপরিচর্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া মুমুক্শু ব্যক্তি গুরুকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যখন জানিবেন যে, তিনি অতি দয়াল, সৰ্ব-প্রাণীর হিতকারী, নিষ্পৃহ, সৰ্ববিদ্যা-বিশারদ, সৰ্বপ্রকার সিদ্ধমনোরথ,

তৃতীয় অধ্যায়

সর্ব-সংশয়ছেত্তা এবং অনলস-স্বভাব ইত্যাদি, এবং গুরুরূপে বৃত হইবার যোগ্য, এবং তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উপজাত হইয়াছে, তখন “যশ্চ দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো। তশ্চৈতে কথিতা হৃথাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ” ইত্যাদি প্রমাণানুসারে গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন পূর্বক তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিবেন। এই আত্মনিবেদন সম্বন্ধে বিহিত বাক্য এইরূপ :—“ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো, সংসারবহ্নিনা দন্ধং মাং কালদষ্টং চ ত্বামহং শরণং গতঃ”। এইরূপ বলিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিবে।

(২) তখন দীক্ষার্থীকে গুরু কিছুকাল নিকটে রাখিয়া নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত করিয়া ও তাহার জাতি, স্বভাব, গুণ ও আন্তরিক বৈরাগ্য ইত্যাদি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া যখন তাহাকে উক্তমাধিকারী বলিয়া নির্ণয় করিবেন এবং দেখিবেন যে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মবিদ্যা এই ব্যক্তি ধারণ করিতে পারিবে, তখন তাহাকে দীক্ষা প্রদান করিবেন।

(৩) দীক্ষার দিনে শিষ্য নিজ নিত্যক্রিয়া প্রভৃতি সমাপন করিয়া গুরুর অগ্রে আসিয়া তাঁহাকে সার্থীঙ্গ দণ্ডবৎ করিবেন, পরে করযোড়ে পূর্বোক্ত “ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ” ইত্যাদি শ্লোক পাঠান্তে বলিবেন, “ভো ভগবন্, ত্রিবিধতাপৈঃ ষড়্ ভিক্ষিকারৈঃ গুণকর্মভিঃ শব্দাদিভিশ্চাবিদ্যা সর্দৈব সর্বতো গ্রস্তোহহং অনস্তাসংখ্যেয়-সর্বপ্রকারক-পাতকোপপাতক-মহাপাতকাদিভিশ্চ নিতরাং পীড়িতোহহং, আত্মনি স্বতন্ত্র-কর্তৃত্ব-ভোকৃত্বাভিঃ স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ত্ব-রূপসত্তাভিমানেন দেহেন্দ্রিয়মনবুদ্ধাদিষু স্বভোগসাধনাভিমানেন পুত্রকলত্র-মিত্রশত্রুদ্রব্যগৃহাদিষু স্বভোগ্যতা-ভিমানেন তদ্বৎ সম্বন্ধাভিমানেন চ, তত্র তত্র সম্বন্ধাভিনিবেশজন্ম ক্লেশা-জ্জাতবেপথুঃ, তেষু নিক্ষিপ্তঃ, তেভ্যো মুমুকুর্দাবাগ্নিপীড়িতো, গঙ্গোদকমিব

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ত্বাং শরণং গতোহস্মি ; ভৃত্যো ভূত্বা ভর্তারং ত্বাং বৃণোমি, মিত্রং ভূত্বা
মিত্রং ত্বাং বৃণোমি, আত্মীয়ো ভূত্বা সৰ্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নং আত্মানং ত্বাং বৃণোমি ;
সৰ্বসাধনশূন্যং অকিঞ্চনং সৰ্বপাপযুক্তং অগতিং চাপি মাং কেবল-
স্বাসাধারণকারুণ্যাদিগুণবশাৎ সৰ্বাত্মভাবেন ময়া নিবেদিতমাত্মানং
আত্মীয়বৰ্গঞ্চ আত্মসাৎ কৃত্বা সৰ্বসম্বন্ধেন মম গোপ্তা ভূত্বা মামনুগৃহাণ” ।
ইতি গোপ্তৃভবরণবিধিঃ ।

ইহার ভাবার্থ :—হে ভগবন্ ! ত্রিবিধ তাপাদি এবং বহুশাখাবিশিষ্ট
অবিষ্টাকর্ষক পীড়িত হইয়া সৰ্ববিধ পাপকর্মের দ্বারা আমি জর্জরিত
হইয়াছি ; দেহাদিতে আত্মীয়-বুদ্ধি এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য ও কর্তৃত্ববুদ্ধি
দ্বারা প্রেরিত হইয়া এবং গৃহ, পুত্র, কন্যাদিতে নিজের ভোগ্য ও
নিজের স্বত্ব এইরূপ জ্ঞান স্থাপন করিয়া ক্লেশে কম্পিতকলেবর হইয়াছি ;
এইক্ষণ তৎসমস্তের প্রতি আমার নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে । অতএব
দাবাগ্নিদ্বারা পীড়িত ব্যক্তি যেমন গন্ধোদক প্রাপ্ত হইয়া আশ্বস্ত হয়,
তদ্রূপ আশ্বস্ত চিন্তে আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম ; আমি ভৃত্য
হইয়া আপনাকে ভর্তৃত্বে, মিত্র হইয়া মিত্রত্বে এবং সৰ্ববিধ সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে
আপনার নিকট আমার নিজ আত্মাকে বরণ করিতেছি । আমি সৰ্ববিধ
সাধনশূন্য, কোন বিষয়ে কিছু সামর্থ্য আমার নাই, আমি পাপে মলিন
এবং গতিহীন ; আপনি কেবল নিজের অসাধারণ করুণাগুণে আমাকে
সৰ্বতোভাবে আপনার নিজের করিয়া গ্রহণ করতঃ আমাকে রক্ষা
করুন । ইহাই গুরুকে “রক্ষকত্বে” বরণপ্রণালী ।

অতঃপর গুরু শিষ্যকে সমীপে বসাইয়া তাহার হস্তধারণপূর্বক
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, “যদি তুমি সংসার হইতে ভীত হইয়া থাক,
তবে সম্পূর্ণরূপে আমার দাস (অধীন) হইবে ত ?” তদন্তরে শিষ্য

তৃতীয় অধ্যায়

তিনবার বলিবেন “হাঁ, হইব” । তৎপর গুরু বলিবেন “যদি সম্পূর্ণরূপে অনুগত ভূত্য হও, তবে তোমাকে আমি আত্মসাৎ (নিজের) করিব ।” এইরূপ পুত্র, মিত্র ইত্যাদি সর্ববিধ সম্বন্ধের কথা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বলিয়া গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন, “তুমি এইরূপ হইবে ত” ? এবং শিষ্য প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে তিনবার করিয়া “হাঁ, হইব” এইরূপ বলিবেন, এবং গুরুও “আত্মসাৎ করিব” এই কথা বলিবেন এবং সর্বশেষে বলিবেন “তোমাকে আমি আত্মসাৎ করিয়া তোমার রক্ষক হইব, তুমি ভয় পরিত্যাগ কর ।” এইটি “আত্মসাৎ-করণ” প্রণালী ।

(৪) অতঃপর গুরু স্বহস্তে তুলসীকাষ্ঠনির্মিত মাল্য শিষ্যের কণ্ঠে ধারণ করাইবেন এবং বিহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গোপীচন্দনের দ্বারা ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং অগ্ন্যাগ্ন স্থানে দ্বাদশ তিলক রচনা করিবেন ও বাহুতে শঙ্খ চক্র অঙ্কিত করিবেন এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক “ভগবানের নিজ” এই অর্থ-প্রকাশক নামের দ্বারা তাহার নামকরণ করিবেন । অতঃপর গুরু শিষ্যকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, তাহার দক্ষিণ হস্তে নিজ কণ্ঠে স্থাপন করিবেন, এবং গুরু-পরম্পরা (অর্থাৎ প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর পূর্বাচার্য্যদিগের নাম) উপদেশ করিবেন । তখন হইতে শিষ্য আচার্য্য কুলের বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) অতঃপর শিষ্যের স্বারাজ্যাভিষেক করিবেন । তাহার মস্ত ও প্রণালী এইরূপ, যথা :—“স স্বরাড্ ভবতি” এই মন্ত্রের দ্বারা তাহার স্বারাজ্য বিধান করিবেন আর বলিবেন “গুরোরক্ষমেব তব সিংহাসনম্” (গুরুর ক্রোড়ই তোমার সিংহাসন) ; “গুরোর্দক্ষিণহস্ত এব তব ছত্রং” (গুরুর দক্ষিণ হস্তই তোমার ছত্র) ; “তদ্বামহস্ত এব চামরম্” (তাঁহার বাম হস্ত তোমার চামর) ; “তদ্বা তাপসপরিকর বিষ্টেব তব সেনা”

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

(তপস্কার সহকারী বিষ্ণাই তোমার সেনা) ; “শ্রীভগবৎসম্বন্ধ এব
তব রাজধানী” (ভগবানের সহিত যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ তাহাই তোমার
রাজধানী) ; “শ্রীভগবদ্ভাবাপত্তিরেব জয়শ্রীঃ” (ভগবদ্ভাব লাভই অর্থাৎ
তাদাত্ম্যে স্থিতিই তোমার জয়শ্রী) ; “কামাদিনিবৃত্তিপূর্বক প্রকৃতিসম্বন্ধ-
ধ্বংস এব তব দিগ্বিজয়ঃ” (কামাদি নিবৃত্তি পূর্বক মায়ী-সম্বন্ধের ধ্বংসই
তোমার দিগ্বিজয়) । এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া গুরু বলিবেন :—

শিষ্য পুত্র মহাভাগ সমাহিতমনা ভব ।
অভিষেক স্তোহকরবম্ ব্রহ্ম-স্বারাজ্য সিদ্ধয়ে ॥
সংসারভয়মুৎসৃজ্য মমাক্ষারোহণং কুরু ।
আত্মানং তত্র নিষ্কিপ্য নির্ভয়ো ভব সুরত ॥
ব্রহ্মবিদ্যাং প্রদাশ্চামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ।
যয়া সর্বাণি ভূতানি পশুশ্চাত্মগ্ৰথো হরৌ ॥
যং লক্ষ্মণা চাপরং লাভং মগ্ধতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥
তং বিদ্বাদ্ দুঃখসংযোগবিরোগং যোগমাশ্বনঃ ।
লভ্যতে পরমং ধাম যতো নাবর্ততে বুধঃ ॥

অতঃপর শাস্তিপাঠ পূর্বক শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্ররাজ উচ্চারণ
করিবেন এবং তৎপর “রহস্য-ষোড়শী” (যাহাতে মন্ত্রার্থ বর্ণিত হইয়াছে
তাহা) তাহাকে ব্যাখ্যা পূর্বক শ্রবণ করাইবেন । অতঃপর শিষ্য গুরুর
কোড় হইতে উত্থিত হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া গুরুকে প্রণাম
করিবেন । তৎপর গুরু শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে জল রাখিয়া নিজ হস্তে
ভগবদ্বিগ্রহ শালগ্রাম স্থাপন পূর্বক আত্মাত্মীয়ার্পণরূপ সঙ্কল্প নিজে

তৃতীয় অধ্যায়

পাঠ করিতে করিতে শিষ্যের দ্বারাও ঐ সঙ্কল্প পাঠ করাইয়া শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করতঃ “শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজন-মনোহর, স্বানুগ্রহেণ ভগবন্ আত্মসাৎ কুরু কেশব । সংসারতাপমগ্নোহয়ং আগতঃ শরণং তব, স্ববাৎসল্যগুণেনৈনং হ্যাত্মসাৎ কুরু মাধব” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক শিষ্যের ঐ হস্তে ঐ শালগ্রাম প্রদান পূর্বক শিষ্যকে ভগবান্ কর্তৃক আত্মসাৎ করাইবেন । অতঃপর গুরু নিজের পাদোদক ও প্রসাদ শিষ্যকে প্রদান করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক বলিবেন “ময়া ত্বং সৰ্ব্বভাবেন আত্মসাৎ কৃতঃ, সৰ্বসম্বন্ধানুসারেণ তত্তদবস্থোচিতা পরিচর্যা ভৃত্যপুত্রাদিবৎ কর্তব্য। (আমি তোমাকে সৰ্বতোভাবে আত্মসাৎ করিলাম; ভৃত্যপুত্রাদির ন্যায় সৰ্ববিধ সম্বন্ধানুসারে অবস্থানুযায়ী পরিচর্যা করিতে থাক) । শিষ্যও তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিবেন “ভগবন্ ! আমি এইরূপই করিব” । তৎপর শিষ্যের প্রতি সৰ্বপ্রকার প্রীতিযুক্ত হইয়া গুরু তাহার বুদ্ধির ধারণাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেশ ও কালোপযোগীরূপে সেবাদির উপদেশ করিবেন ।

(৬) অতঃপর গুরু উক্ত শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে যথামতি উপচার দ্বারা প্রীতিপূর্বক পূজা করিয়া শিষ্যের মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া বলিবেন, “আমি তোমার হইলাম”,—এই বলিয়া “যে ভগবানে তুমি নিজ আত্মাকে এবং প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় দেহাদি আত্মীয় বস্তুকে অর্পণ করিয়াছ, (যাহাতে আমারও প্রাণাদি সমস্ত অর্পিত আছে) সেই ভগবানে তুমি আত্মবুদ্ধি করিয়া প্রীতিপূর্বক সৰ্বসম্বন্ধানুসারে অবস্থোচিত তাঁহার সেবা কার্যে নিত্য প্রবৃত্ত হও” । এইরূপ উপদেশ করিয়া ভগবানের নিকট পূর্ববৎ “শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত” ইত্যাদি মন্তোচ্চারণ পূর্বক শিষ্যের নিমিত্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবেন এবং শিষ্যের হিতের নিমিত্ত পূজাদি নিয়ম

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

তাহাকে উপদেশ করিয়া তাহার মুখে পুনরায় সেই সকল আৰুতি করাইয়া ঐ ভগবৎ-বিগ্রহ শিষ্যকে অর্পণ করিবেন ।

(৭) উক্তমাধিকারী শিষ্যের দীক্ষাপ্রণালী সংক্ষেপে উক্ত হইল । দীক্ষার পর শিষ্য গুরু সমীপে বাস করিয়া পরিচর্য্যায় রত হইবেন এবং “অহমপি স্বতন্ত্রসত্তাকো ন ভবামি, দেহাদিবর্গোহপি মদীয়ো ন ভবতি, কিন্তু তৌ তদীয়ো এব, ইতি কৃত্বা উভয়োঃ স্বত্বং গুরৌ গৃসেৎ, তদীয়ত্বেন তদায়ত্ত্বং কুর্য্যাৎ” (অর্থাৎ আমি স্বতন্ত্র সত্তায়ুক্ত নহি, আমার দেহেন্দ্রিয়াদিও আমার নহে, সমস্ত গুরুরূপী ব্রহ্মেরই স্বত্ব, এই দৃঢ় ধারণা করিয়া আপনাকে এবং আপনার দেহেন্দ্রিয়াদিকে গুরুতে অর্পণ করতঃ সম্যক্রূপে তাঁহার আয়ত্ত্বাধীন করিয়া দিবে) । আর সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে—

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরায়ণং ।

গুরুরেব পরা বিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ ॥

অর্চনীয়শ্চ বন্দ্যশ্চ কীর্তনীয়শ্চ সর্বদা ।

ধ্যায়েদ্ জপেন্নমেদ্ ভক্ত্যা ভজেৎ সমর্চয়েন্মুদা ॥

উপায়োপেয়ভাবেন তমেব শরণং ব্রজেৎ ।

আর ‘ভগবান্‌ই আমার আত্মা’ এইরূপ ধারণা করিয়া সদা ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তদুপস্থিত অবস্থান করিবে এবং ধ্যানাদির উপদেশ গুরু যেরূপ করিবেন তদনুসারে আচরণ করিতে প্রযত্ন করিবে ।

গুরুর উপদেশানুসারে শিষ্য মন্ত্রের জপ সর্বদা করিবেন ; জপকালে ভগবান্‌কে মন্ত্ররূপী বিবেচনা করিয়া জপ করিবেন । পদ্মপুরাণোক্ত নিম্নলিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যাকার জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, শৌচাশৌচ বিচার এই মন্ত্র সম্বন্ধে করিবে না :—

তৃতীয় অধ্যায়

অশুচির্কী। শয়ানো বা তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ সদাপি বা ।

মস্তৈকশরণে। বিদ্বান্ মনসৈব সদা জপন্ ॥

চৌরদুষ্ঠ মৃগব্যাল সঙ্কুলেহপি বনে চরন্ ।

অসাধিতং সাধিতং বা জপন্ মন্ত্রং ন বাধ্যতে ॥

আর ভগবান্‌ই সর্ববিধ কর্মের প্রবর্তক, সুখ দুঃখাদি সমস্তই তাঁহার অধীন, নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই এই ধারণায় স্থিত হইবে ; কখন অনবধানতা বশতঃ কোন অনুচিত কর্ম করিয়া ফেলিলেও 'তাঁহার মায়ার শক্তি অনিবার্য্য', ইহা স্মরণ করিয়া পশ্চাত্তাপ পরিত্যাগ করিবে ; কখন ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা দুঃখার্ভ হইলে মনে করিবে যে, তাঁহার কোন জাগতিক প্রয়োজনের নিমিত্ত আমার এই দুঃখের প্রতি প্রভু উপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু সময় হইলে তিনি এতৎ সমস্তই হরণ করিবেন ; তাঁহার প্রদত্ত এই দুঃখও আমার প্রসন্নচিত্তে গ্রহণীয় । আর জাগতিক সমস্ত জীব, জন্তু প্রভৃতি ভগবৎ-অধীন এবং তাঁহারই অঙ্গবিশেষ, এই দৃঢ় ধারণায় স্থিত হইয়া সকলের প্রতি প্রীতিভাবসম্পন্ন হইতে যত্ন করিবে ।

এই ত সাধারণভাবে পূর্বেক্ত গ্রন্থের লিখিত উক্তম অধিকারীর দীক্ষা ও সাধন প্রণালী বর্ণনা করিলাম ; পরন্তু শিষ্যদিগের নিজ নিজ উপযোগী বিশেষ সাধন গুরুমুখ হইতে অবগত হইয়া শিষ্য তদ্রূপ আচরণ করিবে । ইহা সাধারণ ভাবে বলা যায় না ।

যাঁহারা সর্বোত্তম অধিকারী নহেন, তাঁহাদের দীক্ষাতেও তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মাল্য ধারণ, উর্দ্ধপুণ্ড্র, দ্বাদশ তিলক এবং শঙ্খ চক্র চিহ্ন ধারণ, মন্ত্রগ্রহণ, এবং যাঁহারা অনাশ্রমী সাধু হইয়েন তাঁহাদের নূতন নামকরণ

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

এবং সকল শ্রেণীর শিষ্যেরই যথাসম্ভব আত্মসমর্পণ এবং গুরু কর্তৃক আত্মসাৎ করণ এবং শিষ্যের গুরুকূলে প্রবেশন ইত্যাদি আচরিত হইয়া থাকে এবং যোগ্যতানুসারে সাধন প্রণালীরও উপদেশ গুরু করিয়া থাকেন। মন্ত্রজপ, গুরুসেবা, নিজের সম্বন্ধে সর্বদা ভগবদাস-বুদ্ধি রক্ষা করা, সকল ঘটেই ভগবৎ-সন্তার মনন, সর্বজীবের প্রতি দয়া, সরল নিষ্কপট ব্যবহার ও আলম্ববর্জন—এই সকল সাধন সকলের পক্ষেই সাধারণ।

সাধন করিতে করিতে যে সকল ভূমি (অবস্থা) লাভ হয়, তাহা আমার গুরুদেবের জীবনচরিত গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ের শেষভাগে বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে তৎসমস্ত জানিতে পারিবে।

উক্তমাধিকারীর পক্ষে মুখ্য সাধন কয়টি সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিতেছি:—

১। (ক) সদাচার সম্পন্ন, (খ) সংযতেশ্রিয় ও (গ) নির্লোভ হইয়া প্রীতিপূর্বক (১) গুরুপরিচর্যা (২) ভগবদ্বিগ্রহ পরিচর্যা এবং (৩) যোগ্যতানুসারে শাস্ত্রানুযায়ী সর্বজীবের বিশেষতঃ তন্ত্র মহাত্মা-দিগের সেবা।

২। “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞাক্রাণি মায়া ॥” ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যানুসারে সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া সর্ব বিষয়ে নিজের অ-কর্তৃত্ব বুদ্ধি স্থাপন।

৩। অনন্ত রূপবিশিষ্ট জগৎ আমার উপাশ্রদেবেই প্রতিষ্ঠিত, দৃশ্যমান সমস্ত রূপ তাঁহারই প্রকাশমাত্র, ইহা জানিয়া দোষগুণ দর্শন বর্জন পূর্বক সর্বজীবে ও সর্বপদার্থে তাঁহার ধ্যানাভ্যাস।

৪। আমার উপাশ্র চিদানন্দরূপ; ভক্তের প্রতি কৃপাবশতঃই

তৃতীয় অধ্যায়

তিনি ভক্তের ধ্যানোপযোগী এই অপূৰ্ণ বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়াছেন ; আমি তাঁহার অঙ্গীভূত অংশমাত্র, তাহা হইতে অভিন্ন ; তিনিই আমার প্রতিষ্ঠা, তিনিই আমার আত্মা, আনন্দদাতা । এই ধারণাজনিত অনুপম প্রীতির সহিত সৰ্বদা তাঁহার স্মরণ করা ।

আত্মা সকলেরই প্রিয়, তদপেক্ষা প্রিয় কিছুই নাই, আত্মার সম্বন্ধেই অপর সমস্ত প্রিয় হয় । সুতরাং পরমাত্মাকে নিজ আত্মা বলিয়া বোধ হইলে তৎপ্রতি এক গাঢ় অনির্কৰ্ণীয় অনুরাগ ও আকর্ষণ উপস্থিত হয় ; ইহারই নাম পরাভক্তি—যাহা নারদ-ভক্তি নামে বিখ্যাত । ভেদভাব থাকিতে পরমাত্মাতে আত্মবুদ্ধি আসে না ; সুতরাং এই পরাভক্তিও উপজাত হয় না । এই ভেদভাব দূর করিয়া চিন্তকে নিশ্চল করাই প্রথম-বলস্বনীয় সৰ্ববিধ সাধনের ফল । ভগবদগীতায় ভগবান্ ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । যথা, গীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৪৫ হইতে ৪৯ শ্লোকে কৰ্ম্মযোগের সিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্ণনাপূৰ্ব্বক ৫০ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের পরিসমাপ্তি (“নিষ্ঠা জ্ঞানশ্চ বা পরা”) রূপ সন্ন্যাস ও সমাধি বর্ণনা করিয়া, তাহার ফল ৫৩ শ্লোকের শেষার্কে বলিয়াছেন “নিশ্চলঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে” । অর্থাৎ নিজের পার্থক্যমূলক যে আমি ও আমার জ্ঞান, তাহা বর্জিত হয় এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া বুদ্ধি উপজাত হয় (অহংতত্ত্ব মহতে—কার্য্যব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়) । আবার গীতার ১৪শ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে সাধনভক্তিয়োগের ফল বর্ণনা করিতে গিয়াও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন ; যথা “মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে । স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥” এই প্রকারে ব্রহ্ম হইতে অভেদবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

হইলে কি হয় তাহা ১৮শ অধ্যায়ের ৫৪-৫৫ শ্লোকে ভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

অর্থাৎ পার্থক্যবুদ্ধিযুক্ত অহংজ্ঞান তিরোহিত হইয়া ‘ব্যাপক ব্রহ্মই আমার আত্মা’ এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে (“ব্রহ্মভূতঃ”) সর্ববিধ অবসাদ দূরীভূত হইয়া চিন্তা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়, শোক ও কামনাসকল দূরে যায় ; সর্বভূতে সমবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে সাধক আমার সম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন। এই ভক্তিদ্বারা তত্ত্বের সহিত আমার (চিদানন্দ) স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া অন্তিমে আমাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সর্ববিধ দেহসংস্কার বিলুপ্ত হইয়া আমার চিদানন্দ-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহা যে দেহান্তে ঘটয়া থাকে তাহা “তশ্চ তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পংশে” ইত্যাদি শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আমাদের দীক্ষা ও সাধন প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

বিষয়—সখ্যা, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধন কি প্রকার ? দাশুভাবই বা কি ? শিষ্য। বৈষ্ণবদিগের পক্ষে সখ্যা, বাৎসল্য ও মধুর এই তিনটি সাধনই প্রসিদ্ধ বলিয়া আমার ধারণা ছিল ; আপনি ত এই বিষয়ে কিছু বলিলেন না। এই তিন ভাবের এবং দাশুভাবের সাধনই বা কি, এবং তাহার ফলই বা কি, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

তৃতীয় অধ্যায়

শুরু । তোমার বর্ণিত ত্রিবিধ ভাবের ভজন বর্তমানে বঙ্গীয় গোড়ীয় সম্প্রদায়ে অধিক প্রচলিত । মনুষ্য মাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে অবিচার বশীভূত, সুতরাং কেবল দ্বৈতভাব সকলেরই স্বাভাবিক । তোমার বর্ণিত ত্রিবিধ ভজনই ঐ দ্বৈতভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত । আর উপাশ্চের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি থাকিলে,— তিনি সর্বাত্মা, সর্বব্যাপী ঈশ্বর এই বুদ্ধি থাকিলে,—তাহার প্রতি যথার্থ বাৎসল্য, সখ্য কিংবা কান্ত্যভাব স্থান প্রাপ্ত হয় না । যাহার প্রতি সমকক্ষ মনুষ্যভাব থাকে, তাহাকেই মনুষ্য যথার্থরূপে সখা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, এবং পুরাণোক্ত ব্রজের গোপালদিগের স্থায় তাহার সহিত সখার ভাবে ব্যবহার করিতে পারে ; তদ্রূপ বালক, প্রতিপালনীয় ও কমনীয় বলিয়া যাহার প্রতি বুদ্ধি জন্মে, তাহার প্রতিই যথার্থ বাৎসল্য ভাবের উদয় হইতে পারে, ভগবদ্বুদ্ধি হইলে আর বাৎসল্য ভাব স্থান প্রাপ্ত হয় না । তদ্রূপ অতি কমনীয়, সুন্দর ও বিহারের যোগ্য পুরুষ বলিয়া ধারণা হইলে তৎপ্রতি স্ত্রীভাবাপন্ন মনুষ্যের কান্ত্যভাব (যাহাকে মধুরভাব নামে বর্ণনা করা যায় তাহা) উপজাত হইতে পারে । ভগবৎ প্রতিমূর্তিতে ভাগ্যক্রমে কাহারও এই সকল ভাব উপজাত হয় । ভগবান্ যখন ব্রজে মনুষ্যাবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ঐ মনুষ্যমূর্তিতে স্বভাবতঃই মাতাপিতা, সমবয়স্ক গোপবালক ও গোপিকা প্রভৃতির ঐ সকল ভাব উপজাত হইয়াছিল । তিনি লীলা সংবরণ করিবার পর পুরাণ শাস্ত্রে বর্ণিত তাহার লীলা ও রূপ ধ্যান করিয়া তাহাতে আকৃষ্টচিত্ত হইলে, ঐ কল্পিত রূপে অথবা তাহার প্রতিমূর্তিতে কাহার কাহার ভাগ্য-

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ক্রমে ঐরূপ ভাব উপজাত হইয়া থাকে ; পরন্তু এই ভাব সাধারণের অনুকরণীয় নহে । এইরূপ ভাব ভাগ্যক্রমে যাহার হয়, তিনি সেই মূর্তিকে ভগবৎ মূর্তি বলিয়া জানেন না ; নিজের সখা, পুত্র অথবা কান্ত এইরূপ মনে করিয়া থাকেন । যাহাদের এইরূপ দৃঢ়মতি হয়, তাঁহারা তৎপ্রতি তত্ত্বস্তাবানুরূপ আত্যন্তিক প্রেমনিবন্ধন তাহা স্বভাবতঃ অন্তরে ধারণ করিয়া নিয়ত সেই প্রিয়মূর্তিরই ধ্যানপরায়ণ হইয়েন ; প্রিয়ের লীলা শ্রবণ, লীলা গান ও লীলা ধ্যান ইহাই তাঁহাদের ভজন । এইরূপ প্রেম পূর্বক ঐকান্তিক ধ্যানে তাঁহাদের অপর বিষয়-বাসনা সমস্ত শীঘ্র দূরীভূত হয় এবং তাঁহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়েন । অপর বন্ধ-জীবের প্রতি এইরূপ আসক্তি হইলে তাহা বন্ধের কারণ হয়, কিন্তু ভগবদ্বিগ্রহে ঐরূপ আসক্তি হওয়াতে তাহা বন্ধের হেতু হয় না ; কারণ ধ্যানকর্তা ধ্যেয়ের স্বভাব ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয় ইহা প্রসিদ্ধই আছে ; অতএব ভগবন্মূর্তিতে এইরূপ আসক্তির দ্বারা চিন্তা নিৰ্ম্মলই হইয়া থাকে । যে পরিমাণে তাঁহাদের চিন্তা নিৰ্ম্মল হইতে থাকে সেই পরিমাণে তাঁহারা ঐ প্রিয়মূর্তির ধ্যানে অধিক হইতে অধিকতর আনন্দানুভব করিতে থাকেন । এই আনন্দে তাঁহারা এত আসক্ত হইয়েন যে, ইহা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিতেও তাঁহাদের ইচ্ছা হয় না । আমার পূর্ব বর্ণিত পরম মোক্ষপ্রদ পরাভক্তিতেও ব্রহ্মের সৰ্ব্বগতত্ব বুদ্ধি বর্তমান থাকে, সুতরাং ইহাও তাঁহাদের বাৎসল্যাদি ভাবের অনুকূল নহে বলিয়া ইহাতেও তাঁহাদের অভিলাষ হয় না । ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজা-

তৃতীয় অধ্যায়

ম্যহ্ম।” অতএব তাঁহার মূর্তিতেই এইরূপ আসক্তিয়ুক্ত সাধক-
গণের নিকট ভগবান্ তাঁহাদের ধ্যেয়রূপেই প্রকাশিত হইয়া
তাঁহাদের ভাবানুরূপ ভোগ তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া তাঁহাদের
সহিত বিহার করিয়া থাকেন; দেহান্তে তাঁহারা ঐ প্রকার
বিহার-যোগ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বিরাজিত হইলেন।
তৎপর সাক্ষাৎ ভগবৎসঙ্গে অধিকতর নিৰ্মলতা লাভান্তে
অবশেষে সম্যক্ ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়া তাঁহারা অচ্যুতানন্দরূপ
পরম মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাকেই ক্রম মুক্তি
বলে। আমার শ্রীশ্রীগুরুদেবের জীবন চরিত গ্রন্থের “পরিশিষ্ট”
নামক শেষ অধ্যায়ে এই সকল বিষয় কিছু বিস্তৃতরূপে বর্ণিত
হইয়াছে; এই অধ্যায়টি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে এতৎসম্বন্ধীয়
সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে। পরন্তু এইটি সৰ্বসাধারণের
পক্ষে প্রশস্ত রাস্তা (royal road) নহে; ভগবদ্বিগ্রহে কাঙ্ক্ষা,
বাৎসল্যাদি ভাব অতি অল্পলোকেই প্রকৃতিগত হয়; ইহা
অনুকরণীয় নহে। ষাঁহার হয় তিনি সহজে আপেক্ষিক
নিৰ্মলতা লাভ করিয়া থাকেন, এবং ইহার দ্বারাই তিনি তাঁহার
বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সংক্ষেপে সখ্য, বাৎসল্য ও কাঙ্ক্ষাভাবের ভজন প্রণালী এই বর্ণনা
করিলাম। ইহার সহিত আমাদের সম্প্রদায়ের কোন বিরোধ নাই;
আমাদের সম্প্রদায়েরও কোন কোন আচার্য্যের এই সকল ভাব স্বভাবতঃ
প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীহরিব্যাস আচার্য্য সখী-ভাবে যুগলরূপের সেবা
করিতেন; এবং বঙ্গদেশে যেরূপ “মহাজনী পদাবলী” বর্ত্তমান আছে,
আমাদের সম্প্রদায়েও তদ্রূপ ব্রজবোলীতে অতি উৎকৃষ্ট পদাবলী বর্ত্তমান

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

আছে। কথিত আছে যে ঘমণ্ডদেবাচার্যের নিকট ভগবান্ রাসানুরক্ত মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া রাসস্থানে তিনি যে শিরোভূষণ মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রদান করেন। সেই মুকুট ব্রজের করেলা গ্রামে রক্ষিত ছিল, তাহার নকল মাত্র এইক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, মূল মুকুট এখন নাই। ঘমণ্ডদেবের শিক্ষানুসারে রাসলীলার বহু গায়কমণ্ডলী সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অद्याপি ব্রজে আচার্য্য শ্রীভট্টজীউর “যুগল শতক” এবং পূর্বেক্ত শ্রীহরিবাসদেবজীর “মহাবাগী” পদ সকল গান ও লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করে। পরন্তু ইহা সাম্প্রদায়িক সর্বসাধারণের সাধন-প্রণালী মধ্যে ও আদর্শমধ্যে গণ্য নহে। যাহার এই সকল ভাব স্বভাবতঃ উদয় হয়, তিনি অণু কিছু চান না, মোক্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট আদরণীয় নহে, ইহা সত্য। পরন্তু জাগতিক কোন বস্তুতেও কাহারও এরূপ আসক্তি হইলে, তাহা ছাড়িয়া অণু বস্তু বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইলেও, তিনি তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না, ইহা সর্বদাই সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তিনি ইহা ইচ্ছা করেন না বলিয়াই যে সে বস্তু খাট হইয়া যায় তাহা নহে। এক মোক্ষই সর্ববিধ দুঃখরহিত, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদায়ক বলিয়া শ্রুতি-প্রমুখ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অপর কোন আদর্শে নিরবচ্ছিন্ন অক্ষয় আনন্দ নাই। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে বিহার ভূমিতেও বিচ্ছেদজনিত ক্লেশ, প্রিয়ের পর রমণীতে আসক্তি দর্শনে নিজের প্রতি উপেক্ষাবোধ জনিত দারুণ দুঃখ, তন্নিমিত্ত অভিমান ও অভিসম্পাৎ ইত্যাদি ক্লেশ বর্তমান থাকা পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে; এই সকল বর্ণনা করিয়া উহাও যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় নহে, ইহা পৌরাণিকগণ বিচক্ষণ পাঠককে উপদেশ করিয়াছেন, অতএব ইহা আদর্শস্থানীয় আনন্দ

তৃতীয় অধ্যায়

বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে । পক্ষান্তরে পুরাণশাস্ত্রে এই আনন্দের এবং আনন্দদায়ক লোক-সকলের সম্বন্ধে বহু প্রশংসাপর বাক্যও আছে সন্দেহ নাই । ভগবৎ-বিগ্রহের প্রতি উক্ত প্রকার প্রেম এবং এই সকল লোক ও ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ এবং তত্ত্বুল্য অপর কিছুই নাই, এমনও বর্ণনা আছে সত্য ; কিন্তু এই সকল প্রশংসাপর বাক্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে । শ্রুতিবাক্যের বিচারেও যখন প্রশংসাপর বাক্যকে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, তখন অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠাধিকারীর প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত প্রশংসাপর পৌরাণিক বাক্য-সকলকে যে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি হইতে পারে ? পার্থিব কাশী, পুরী প্রভৃতি তীর্থ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রকারের প্রশংসাপর বাক্যসকল পুরাণে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে ; সেই সকল বাক্যকেও তৎতৎতীর্থ সম্বন্ধে প্রবৃত্ত্যুৎপাদক বাক্য বলিয়াই গ্রহণ করা যায়, সত্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না । সত্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন তীর্থস্থান ও পুরীর সম্বন্ধে বাক্যসকল পরস্পর বিরোধীও হইয়া পড়ে । বাস্তবিক স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের বিরোধী অপর কোন বাক্যই প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত । শ্রুতিসকল যখন মোক্ষপদকেই একমাত্র নিত্য, সর্বদুঃখনিবারক ও নিত্যানন্দদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল প্রশংসাপর বাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভব বলা যাইতে পারে ?

পরন্তু সত্যের অনুরোধে যাহা বলিলাম তাহা হইতে এইরূপ ধারণা যেন তোমার না হয় যে, বৈকুণ্ঠাদি ভগবৎবিহার লোকসকল এক এক প্রকার স্বর্গলোক বিশেষ । বস্তুতঃ স্বর্গলোকের সহিত এই সকল

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

লোকের বহু প্রভেদ আছে। এই সংসারে যথার্থ সং ও উত্তম মনুষ্যদিগের দেহান্তে দ্বিবিধ পন্থায় গতি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি পন্থাকে ধূমমার্গ এবং অপরটিকে অর্চিরাদি মার্গ নামে শাস্ত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে। সকাম অথচ অতি পুণ্যাত্মা জনগণ দেহান্তে পূর্বোক্ত ধূমমার্গ প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায় আপনাপন স্বর্গসুখভোগোপযোগী কৰ্ম্মানুরূপ স্থানসকল প্রাপ্ত হইয়েন। তথায় নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভোগের দ্বারা তাঁহাদের ঐ সকল পুণ্যকৰ্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এই মর্ত্য ভূলোকে পতিত হইয়েন, এবং ইহলোকের ভোগোপযুক্ত অবশিষ্ট কৰ্ম্মানুসারে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া পুনরায় কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়েন; সেই কৰ্ম্মানুসারে পুনরায় পরলোকপ্রাপ্তি এবং পুনরায় ইহলোকে জন্মগ্রহণ, এইরূপ যাতায়াত তাঁহাদের নিরন্তর ঘটিয়া থাকে। অতএব ধূমমার্গে স্বর্গলোকে গমনকারী মনুষ্যের সংসারে যাতায়াত ও তথাকার সুখদুঃখাদি ভোগ নিবৃত্ত হয় না। পরন্তু যাহারা পূর্বোক্ত সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবের ভজন দ্বারা অথবা পূর্ব পূর্ব প্রমোদে ব্যাখ্যাত ভক্তি কিম্বা জ্ঞানমার্গের নিষ্কাম ভজনাবলম্বনে সিদ্ধমনোরথ হইয়েন, তাঁহারা দেহান্তে ধূমমার্গে গমন না করিয়া অর্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত হইয়েন; এই মার্গে তড়িৎবেগে অগ্রসর হইয়া সূর্য্যমণ্ডল ভেদপূর্বক তাঁহারা অবশেষে ক্রমশঃ ভগবৎলোক প্রাপ্ত হইয়েন। অনেকেই স্থায়ী স্থায়ী ভজনানুরূপ ঐ সকল লোকে বাস করিয়া কৃতকৃত্য হইয়েন। আর যাহারা জীবিত কালেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন (ইহাদের সংখ্যা যুগে যুগেই অতি অল্প জানিবে), তাঁহারা ঐ সকল ভগবৎলোকও অতিক্রম করিয়া নামরূপাবদ্ধতা বর্জন পূর্বক মোক্ষস্বরূপ আনন্দময় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিজ শুদ্ধ জ্ঞানাত্মকরূপে

তৃতীয় অধ্যায়

অচ্যুতানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ; ইহাকেই সত্ত্বমুক্তি বলে । ষাঁহারা বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি ভগবদ্ধামে বাস প্রাপ্ত হইয়েন, তাঁহাদেরও সাধারণতঃ মর্ত্যলোকে পুনরায় আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয়ান্তে যেরূপ স্বর্গে বাসপ্রাপ্ত পুণ্যাত্মা মনুষ্যসকলের মর্ত্যলোকে পতন হয় বলিয়াছি, তদ্রূপ পতন তাঁহাদের হয় না । মর্ত্যলোকে অধিক ক্লেশ দর্শনে দয়াদ্র চিন্ত হইয়া কখনও তাঁহারা তথায় অবতার গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু দেহান্তে তাঁহারা পুনরায় স্বীয় স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়েন । তাঁহাদের মধ্যে কাহারও চিন্তে যদি বৈষয়িক মলিনতা কিঞ্চিৎ থাকিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহা দূরীকরণের নিমিত্ত ভগবদিচ্ছায় কোন না কোন সূত্রে অভিসম্পাত আদি কারণে তাঁহাদেরও (যথা জয় বিজয় আদির) মর্ত্যলোকে পতন হওয়া পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই পতন নির্দিষ্টকাল মাত্র স্থায়ী ; সেই কাল অতীত হইলে তাঁহারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবল্লোকে পুনরায় স্বীয় স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়েন । পরে তথায় নিরন্তর ভগবৎসঙ্গ হেতু ক্রমশঃ ভেদবুদ্ধি বিবর্জিত হইয়া তাঁহারা পরম মোক্ষপদ লাভের অধিকারী হইয়েন ও পরে মোক্ষপদ লাভ করেন । ইহা ক্রমমুক্তি নামে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ । ইহা একই কল্পে না হইয়া কল্পান্তরে উক্ত লোকসকলে জন্মগ্রহণান্তর হইতে পারে । যথা, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই উল্লেখ আছে যে, ভগবান্ নারদ বেদব্যাসের নিকট আপনার পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব কল্পে তিনি দাসীপুত্র হইয়া এই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাল্যকালেই সাধুসঙ্গে সাধুরূপায় তাঁহার বৈরাগ্য ও ভক্তির উদয় হয় ; এবং ঘটনাক্রমে অনতিবিলম্বে তাঁহার মাতারও বিয়োগ হয় । তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে বনে প্রস্থান করিয়া সুমহৎ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়েন এবং অবশেষে ভগবদ্দর্শন

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

লাভ করেন। তৎপরে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হইলে, তিনি ভগবল্লোকে গমন করিয়া ভগবৎ-পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তৎপর কল্পের অবশিষ্ট কাল তথায় যাপন করিবার পর, প্রলয়কালে সমস্ত জাগতিক জীবের ঞ্চায় তিনিও ভগবৎ অঙ্গে লীন হইয়া থাকেন। প্রলয়াস্তে পুনরায় সৃষ্টি প্রকাশিত হইলে ব্রহ্ম-পুত্ররূপে পুনরায় বর্তমান কল্পে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরে (পূর্ণব্রহ্মবিৎ) নারদ ঋষিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অতএব ভগবৎ-লোক লাভ করিলেই যে সব শেষ হইয়া যায় এবং জীব যথার্থ পূর্ণানন্দ লাভ করেন তাহা নহে। প্রাকৃতিক প্রলয়ে যে গোলোকবাসী সমস্ত জীব লয়প্রাপ্ত হইলেন তাহা ঐ সকল লোকের অতি প্রশংসাকারী কোন কোন পুরাণেও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। যথা :—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে প্রলয়কালে কেবল শ্রীকৃষ্ণই বর্তমান থাকেন। সৃষ্টি হইলে গোলোক গোপগোপীসকল দ্বারা পূর্ণ হয়। (“লয়ে কৃষ্ণযুতং, সৃষ্টৌ গোপগোপীভিরাবৃতম্”)। তবে যে ভগবৎ-পার্ষদ প্রভৃতির দেহকে নিত্য বলিয়া পুরাণাদিতে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার এই অর্থ বুঝিয়া লইবে যে, বর্তমান কল্পে সেই সকল দেহের পতন হয় না; এই অর্থেই দেবতাসকলকেও “অমর” নামে আখ্যাত করা হইয়াছে, কিন্তু এই অমরত্ব ও নিত্যত্ব আপেক্ষিক অমরত্ব ও নিত্যত্ব; মনুষ্যাদি জীবের ঞ্চায় তাহারা পুনঃ পুনঃ দৃষ্টতঃ মরণশীল নহেন, এইমাত্র ইহার তাৎপর্য। কল্পান্তে প্রথমেই ভূলোক বিনষ্ট হয়, সুতরাং স্বর্লোকস্থ অমরবৃন্দের ও তদূর্দ্ধস্থ অপর সমস্ত লোকের পতন মনুষ্যাদি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, এই নিমিত্তই তৎসম্বন্ধে ‘অমর’ ও ‘নিত্য’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা একান্ত অলীক ও অর্থশূন্য নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইহা জানিয়া রাখিলে পুরাণ-বাক্যার্থ বিচারে সহজে ভ্রমে পতিত হইতে হয় না।

দাস্ত্রভাবের সাধন কি জানিতে চাহিয়াছ, আমাদের সাধন প্রণালী বর্ণনা করা উপলক্ষে পূর্বেই ভাষান্তরে ইহা আমি একপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছি। ‘দাস’ বলিলে স্বাতন্ত্র্যরহিত সম্পূর্ণরূপে অধীন বুঝা যায়। যদি কোন বিষয়ে কোনপ্রকার স্বাতন্ত্র্য-বোধ থাকে তবে যে পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য-বোধ থাকিবে, সেই পরিমাণে দাসত্বের হানি হইবে। যিনি সম্পূর্ণ দাস তিনি প্রভুর অঙ্গবিশেষ স্বরূপ—যেমন তোমার হস্ত তোমার শরীরের একটি অঙ্গ ; ইহার স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র নাই, তুমি চালাইলে চলে, তুমি যে স্থানে যে অবস্থায় রাখ, সেই স্থানে সেই অবস্থায় থাকে। এই অবস্থাপন্ন দাসের প্রভুই নিয়ন্তা—আত্মা, প্রভু হইতে ভিন্ন বোধ তাহার নাই। বেদান্ত দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদের ৩য় সূত্রে যে সাধক-অবস্থায়ও ব্রহ্মকেই শিষ্যের আত্মা বলিয়া ধারণা করিতে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিবেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা এই দাস্ত্র-ভাব সাধনের অন্তর্গত, সাধক সর্বদাই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভগবদধীন এবং তিনিই তাহার আত্মা বলিয়া ধ্যান করিবেন। ইহাই সর্বোত্তম অধিকারীর পক্ষে উপদেশ। ষাঁহার অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠাধিকারী, তাঁহারাও আপনাপন সামর্থ্যানুসারে এই দাস্ত্রভাবের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে তদ্ভাবাপন্ন করিতে সর্বদা প্রযত্ন করিবেন ; এইরূপে প্রযত্ন করিতে করিতে তাঁহাদের সর্বপ্রকার অভিমান দূর হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা ক্রমশঃ উচ্চাধিকারীর স্থান প্রাপ্ত হইবেন। সর্বসাধারণ বৈষ্ণবদিগের এই দাস্ত্রভাবের সাধনই প্রশস্ত সাধন এবং ইহা সর্বসাধারণের পক্ষে আমাদের সম্প্রদায়ে গৃহীত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

একান্তাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত

বিষয়—শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত সিদ্ধান্ত কি এবং রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত কি এবং ইহাদের দোষ গুণ কি ?

শিষ্য :—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের একান্তাদ্বৈত মত এবং শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈত মত কি, এবং শ্রীনিম্বার্কোপদিষ্ট ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) মতের সহিত এই সকল মতের পার্থক্য কি, তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে ইচ্ছা করি ; আর এই সকল মতের কিছু সমালোচনাও গুণিতে ইচ্ছা করি, তদ্বারা ভেদাভেদ মত ভালরূপ বুঝিবার সুবিধাও হইবে ।

গুরু :—

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের মত সম্প্রতি বঙ্গদেশে খুব প্রচারিত হইয়াছে ; তাঁহার প্রণীত বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য বহুদিন পূর্বে বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়াছে ; এবং তাঁহার প্রণীত বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি বহু গ্রন্থও এই দেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত আছে ; সুতরাং তাঁহার মত নূন্যাদিক পরিমাণে বহুলোকের পরিজ্ঞাত আছে । অতএব ঐ মত এ যাবৎ আমি যতদূর বুঝিয়াছি, অতি সংক্ষেপে তাহা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি ।

১। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় সৎ পদার্থ ; তিনি সর্ববিধ গুণবর্জিত, বাক্য, মন ও বুদ্ধির অগোচর, সুতরাং সর্বপ্রকারে ধারণার অযোগ্য ; কোন সাধনের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না ।

২। এই জগৎ কেবল নাম ও রূপাত্মক । সৎস্বরূপ ব্রহ্মে এই নাম ও

চতুর্থ অধ্যায়

রূপাত্মক জগতের ভ্রম হইয়া থাকে, এই ভ্রম অনাদি। স্মৃতির জগৎ ভ্রম মাত্র, ইহার সত্যতা কিছু নাই। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকার ভ্রম হয়, শুষ্কিতে জল অথবা রজত দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক ইহা ভ্রম মাত্র ; যেমন অন্ধকার স্থলে রজ্জুতে সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মে, বস্তুতঃ সর্প মিথ্যা ; তদ্রূপ সর্বত্র এই জগৎ-রূপ ভ্রম ঘটিয়া থাকে, বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা—ভ্রম মাত্র। এই ভ্রমের নাম অবিद्या অথবা মায়।

৩। জীবের যে জীবত্ব তাহাও এই ভ্রমমূলক—ইহা অবিद्या-কল্পিত। বস্তুতঃ স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত এক অখণ্ড ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ; জীব সেই ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সহিত জীবের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভেদ নাই। অহঙ্কাররূপ অবিद्याকল্পিত একটি মানসিক বৃত্তিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই জীবত্ব, ইহা ভ্রম মাত্র। যেমন জলে তরঙ্গ উত্থিত হইলে, তাহাতে পতিত চন্দ্রবিম্ব বহু বলিয়া প্রতীত হওয়ায়, চন্দ্র বহু বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ জীবও অবিद्याবশতঃ বহু বলিয়া প্রতীত হয় ; জীব তরঙ্গায়িত জলে পতিত চন্দ্রপ্রতিবিম্ব স্থানীয়। বস্তুতঃ এক ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নাই।

৪। এই ব্রহ্ম কেবল শ্রুতিপ্রমাণগম্য। শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা এই ভ্রমাত্মক জগৎ-জ্ঞান যখন বিদূরিত হয়, যখন একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান উপজাত হয়, তখন জীব স্বীয় নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মরূপে স্বতঃ প্রকাশিত হয়। যেমন সূর্য্য নিত্যই প্রকাশরূপে বর্তমান আছেন, তাঁহার আবরক মেঘ অপসারিত হইলে স্বীয় স্বরূপেই প্রকাশ পাইতে থাকেন, তাঁহার স্বরূপের তদ্বারা কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হয় না ; তদ্রূপ জগৎরূপ ভ্রম বিদূরিত হইলে জীব স্বীয় ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইবেন। ইহারই নাম মোক্ষ। এই মোক্ষ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নহে ;

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

সুতরাং মোক্ষ স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, ইহা কোন কর্মের ফল নহে—ইহা কর্মসাধ্য নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন ভ্রমশূন্য বিশ্বস্ত লোকের বাক্যে তাহা বিদূরিত হয় এবং রজ্জুজ্ঞান স্বতঃই প্রকাশিত হয়; তদ্রূপ উপনিষদ্-বাক্যে জগতের ভ্রমমূলকতা এবং একমাত্র ব্রহ্মের সত্যতা জ্ঞাত হইলে ব্রহ্মস্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। উপাসনা একটি মনের কার্য; মন কোন না কোন গুণকেই অবলম্বন করিতে পারে, নিগুণ পদার্থকে অবলম্বন করিতে পারে না। ব্রহ্ম নিগুণ; সুতরাং উপাসনার দ্বারা তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না। বেদান্তবাক্য শ্রবণের দ্বারা উপজাত যে জগতের ভ্রমাত্মকতা-বিষয়ক নিশ্চিতজ্ঞান, তদ্বারা ঐ ভ্রম দূরীকৃত হইলে ব্রহ্মস্বরূপ স্বতঃ প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানই অজ্ঞাননাশক, ইহা কেবল বেদান্তের উপদেশ শ্রবণের দ্বারা উপজাত হয়, কোন উপাসনা অথবা অন্য কর্মের দ্বারা নহে; কারণ সর্ববিধ কর্মই অজ্ঞানতামূলক।

৫। জীবের ব্রহ্মাত্মকতার প্রকাশরূপ মোক্ষ জীবিত কালেই হইতে পারে। এই মোক্ষ প্রকাশিত হইলে জীবের কোন লৌকিক ব্যবহার থাকে না, তিনি স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে সর্ববিধ ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায়, ঐ ভেদ-জ্ঞানাবলম্বনে যে প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতা ইত্যাদি বস্তুরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, তৎসমস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং মোক্ষে স্থিত পুরুষের সর্ববিধ ব্যবহার বিলুপ্ত হয়।

৬। যে পর্য্যন্ত অবিद्या বর্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যবহার বর্তমান থাকে; শাস্ত্রের যে ব্যবহার-বিষয়ক উপদেশ, তাহা অবিद्या বর্তমান থাকা পর্য্যন্ত প্রতিপালনীয়।

৭। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়

চতুর্থ অধ্যায়

কারণ—অতএব ঈশ্বরপদ বাচ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সমস্ত গুণ তাঁহার স্বরূপগত নহে—ঔপচারিক, অবিদ্যামূলক জগতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে মাত্র। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সদ্বস্তু নাই, তিনি একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব বস্তু। প্রদীপ যেমন প্রকাশাত্মক বস্তু হইয়া নিজ স্বরূপকেও প্রকাশিত করে, গৃহস্থিত অপর বস্তুসকলকেও প্রকাশিত করে, তদ্রূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম একমাত্র সদ্বস্তু হওয়ায় তাঁহাকেই জগৎরূপ ভ্রমেরও প্রকাশক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই অর্থেই শ্রুতি ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্বাদি গুণের বর্ণনা করিয়াছেন ; বস্তুতঃ তাঁহার নিজ স্বরূপে কোন গুণ আছে ইহা ঐ সকল শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন এইরূপ বুঝিতে হইবে না। কারণ ব্রহ্মের স্বরূপাবধারক অপর শ্রুতিসকল ব্রহ্মকে নিগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; সেই সকল শ্রুতির দ্বারা গুণাত্মকতার বর্ণনাকারী শ্রুতিসকল বাধিত হইয়াছে।

৮। অবিদ্যাকে জগৎজ্ঞানের ও জীববুদ্ধির কারণ বলা হইল। এই অবিদ্যার স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ইহা ব্রহ্মস্বরূপাশ্রিত পদার্থ হইতে পারে না, কারণ এইরূপ বলিলে ইহা একদিকে নিত্য পদার্থ এবং অবিনাশী হইয়া পড়ে, সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব হয়, এবং অপরদিকে ব্রহ্মের স্বরূপই অবিদ্যা দ্বারা কলুষিত হইয়া পড়ে ; কারণ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীব কেহ নাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই অবিদ্যা থাকিতে পারে, অতএব ব্রহ্মও জীববৎ দোষযুক্ত (অজ্ঞানী) হইয়া পড়েন ; ইহা বহুশ্রুতি-বিরুদ্ধ। যদি এই অবিদ্যাকে ব্রহ্মস্বরূপাশ্রিত পদার্থ নহে বলা যায়, তবে ইহাকেই এক স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতে হয় ; পরন্তু ইহাতে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের হানি হয় ; এবং সতের বিনাশ নাই, অতএব অবিদ্যাও অবিনাশী বস্তু হইয়া পড়ে, সুতরাং মোক্ষের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে অবিদ্যা “তত্ত্বাগ্ৰহাত্যামনির্কচনীয়া” । অর্থাৎ অবিদ্যাকে ব্রহ্মও বলা যায় না, ব্রহ্মভিন্নও বলা যায় না, ইহা সর্বস্বও নহে, অসৎও নহে, ইহা এক অনির্কচনীয় পদার্থ—কুহক স্বরূপ ; অতএব ইহাকে মায়্যা নামে অভিহিত করা যায় ।

শাক্তিক মত যতদূর বুঝিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই বর্ণনা করিলাম । এইক্ষণ শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাষ্ট্বেতবাদ নিজ বোধ অনুসারে বর্ণনা করিতেছি ।

বিশিষ্টাষ্ট্বেতবাদ

১। বিশিষ্ট শব্দের অর্থ বিশেষণযুক্ত ; বিশেষণ শব্দে গুণ বুঝায় ; অতএব বিশিষ্ট শব্দের অর্থ গুণযুক্ত, সগুণ । ব্রহ্ম সৎ পদার্থ ; কিন্তু তিনি নিগুণ নহেন, তিনি গুণবিশিষ্ট, সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্বাদি গুণ নিত্য তাঁহার স্বরূপাশ্রিত আছে । “অশকমস্পর্শং” ইত্যাদি নিগুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসকল যে তাঁহাকে নিগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্বারা শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি প্রাকৃতিক গুণসকলই তাঁহার না থাকা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বারা ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্বাদি গুণের নিষেধ হয় নাই ।

ব্রহ্ম যে সদা সর্বজ্ঞত্বাদিগুণসম্পন্ন, একান্ত নিগুণ নহেন, ইহা সকল প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই সম্মত । সমস্ত শাক্ত সম্প্রদায়ও ব্রহ্মের শক্তিমত্তা স্বীকার করিয়া, এই শক্তিরই উপাসনা করিয়া থাকেন । বস্তুতঃ যাহারা কোন প্রকার উপাসনার সার্থকতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের সকলেরই ব্রহ্মের শক্তিমত্তা স্বীকার্য্য । পরন্তু এই মাত্রই শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাষ্ট্বেত সিদ্ধান্ত নহে ; ইহা আরও বিস্তৃতরূপে নিম্নে বর্ণিত হইতেছে ।

চতুর্থ অধ্যায়

২। জীব স্বরূপতঃ জ্ঞানাত্মক, সংখ্যায় বহু ; জ্ঞানাকারে জীব-সকলের স্বরূপ ঠিক এক প্রকার—সদৃশ ; দেব, মনুষ্যাদি ভেদে যে জীবে ভেদবুদ্ধি, ইহাই পরিত্যজ্য বলিয়া জীবের একত্ব বিষয়ক বাক্যসকল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ; কেবল অনাদি কৰ্ম্মহেতু তৎফল ভোগের নিমিত্ত দেব, মনুষ্য, তিৰ্য্যগাদি দেহসম্বন্ধ জীবের ঘটিয়া থাকে । ভগবৎ-উপাসনা ও পরিচর্য্যার দ্বারা জীবের কৰ্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ভগবৎ রূপায় কেবল জ্ঞানরূপতায় জীব প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ; ইহাই মোক্ষ । পরন্তু দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবার যোগ্যতা জীবের স্বরূপগত সূত্রাং মোক্ষ কালেও ইহা জীবকে পরিত্যাগ করে না । স্বরূপতঃ জ্ঞানাত্মক হওয়ার জীবকে ‘চিৎ’ ইত্যাদি শব্দে শ্রুতি আখ্যাত করিয়াছেন ।

৩। দৃশ্যস্থানীয় জগৎ মিথ্যা নহে ; ইহা অচেতন স্বভাব, ইহা জীবের ভোগ্য ; ইহা অচিৎ-শব্দ বাচ্য, বিনাশ যোগ্য । শরীর মাত্রই পরিবর্তন ও বিনাশশীল ; অতএব শ্রুতিতে ইহাকে “অসৎ” শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে । আত্মাশ্রয়ভিন্ন শরীর থাকিতে পারে না, ইহা আত্মারই এক প্রকার ধৰ্ম্মস্বরূপ ।

৪। চিৎ-অচিৎ (চেতনাচেতন) সমষ্টিই (যাহাকে “সজ্জাত” বলা যায়, তাহা) জগতের উপাদান-কারণ ; এই “সমষ্টি” ব্রহ্মের বহিরঙ্গ—শরীর । এই অর্থেই ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন ; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ব্রহ্মের স্বরূপভুক্ত নহে ; জীব ও জগৎ এই উভয়ের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরী-সম্বন্ধ । শ্রীমদ্রামানুজস্বামী বলিয়াছেন “কার্য্যাবস্থঃ কারণাবস্থঃ সূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্ত-শরীরঃ পরম-পুরুষঃ ;.....সূল-সূক্ষ্মচিদচিৎ প্রকারং ব্রহ্মৈব কার্য্যং কারণং চেতি

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

ব্রহ্মোপাদানং জগৎ । সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্ত-শরীরং ব্রহ্মৈব কারণম্ ।” অর্থাৎ পরমাত্মা কার্য্য ও কারণরূপে অবস্থিত যে স্থূল-সূক্ষ্ম-চেতনাচেতন-বস্তু তদ্রূপ শরীর বিশিষ্ট ।.....স্থূল সূক্ষ্ম চিদচিৎ “প্রকার” বিশিষ্ট ব্রহ্মই কার্য্য ও কারণ, এই অর্থে ব্রহ্ম জগতের উপাদান । অর্থাৎ সূক্ষ্ম চিদচিৎ-বস্তুরূপ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই স্থূল জগতের কারণ । এই কথাগুলিকে আরও পরিষ্কার করিতে গিয়া শ্রীমদ্রামানুজস্বামী বলিয়াছেন :—

“ব্রহ্মোপাদানত্বেহপি সজ্ঘাতশ্চোপাদানত্বে চিদচিত্তো ব্রহ্মণশ্চ স্বভাবাসঙ্করোহপ্যুপপন্নতরঃ । যথা শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সংঘাতোপাদানত্বেহপি, চিত্রপটশ্চ তন্তুতন্তুপ্রদেশ এব শৌক্লাদি সম্বন্ধ, ইতি কার্য্যাবস্থায়ামপি ন সর্বত্র সঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসজ্ঘাতোপাদানত্বেহপি জগতঃ কার্য্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বাণ্যসঙ্করঃ । তন্তুনাং পৃথকস্থিতিযোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্ব কার্য্যত্বঞ্চ । ইহ তু সর্বাবস্থাবস্থয়োঃ পরমপুরুষ-শরীরত্বেন চিদচিত্তোস্তৎ প্রকারতয়েব পদার্থত্বাৎ, তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্বদা সর্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ । স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ ।”

অর্থাৎ ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলিয়া (সাধারণ ভাবে) বলা হইয়াছে সত্য, পরন্তু প্রকৃতপক্ষে চিদচিত্তের যে সূক্ষ্ম সমষ্টি (“সংঘাত”) তাহাই জগতের উপাদান ; সুতরাং এই চিদচিৎ বস্তুনিচয়ের স্বভাব ও ব্রহ্মের স্বভাব (ধর্ম্য সকল) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না । যেমন শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রঞ্জিত, কিন্তু একত্র মিলিত, তন্তু-সকলের দ্বারা নির্মিত বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশেই শুক্লাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, বস্তুর সর্বাংশে সকল বর্ণের সংক্রমণ হয় না ; তদ্রূপ চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনের সমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও প্রকাশিত

চতুর্থ অধ্যায়

কার্যাবস্থাপন জগতেও ভোক্তৃত্ব (জীবিত্ব), ভোগ্যত্ব (অচেতনত্ব) এবং নিয়ন্তৃত্ব (ঈশ্বরত্ব), এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্মের পরস্পরের সহিত সংক্রমণ (বিমিশ্রণ) হয় না। তবে তত্ত্বসকল পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে ও থাকিতে পারে; বস্তুকর্তার ইচ্ছানুসারে একত্রিত ও মিলিত হয়, এবং মিলিত হইয়া কারণ স্থানীয় সূত্ররূপে এবং কার্যস্থানীয় বস্তুরূপে অবস্থিতি করে; কিন্তু এখানে জাগতিক চেতন ও অচেতন বস্তু সমস্ত সর্বাবস্থাতেই পরম পুরুষের শরীর স্থানীয় হওয়ায় ইহারা তাঁহারই “প্রকার” বিশেষ রূপে নিত্য অবস্থিত; এই নিমিত্ত এই চেতনাচেতন “প্রকার” বিশিষ্ট পরমাত্মা সর্বদা “সর্ব” শব্দ বাচ্য হইয়াছেন (অর্থাৎ তিনিই এতৎ সমস্ত এইরূপ বলা হইয়াছে)। কিন্তু দৃষ্টান্তস্থলে যেমন তত্ত্বসকলের প্রকৃতির ভেদ সর্বদাই বর্তমান থাকে, পরস্পরের ধর্ম কদাপি পরস্পরে সংক্রামিত হয় না (রক্তবর্ণ তত্ত্ব কখন শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ হয় না), তদ্রূপ এখানেও চিৎ (জীব), অচিৎ (জড়বর্ণ) এবং ঈশ্বর, ইহাদের স্বভাবগত ধর্মসকল সর্বদা পৃথক্ পৃথক্ই থাকিয়া যায়; এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত— উভয়ই তুল্য।

ভাষ্যকার পুনরায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—“চিদচিতোঃ পরমাঅনশ্চ সর্বদা শরীরাত্মভাবম্; শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নামরূপবিভাগান্নয়ী সূক্ষ্মদশাপত্তিম্, কার্যদশায়াঞ্চ তদহস্থূলদশাপত্তিং বদন্তীভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে”।

অর্থাৎ চেতন, অচেতন ও পরমাত্মায় সর্বদা শরীর ও শরীরী সম্বন্ধ। শরীরস্থানীয় চেতনাচেতন দ্রব্য কারণাবস্থাতে নামরূপ বিভাগ বর্জিত হইয়া সূক্ষ্মভাবে বর্তমান থাকে, কার্যাবস্থায় (প্রকাশিত জগদবস্থায়)

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

নামরূপ-বিশিষ্ট হইয়া স্থূলভাবে বিরাজিত হয় ; ইহাই শ্রুতিসকলের বাক্যে জানা যায় ।

৫ । মুক্তাবস্থায়ও জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না । ভাষ্যকার বলিতেছেন :—

“নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিমুক্তাবিচ্ছত্ত্ব পরেণ স্বরূপৈক্যাসম্ভবঃ, অবিচ্ছাদশ্রয়ত্বযোগ্যত্ব তদর্হত্বান্নসম্ভবাৎ ।”

অর্থাৎ সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিচ্ছাদ হইতে মুক্ত হইবার পরও পরমাত্মার সহিত জীবের একরূপতা হয় না ; কারণ অবিচ্ছাদ আশ্রয় হইবার যোগ্যতা যখন জীবের স্বভাবগত ধর্ম, তখন ঐ ধর্ম কখন পরিত্যক্ত হইতে পারে না, থাকিয়াই যায় (কিন্তু পরমাত্মার স্বরূপে ঐরূপ যোগ্যতা কদাপি নাই ; এই স্বরূপগত ভেদ থাকায় মুক্তাবস্থায়ও জীব পরমাত্মার সহিত একরূপতা লাভ করিতে পারে না) । স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়বর্গ ও জীব এই উভয়ের সঙ্ঘাতরূপ শরীর-বিশিষ্ট, অশেষ কল্যাণ গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম এক অদ্বৈত ; এই অর্থে বিশিষ্টাদ্বৈত । ইহাই শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ।

শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সংক্ষেপে এই বর্ণনা করিলাম । শ্রীমদ্রামানুজস্বামিকৃত বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকে শ্রীভাষ্য বলে । এই ভাষ্যে তিনি আমাদের ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্তের প্রতি এই দোষ দিয়াছেন যে, “ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎ-প্রযুক্তাঃ জীবগতা দোষা ব্রহ্মণ্যেব প্রাচ্ছুরিতি নিরন্তুনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা হি বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ” ॥ অর্থাৎ ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মের স্বরূপেই উপাধির বিদ্যমানতা স্বীকার করা

চতুর্থ অধ্যায়

হয়, সুতরাং উপাধি-প্রযুক্ত জীবের যে সমস্ত দোষ (দুঃখ পাপাদি), তাহা ব্রহ্মেতেই বর্তমান আছে বলিতে হইবে। সুতরাং সর্ববিধ দোষ বর্জিত এবং সর্ববিধ কল্যাণ গুণাত্মক ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ (যুক্তি ও শাস্ত্র) বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগের যোগ্য।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই দ্বৈতান্বিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা তাঁহার ভাষ্যে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

“সদ্ব্যভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ ; “সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ” ইত্যেবমাছ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ । “অস্থূলমনন্বহুস্বমদীর্ঘম্” ইত্যেব-মাছ্যাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ ।তত্রোভয়লিঙ্গ শ্রুত্যনুগ্রহাদুভয় লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে, ক্রমঃ । ন তাবৎ স্বত এব পরশ্চ ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্ব-মুপপদ্যতে । ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদি বিশেষোপেতং তদ্বিপরীতক্ষে-ত্যভ্যুপগন্তুং শক্যং, বিরোধাত্ ।অতঃ.....নির্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপদ্যব্যং ন তদ্বিপরীতম্ ।” সর্বত্র হি ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু “অশকমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ইত্যেবমাদিষপাস্ত-সমস্ত-বিশেষমেব ব্রহ্মোপ-দিশ্যতে” । বেদান্তভাষ্য ৩য় অঃ ২য় পাদ ১:শ সূত্র ।

অর্থাৎ ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ প্রতিপাদক শ্রুতি সকল আছে সত্য ; যথা :—“সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ” ইত্যাদি ; এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের সবিশেষত্ব (সগুণত্ব) প্রতিপাদন করে। আবার “অস্থূল-মনন্বহুস্বমদীর্ঘম্” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের নিগুণত্ব প্রতিপাদন করে। ...উভয়লিঙ্গ বোধক শ্রুতি থাকাতে উভয়লিঙ্গ বলিয়াই অবধারণ করা উচিত, এই রূপই প্রথমে বোধ হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে ; একই বস্তু রূপাদি বিশিষ্ট অথচ তদ্বিপরীত, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ এই দুইটি পরস্পর বিরোধী। অতএব ব্রহ্মকে একরূপই বলিতে

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

হইবে। তাহা অবশ্য নিগুণরূপ ; কারণ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যে (“অশকমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ইত্যাদি বাক্যে) সর্বত্র ব্রহ্মকে নিগুণ বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের এই আপত্তি সম্বন্ধে এই স্থলে সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে, ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় বস্তু হওয়ায়, এবং অনুমান কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষের উপরই স্থাপিত হওয়ায়, ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না ; ইহা শ্রীমচ্ছঙ্করা-চার্য্যও স্বীয় ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু শ্রুতি যখন উভয়লিঙ্গ বলিয়া ব্রহ্মকে বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল অনুমান মূলে ব্রহ্মের একরূপত্ব স্থাপন করা অসঙ্গত। আর সগুণত্ব বিষয়ক শ্রুতিকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে, নিগুণত্ব বিষয়ক শ্রুতিরও প্রামাণিকতা থাকে না ; কতকগুলি শ্রুতি প্রমাণরূপে গ্রহণীয় না হইলে, অপরাগুলিরও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যায় ; ব্রহ্ম-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণই থাকে না। পরন্তু শ্রুতিবাক্যে বস্তুতঃ বিরোধও কিছু নাই ; “অশকমস্পর্শম্” ইত্যাদি পূর্বোক্ত কঠ-শ্রুতিতে অমূর্ত ঈশ্বররূপে ব্রহ্মের প্রাকৃতিক শকমস্পর্শাদি গুণেরই নিষেধ হইয়াছে ; কিন্তু প্রকৃতির পরিচালক ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্ত্বাদির নিষেধ তদ্বারা হয় নাই ; সেই সকল সর্বজ্ঞত্বাদি গুণই “সর্বকর্ম্মা” প্রভৃতি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব শ্রুতি ব্রহ্মকে একান্ত নিগুণ বলিয়া প্রতিপাদন না করিয়া সর্বশক্তিমত্ত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই উপদেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য যে এক “অবিদ্যা” নামক পদার্থের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করিতে তিনি বলিয়াছেন যে, এই

চতুর্থ অধ্যায়

অবিদ্যা ব্রহ্মও নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে, অস্তিত্বও নহে, নাস্তিত্বও নহে, ইহা এক অনির্বাচনীয় পদার্থ। (“তত্ত্বাত্মাত্মানির্বাচনীয়া”) । তাঁহার বর্ণনানুসারে এই অবিদ্যার স্বরূপে যে বিরুদ্ধতা দৃষ্ট হয়, তদপেক্ষা অধিক বিরোধ কি উক্ত শ্রুতিনাক্যসকলে দৃষ্ট হইয়া থাকে ? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এই দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধ দ্বিরূপতা নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে। যথা :—

“ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সৰ্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভূন চ ভূতেশ্বা মমাত্মা ভূতভাবনঃ ।৫॥ ৯ম অঃ ॥

রূপবিশিষ্ট (মূর্ত) এবং রূপবিহীন (অমূর্ত) এই উভয় পরস্পর বিরোধী ; অতএব ব্রহ্ম মূর্ত এবং অমূর্ত উভয় হইতে পারেন না, এই যুক্তিমূলে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসকল অগ্রাহ্য করিয়াছেন ! কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে শ্রুতির আয় বেদব্যাস স্বয়ং এই মূর্ত ও অমূর্ত উভয় ভাব স্পষ্টরূপেই পুরাণ সকলে ও মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—বিষ্ণুপুরাণ ৭ম অঃ ৬ষ্ঠাংশে :—

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ ।

ভূপ মূর্ত অমূর্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ॥৪৭

মহাভারত শান্তিপর্ক ৩৪১ অধ্যায়ে (“নিগুণায় গুণাত্মনে” ইত্যাদি বাক্যে) এবং অত্র অসংখ্য স্থানে এই দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধ দ্বিরূপতা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল আপ্ত বাক্য কেবল শঙ্করাচার্য্যের উপরোক্ত যুক্তিমূলে পরিত্যাগ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

দুই বিরুদ্ধ ধর্ম একাধারে থাকিবার যে একেবারে দৃষ্টান্তাভাব, তাহাও নহে। প্রত্যেক জীবেরই বিকারিত্ব ও অবিকারিত্ব অনুভব-সিদ্ধ ; জীব একাংশে অবিকারী থাকিয়া অপরাংশে অহরহঃ সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন, জাগরণ, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। বাহ্যবস্তু সকলের অবস্থাও এইরূপ। দেখ, একটি গোলাপ কলিকা-অবস্থা হইতে পশু্যাসিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে, তাহার রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি দৃশ্যমান সকলই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, অথচ ইন্দ্রিয়াতীত এক অংশে তাহার একত্ব অচলভাবে রক্ষিত হওয়াতে, ইহা সেই একই গোলাপ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত এই প্রমোক্তরে পূর্বে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছি। এবঞ্চ বেদের কর্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণাংশ সমস্তই সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক ; উপনিষদেও শ্রুতি প্রায় সর্বত্রই ব্রহ্মের সর্বত্ত্ব, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়সামর্থ্যবিশিষ্টত্ব বর্ণনা করিয়া, এবং সর্বত্রই উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া ব্রহ্মের সগুণত্বের ঘোষণা করিয়াছেন। উপনিষদের ব্যাখ্যার নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাস যে বেদান্ত-দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারও অধিকাংশই ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা, জীবের উপর তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব, কর্মফল-দাতৃত্ব, এবং তাঁহার উপাসনা-প্রণালী বর্ণনা করিয়া, তাঁহার সগুণত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। জগৎ ও জীব সমস্তই ভ্রম ও মিথ্যা, ব্রহ্ম কিছু করেন না, শক্তিহীন এইরূপ বলিলে এতৎ সমস্তই প্রহসন-স্থানীয় হইয়া পড়ে। এখানে এই নিগুণত্ব-বাদের আর বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক বোধ করি। তবে শাক্তিক মতের খুব বিস্তৃত সমালোচনা শ্রীভাষ্যে আছে ; ইচ্ছা করিলে তাহা পাঠ করিতে পার।

বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে শাক্তিক মোক্ষও এক প্রকার

আত্মবিনাশ। ব্রহ্ম ত আছে নই, আমি ব্রহ্মকে পাইয়া আনন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু শঙ্কর বলিতেছেন, আমি কিছুই নহি, অবিদ্যা কল্পিত মাত্র, জ্ঞানোদয়ে এই জীবত্ব বিনষ্ট হইয়া যাইবে; ব্রহ্ম ত আছে নই, তিনিই থাকিবেন। দুঃখেই থাকুক, আর সুখেই থাকুক, নিজের চিরকাল থাকিবার ইচ্ছা সর্বজীবের স্বভাবগত। শাক্তিকমত ভালরূপ বুঝিলে যে কেহ ঐ প্রকার মোক্ষের নিমিত্ত অগ্রসর হইবে এইরূপ আশাও করা যাইতে পারে না। যাহা হউক জীব যে ব্রহ্মের অংশ সূত্রাং নিত্য—মিথ্যা নহে, ইহা শ্রুতি বহুস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন; বেদব্যাস সেই সমস্ত শ্রুতির সার উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ৪২ সূত্রে বলিয়াছেন—

“অংশো নানাব্যপদেশাদনুথা চাপি, দাসকিতবাদিত্বমধীয়তএকে” অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ; কারণ জীবকে শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন, এমন কি কোন শ্রুতি “ধূর্ত, কৈবর্ত ও দাস”কেও ব্রহ্ম বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

শাক্তর ভাষ্যেও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—“অতো ভেদাভেদাবগমাত্যামংশত্বাবগমঃ” (অর্থাৎ শ্রুতি বিচার দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এই উভয় সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায়, জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অবগত হওয়া যায়)। অতএব শ্রুতিবাক্য সকলের অভিপ্রায় এবং বেদব্যাসের নিজ সিদ্ধান্ত যখন এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশ, তখন এই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া শাক্তিক মায়াবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাঁহার মত শ্রুতির দ্বারাই তিনি স্থাপন করিতে চাহেন; কিন্তু বেদব্যাস স্বয়ং শ্রুতির ভাৎপর্য্য অন্তপ্রকার থাকা সিদ্ধান্ত করাতে, তদ্বিরোধী শাক্তিক মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

এই পর্য্যন্তই শাক্তিক মতের সমালোচনা করিলাম। পূর্বে আমিও বেদান্ত-দর্শনের এক ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিয়াছিলাম, তাহাতে শাক্তিক মতের বিচার অনেক স্থলে আছে, তাহাও পাঠ করিতে পার।

অতঃপর শ্রীমদ্রামানুজের বিশিষ্টাভৈত মত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। শ্রীনিম্বার্কস্বামীর ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত শ্রীরামানুজ স্বামী অপেক্ষা প্রাচীন; শ্রীরামানুজ স্বামী বোধ করিলেন যে এই সিদ্ধান্তে জীব ও জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্ভূত অংশ বলাতে ব্রহ্মস্বরূপেই জীবের পাপ-জনিত দুঃখাদি দোষ উপস্থিত হয়। পরন্তু ব্রহ্ম নির্দোষ, সর্ব কল্যাণ-গুণাকর। অতএব এই দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত নহে, সেই স্বরূপ সদা সর্বজ্ঞত্বাদি সদগুণসম্পন্ন, নির্দোষ, জগৎ ও জীব তাঁহা হইতে পৃথক্, কখন পরস্পরের ধর্ম পরস্পরে সংক্রামিত হয় না (কখন মিশ খায় না)। পরন্তু এইরূপ বলিলে শ্রুতির উপদিষ্ট অবৈতবাদের অপলাপ হয়। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর-স্বরূপ (বহিরঙ্গ) ; ইহাদের সহিত তাঁহার শরীর-শরীরীভাব। এই মত স্থাপন করিতে গিয়া বহু কষ্ট কল্পনার দ্বারা নানাবিধ লক্ষণা করিয়া শ্রুতি সকলের অর্থ এই মতের অনুকূল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে শ্রীরামানুজ স্বামী প্রযত্ন করিয়াছেন। পরন্তু ব্রহ্মকে যে দোষ-সংস্পর্শজনিত অপবাদ হইতে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত এই মত তিনি উদ্ভাবন করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি এবং ইহার দ্বারা সেই দোষ ক্ষালন করিতে তিনি কি পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীভাষ্যকার বলেন যে “যেমন শুক্র, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণ তিনটি পৃথকরূপে রঞ্জিত কিন্তু একত্র মিলিত তন্তু সকলের দ্বারা নিশ্চিত বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশেই শুক্রাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়,” (অর্থাৎ বস্তুর ঠিক একই স্থানে ত্রিবিধ বর্ণের তন্তুরই সন্নিবেশ থাকা অসম্ভব, প্রত্যেক বর্ণের তন্তুই পৃথক পৃথক স্থান অধিকার করিয়া অপর তন্তু হইতে পৃথকভাবে থাকে, সুতরাং পরস্পর কখনও এক হইয়া যাইতে পারে না ; অথচ ঐ বস্তুর ত্রিবিধ বর্ণের তন্তুর মিলনেই গঠিত), তদ্রূপ চিৎ (জীব) অচিৎ (অচেতন জগৎ) ও ঈশ্বর এই তিনের সমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও, ভোক্তৃত্ব (জীবত্ব), ভোগ্যত্ব (অচেতনত্ব) এবং নিয়ন্তৃত্ব (ঈশ্বরত্ব) এই তিনটি পৃথক পৃথক ধর্মের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কদাচ সংক্রমণ হয় না । ইহারা সর্বদা পৃথকই থাকিয়া যায় । এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে “ঈশ্বর” ও “ব্রহ্ম” শব্দ একই অর্থে ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়া তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এইক্ষণে তাঁহার এই মতের তাৎপর্য ও ফল বিচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে ।

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই যে শুক্র, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে পৃথক পৃথক রূপে রঞ্জিত তন্তু তিনটি যেমন সর্বদাই পৃথক আছে ও থাকে, তদ্রূপ যদি ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সর্বদাই পৃথক আছেন ও থাকেন, তবে শ্রুতি যে ব্রহ্মকে একমাত্র অদ্বৈত বলিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার যথার্থতা কি প্রকারে রক্ষা পায় ? রক্ত ও কৃষ্ণ তন্তু দুইটি যেমন শুক্র তন্তু হইতে সর্বদাই বিভিন্ন পদার্থরূপে অবস্থিত আছে, তদ্রূপ জীব ও জগৎ সর্বদাই ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন আছে, সুতরাং ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব-বিষয়ক শ্রুতি সকল এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী হয় । ভূমা বিদ্যা প্রভৃতির ব্যাখ্যা স্থলে শ্রুতি “যত্র নাশ্চৈব পশ্যতি” (যাহাতে অন্য

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

কিছু দর্শন করে না) ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছুমাত্রও বস্তু নাই, ইহাই সত্য, এবং এই জ্ঞানে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ হইলেই মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং ব্রহ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ তত্ত্ব একই বস্ত্রে স্থিত হইলেও যেমন শুক্লবর্ণ তত্ত্ব হইতে ইহার সর্বদাই পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ যদি জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে সর্বদা পৃথক্ রূপেই অবস্থিত থাকে, তবে সম্পূর্ণ ভেদবাদেরই স্থাপন করা হয়, ব্রহ্ম ইহাদিগের নিত্য সান্নিধ্যে স্থিত এবং নিত্য নিয়ন্তা হইলেও, তাঁহার কেবল এই নিয়ন্তৃত্ব-শক্তি নিবন্ধন ইহাদিগকে তাঁহার সহিত এক বলিয়া কখনই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু এক না হইলে ভেদ রহিয়াই গেল, সুতরাং এইমত পূর্বে লিখিত অদ্বৈত শ্রুতি ও ব্রহ্মের পূর্ণত্ব এবং সর্বব্যাপিত্ব-বিষয়ক শ্রুতি সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া পড়ে।

এই আপত্তি হইতে স্বীয় মতকে রক্ষা করিবার জগ্ৰ ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরী সম্বন্ধ ; জগৎ ও জীবের সমষ্টি (“চিদচিৎ-সংঘাত”) ব্রহ্মের শরীর, আর ব্রহ্ম নিজে শরীরী (আত্মা) ; এই উভয়ের মধ্যে “শরীরাত্মভাব” বিদ্যমান আছে। অতএব তিনি বলেন যে “চিদচিৎ-সংঘাত” ব্রহ্মেরই শরীর হওয়ায়, অদ্বৈতত্ব-বিষয়ক শ্রুতি সকলের সহিত তাঁহার মতের কোন বিরোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগতের মূল উপাদান- কারণ ঐ চেতনাচেতনসংঘাত রূপ শরীর ; ব্রহ্ম ইহার নিয়ন্তা ও নিমিত্ত-কারণ মাত্র।

শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর এই বাক্যের অর্থ এইরূপ বোধ হয় যে শরীর পৃথক্ হইলেও, তদধিষ্ঠিত জীবাত্মার সহিত যেমন ইহার একত্ব-বুদ্ধিতে

চতুর্থ অধ্যায়

সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হয়, (শরীরকে দেখিয়া, শরীরী জীবকেই দেখিয়াছি বলিয়া আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি), এবং ঐ শরীরাধিষ্ঠিত জীবও দেহাত্মবুদ্ধিতেই সমস্ত ব্যবহার সাধন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রুতিও অদ্বৈত মত প্রচার করিয়া বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগৎ কারণ, তাঁহা হইতেই জগৎপন্ন, তাঁহাতেই স্থিত, ইত্যাদি ; বস্তুতঃ জগতের মূল উপাদান ব্রহ্ম নহেন, তিনি উহার নিমিত্ত কারণ মাত্র ।

এইক্ষণ এই শরীর-শরীরী-সম্বন্ধ কি, তাহা বিশেষ রূপে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যিক । দৃশ্যস্থানীয় পঞ্চভূতাত্মক দেহকে শরীর বলা যায়, ইহার দ্বারা যে জীবের ভোগ সাধিত হয়, তিনিই ঐ শরীরের সম্বন্ধে শরীরী । এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার সাধারণের বোধগম্যরূপে করিলে দেখা যায় যে, শরীর হইতে শরীরী জীব পৃথক্, শরীরের ধ্বংসে জীবের ধ্বংস নাই, শরীর জীবের ভোগসাধনযন্ত্র মাত্র । কিন্তু বিভিন্ন হইলেও জীবের অবিচ্ছিন্ন হেতু, আপনা হইতে পৃথক্ এই শরীরে জীবের আত্মবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে ; অবিচ্ছিন্ন হইলে আর এই জড় দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে না ; অবিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থায়ই শরীরের কর্ম নিজেরই কর্ম বলিয়া জীব স্বয়ং ও অপরে বোধ করিয়া থাকে । এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে ব্রহ্মেরও কি জগতের সহিত তদ্রূপই সম্বন্ধ ? ব্রহ্মেরও কি এইরূপ অবিচ্ছিন্ন বর্তমান আছে ? যদি থাকে, তবে তদ্বারা তাঁহার স্বরূপই কলঙ্কিত হইল, কলঙ্কসংসর্গ হইতে ভাষ্যকার ব্রহ্মকে রক্ষা করিতে পারিলেন না । যদি না থাকে, তবে সাধারণ জীবের গ্নায় জীব ও অচেতন জগতে তাঁহার আত্মবুদ্ধি কিরূপে থাকিতে পারে ? এবং তাঁহার আত্মবুদ্ধি পর্য্যন্তও না থাকিলে, ইহাদিগকে তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়া “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি অসংখ্য বাক্যে শ্রুতি কিরূপে

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

উপদেশ করিতে পারেন? যদি বল ব্রহ্মের দেহাত্মবুদ্ধি নাই, কিন্তু উপদেশের পাত্র জীবের দেহাত্মবুদ্ধি বর্তমান থাকতে, ঐ জীবকে বুঝাইবার জন্তু শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন; তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, যখন অবিদ্যা-হেতুই জীব মিথ্যাকল্পে শরীরে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে, সেই অবিদ্যাকেই আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তু কি মোক্ষ বিষয়ে উপদেশ করিতে গিয়াও শ্রুতি দৃঢ়রূপে পুনঃ পুনঃ এই মিথ্যা উপদেশ করিয়াছেন যে, জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে ইহারা সম্পূর্ণ অভিন্ন? আর এইরূপ বলিলে ব্রহ্মকেও সংসারী জীবেরই রূপান্তর মাত্র বলা হইল না কি? অবিদ্যা হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ করিতে গিয়া যে শ্রুতি এইরূপ মিথ্যা উপদেশ দ্বারা জীবকে অধিকতর তমসাচ্ছন্ন করিবেন, ইহা কখন কল্পনাও করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীভাষ্যকারের মতেও যখন অবিদ্যার কোন সম্বন্ধ ব্রহ্মে কদাপি নাই এবং তাঁহার স্বরূপ যখন সর্বদাই সর্বপ্রকার জীবধর্ম ও জগদ্ধর্ম রহিত, তিনি সর্বদাই নিষ্কলঙ্ক, তখন ঐ মতে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জীব ও জগতে তাঁহার আত্মবুদ্ধি থাকিবার কোন কারণই কল্পনা করা যাইতে পারে না এবং এই আত্মবুদ্ধি যখন বাস্তবিক মিথ্যা, তখন অপর কোন কারণেও সেই মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করা মোক্ষোপদেশ-কারিণী শ্রুতিসকলের অভিপ্রায় বলিয়া কখনই মনে করা যাইতে পারে না। এই সমস্তা এড়াইবার জন্তু ভাষ্যকার বলেন যে, পরমপুরুষ ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের তদ্রূপ ভেদভাব নাই; জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মেরই এক এক বিশেষ “প্রকার” মাত্র; “পরমপুরুষশরীরত্বেন চিদ-চিত্তোস্তৎ প্রকারতয়েব পদার্থত্বাৎ, তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্বদা সর্বশব্দ বাচ্যঃ”। অর্থাৎ জীব ও জগৎ পরমপুরুষের শরীর হওয়াতে, ইহারা

চতুর্থ অধ্যায়

ঠাঁহারই এক এক বিশেষ “প্রকার” মাত্র হইতেছে ; উক্ত প্রকার-বিশিষ্ট ব্রহ্ম সর্বদা “সর্ব” শব্দের বাচ্য হইয়াছেন ; সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় শ্রুতি-বাক্য সকলের সহিত ঠাঁহার এই মতের কোন বিরোধ হয় না ।

এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ভাষ্যকার যে জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের এক এক বিশেষ “প্রকার” বলিয়া বর্ণনা করিলেন, এই “প্রকার” শব্দের যথার্থ তাৎপর্য্য কি ? আমরা বোম্বাই, গ্ৰাংড়া, গোপাল ভোগ, দেশী আম, প্রভৃতি আমের প্রকার ভেদ আছে বলিয়া থাকি ; একটিকে বোম্বাই আম, একটিকে গ্ৰাংড়া আম, একটিকে দেশী আম বলিয়া বর্ণনা করি, প্রত্যেকটিই এক এক বিশেষ প্রকারের আম, পরস্পর হইতে কোন কোন গুণে বিভিন্ন হইলেও আম্রত্ব-বিষয়ে সকলেই এক, ইহাই আমের প্রকারভেদ শব্দে বোধগম্য হইয়া থাকে । কিন্তু দেশীয় আমকে কখনও বোম্বাই আমের প্রকারভেদ বলা যাইতে পারে না, গ্ৰাংড়া আমেরও প্রকারভেদ বলা যাইতে পারে না ; কারণ ইহারা সম শ্রেণীর পৃথক্ বস্তু, এক আম্রত্ব-বিষয়ে ইহাদের মধ্যে একত্ব ; কিন্তু বোম্বাই আম বলিলে যে-সকল বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট আম বুঝায়, দেশী আম বলিলে তন্মধ্যে সেই সকল বিশেষ ধর্ম্মের অভাব ও অন্তর্বিধ বিশেষ ধর্ম্মের অবস্থিতি বুঝায় ; অতএব দেশীয় আমকে কখনও বোম্বাই আমের প্রকারান্তর মাত্র বলা যায় না । অতএব ভাষ্যকারের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে গুরু, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ তিনটি তন্তুর গ্ৰায় পরমাত্মা-ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ, এই তিনের মধ্যে সাধর্ম্ম্য না থাকিলে, এবং ইহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপেই সর্বদা অবস্থিত পদার্থ হইলে, তিনটিই পৃথক্ বস্তু হইয়া পড়ে, সুতরাং জগৎ ও জীবকে ব্রহ্মের প্রকারভেদ বলিয়া কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না । একটি বস্তুকে

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অপর বস্তুর প্রকারভেদ বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, যেটি মূল বস্তু—
যাহার প্রকারভেদ বলা হয়, সেই মূল সাধারণ বস্তুটি কোন বিশেষ
গুণের যোগে বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। এইরূপ স্বরূপে এক
থাকিয়া, কেবল গুণ অথবা ধর্মের কিছু কিছু ভেদ থাকা অর্থে যদি
জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের “প্রকার ভেদ” বলা হয়, তবে গ্ৰাংড়া, বোম্বাই
প্রভৃতি সকল প্রকার আমকেই যেমন আম বলা যায়, তদ্রূপ জীব ও
জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াই বর্ণনা করিতে হইবে, জীব ও জগৎকে আর
ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলা যাইতে পারিবে না, ব্রহ্মকেই ইহাদের মূল
স্বরূপ বলিতে হইবে। পরন্তু জীব ও জগৎকে উক্ত অর্থে ব্রহ্মের
প্রকারভেদ বলিলে, জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই স্বরূপস্থিত বস্তু হইয়া
পড়িল। সুতরাং যে দোষাপবাদ অপনয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্রামানুজ
স্বামী এই কষ্টকল্পনাসম্বৃত মত উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইহাতে সেই
দোষাপবাদ সম্পূর্ণই রহিয়া গেল, জীবও ব্রহ্ম হওয়াতে, জীবের অজ্ঞান,
পাপ ইত্যাদি সমস্ত ব্রহ্মেরই হইয়া গেল।

ইহার উত্তরে বলা হয় যে :—এই “সজ্ঘাত” (চেতনাচেতন সমষ্টি)
ব্রহ্মের স্বরূপভুক্ত নহে, ইহা তাঁহার গুণ বিশেষ মাত্র, পরন্তু তাঁহার স্বরূপ-
ভুক্ত গুণ নহে, বাহ্য গুণ। এই কথা আরও পরিষ্কার করিতে গিয়া বলা
হয় যে, ব্রহ্মের যে সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞত্বাদি স্বাভাবিক স্বরূপভুক্ত গুণ
আছে, সেই গুণসকলের সহিতই এই সকল বাহ্য-গুণ যুক্তভাবে বর্তমান
আছে, ইহা তাঁহার স্বরূপের সহিত যুক্ত নহে ; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ
নিষ্কলঙ্কই থাকিয়া যায়। ভগবানের স্বরূপে কোন প্রকার কলঙ্ক দৃষ্ট
হইবে ভয়ে ভক্তের প্রাণ সহজেই শিহরিয়া উঠে ; সুতরাং ভাষ্যকার
যে প্রাণপণে নিজের বুদ্ধি-কৌশল পরিচালিত করিয়া, যে কোন

প্রকারে হউক, এই দোষ-স্পর্শ হইতে ভগবৎস্বরূপকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভক্তিরই গভীরত্বের পরিচয় প্রদান করে, পরন্তু তন্নিমিত্ত তাঁহার এই মতকে যুক্তি ও শাস্ত্রমূলক বলিয়া কোন প্রকারে বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি কল্যাণ-গুণসকল তাঁহার স্বরূপগত, ইহা ভাষ্যকারের স্বীকার্য। পরন্তু স্বরূপ-গত কথার অর্থ স্বরূপে স্থিত, স্বরূপকে অতিক্রম করিয়া কোন অংশে বর্তমান নাই ; এই সকল ভগবদ্গুণ অপর কাহার আশ্রয়ে কোথায়ই বা থাকিবে ? অতএব এই সকল গুণের সহিত যে বস্তু সংযুক্ত থাকে, তাহা তাঁহার স্বরূপের সহিতই সংযুক্ত হইয়া আছে, তাঁহার স্বরূপকে কোন অংশে অতিক্রম করিয়া বর্তমান নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। একটি বাকের আকার চতুষ্কোণ, এই চতুষ্কোণত্বটি বাকের একটি স্বরূপগত গুণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এইক্ষণ এই চতুষ্কোণ আকারের সহিত লোহিত বর্ণটি যুক্ত আছে বলিলে, সেই লোহিতবর্ণ কি বাকেরই স্বরূপভুক্ত হইল না ? বাকটিকেই কি লোহিতবর্ণবিশিষ্ট বলা হইবে না ? অতএব চিদচিৎ-সমষ্টিরূপ গুণও ব্রহ্মের স্বরূপগত সর্বশক্তিমত্ত্বাদি গুণের সহিত যুক্ত থাকায়, তাহা ব্রহ্মেরই স্বরূপকে রঞ্জিত করে বলিতে হইবে, ব্রহ্মের স্বরূপকে রঞ্জিত না করিয়া তাঁহার স্বরূপগত গুণের সহিত যুক্ত হওয়া কথার কোন অর্থই হয় না। যদি বল এই “চিদচিৎ”-সমষ্টি ব্রহ্মের স্বাভাবিক সর্বজ্ঞত্বাদি গুণের সহিতও সংশ্লিষ্ট নহে ; তবে ইহা ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থই হইল, ইহাকে ব্রহ্মের গুণ বলা অর্থশূন্য জল্পনা মাত্র ; ইহা এক প্রকার সাংখ্য অথবা পাণ্ডপত মত। সাংখ্য মতে জগতের উপাদান-কারণ প্রকৃতি “গর্ভদাসবৎ” স্বভাবতঃ নিত্য পুরুষাধীন এবং স্বয়ং নিত্য। পাণ্ডপত

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

মতও এই বিষয়ে প্রায় একই প্রকারের। শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর মত এবং এই সকল মত এই উভয়ের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও, এই বিষয়ে উভয় শ্রেণীর মত একই প্রকারের। এই সকল মত শ্রুতি ও বুদ্ধি মূলে বেদব্যাস স্বয়ং অশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন; এইস্থলে সেই সকল বুদ্ধি ও শ্রুতি প্রমাণের বর্ণনা করা নিশ্চয়োজন; তন্নিমিত্ত আবশ্যক হইলে ব্রহ্মসূত্রের ১ম ও ২য় অধ্যায় পাঠ করিবে। অতএব যে দোষ নিবারণের জন্ত শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী এত কষ্টকল্পনার উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই দোষ এই সিদ্ধান্তের দ্বারা নিবারিত হয় নাই, তাহার মতেও এই দোষ (যদি ইহা দোষ হয় তবে তাহা) থাকিয়াই যায়।

এই শ্রেণীর আপত্তি এড়াইবার জন্ত এইরূপ বলা যায় যে, শুক্র, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তুত্রয়-নির্মিত বস্তুর দৃষ্টান্তের অর্থ এই যে, ব্রহ্ম সাধারণ অরঞ্জিত কার্পাস স্থানীয়; মূল কার্পাস শুক্রবর্ণ হওয়ায় তন্নির্মিত তন্তু শুক্রবর্ণ হই হয়; অতএব ঈশ্বরস্থানীয় শুক্রবর্ণ তন্তুটি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ। পরন্তু জীব ও জগতস্থানীয় রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তুদ্বয় এমন পাকা রং দ্বারা রঞ্জিত যে, ইহারা উভয়ই তন্তুরূপে ব্রহ্মের প্রকারভেদ হইলেও, ইহাদের স্বীয় স্বীয় বর্ণটি কখনও পরিত্যক্ত হয় না; শুক্রবর্ণ তন্তু হইতে ইহারা সর্বাবস্থায় পৃথক থাকিয়া যায়,—কখনও স্বীয় রং বর্জিত হইয়া ঐকান্তিক শুক্রতা প্রাপ্ত হয় না। যেমন ঘট ও সরাব মূলতঃ মৃত্তিকার প্রকার ভেদ হইলেও, ঘট ও সরাব রূপে সর্বদাই মৃত্তিকা হইতে বিভিন্ন দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ।

এই ব্যাখ্যা আপাততঃ বেশ মনোহর বলিয়া বোধ হইতে পারে; পরন্তু এই মনোহারিত্ব কেবল বাহ্যিক। কারণ, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্রদ্বয়

চতুর্থ অধ্যায়

যদি মূলে কার্পাসনির্মিত শুক্ল তন্তু হইত, এবং পরে পাকা রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তাহাতে সঞ্চারিত হইত, (অর্থাৎ জীব ও জগৎস্থানীয় রঞ্জিত সূত্রদ্বয় যদি ঈশ্বর স্থানীয় শুক্ল কার্পাসসূত্রের গায় মূলতঃ শুক্ল হইত এবং পরে রঞ্জিত হইত) তবে ঐ দৃষ্টান্তটি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইতেও পারিত। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ইহারা কদাপি ঈশ্বরবৎ শুক্ল ছিল না ও কদাপি তদ্রূপ হইবে না ; এবং শুক্লবর্ণ তন্তুতেও কখনও রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ সঞ্চারিত হইবার যোগ্যতা নাই, কারণ বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ইহাদের পরম্পরের ধর্ম সকল কখনও পরম্পরে সংক্রামিত হয় না। এবং পরে পাকা রংএ রঞ্জিত হইতে হইলে ঐ রংএর পৃথকরূপে এবং অবিনাশি-ভাবে অস্তিত্বে স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে সম্পূর্ণ দ্বৈতত্বেরই সিদ্ধি হয়। সুতরাং এই ব্যাখ্যা দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত মতের কোন পোষকতা হয় না। আর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রই বিনাশশীল। সুতরাং শুক্লবর্ণ তন্তুতে পরে রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ সঞ্চারিত হইয়া থাকিলে, সেই রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের সংযোগ কদাপি চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহার বিনাশ হইবেই, এবং বিনষ্ট হইলে তন্তুদ্বয় পুনরায় শুক্লতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এইরূপ শুক্লতা-প্রাপ্তিও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিরুদ্ধ, ঐ মতে অচেতন জগতও কখনই ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয় না, জীবও মোক্ষদশায় পর্য্যন্ত ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং এ ব্যাখ্যা কোন প্রকারে গ্রহীতব্য নহে।

যদি দৃষ্টান্ত স্থির রাখিবার জন্ত বলা যায় যে শুক্লবর্ণ তন্তু রঞ্জিত না হইয়া মূল কার্পাসই রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাতেও উক্ত আপত্তি সমস্তই প্রযোজ্য হয়। তাহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। যদি বলা যায় যে কার্পাস প্রথমে শুক্ল থাকিয়া পরে রঞ্জিত হয় নাই ; স্বভাবতঃ সর্বদাই

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

কার্পাসের কোন অংশ শুক্রবর্ণ, কোন অংশ রক্তবর্ণ, কোন অংশ কৃষ্ণবর্ণ; তবে কার্পাস-স্থানীয় ব্রহ্মই স্বরূপতঃ আংশিক রঞ্জিত অর্থাৎ অবিদ্যাদির দ্বারা দুষ্ট হইয়া পড়িলেন, ইহা বিশিষ্টাধৈত বাদের অসম্মত। কারণ তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপেই দোষ প্রবেশ করিল; অথচ এক খণ্ড সর্বজ্ঞত্বাদিগুণসম্পন্ন, অপর খণ্ড পাপদুষ্ট হইলে ব্রহ্মের শ্রুতিসিদ্ধ অখণ্ডত্ব আর থাকিল না।

যুক্তিকার দৃষ্টান্তেও ঘট শরাবাদি অংশ বর্জিত হইয়া যে যুক্তিকা অবশিষ্ট থাকে, তাহা কাজেই স্বরূপতঃ অপূর্ণ এবং এইরূপ খণ্ড থাকাতে যুক্তিকা যেমন অখণ্ড বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ব্রহ্মও তদ্রূপ আর অখণ্ড বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। অতএব এই ব্যাখ্যা কোন প্রকারে আদরণীয় নহে।

বস্তুতঃ ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই সর্বশাস্ত্র-সঙ্গত এবং যুক্তিও ইহারই সর্বতোভাবে অনুকূল। পূর্ব পূর্ব প্রমোক্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছি যে সর্বশাস্ত্রানুসারেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ; তন্মধ্যে অচেতন জগতের উপাদান ব্রহ্মের আনন্দাংশ আর তাঁহার চিৎশক্তি অনন্ত প্রকারবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহার ব্যাপ্তিদর্শনযুক্ত অবস্থাই জীব, এবং তাঁহার সম্যক দর্শন-শক্তিয়ুক্ত ভাবই ঈশ্বরত্ব। এইমাত্র জানিয়া রাখিলে সর্বশাস্ত্রের উপদেশ সমঞ্জস্বীভূত দেখিতে পাইবে। ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে, এই ভেদত্রয় কোন প্রকারে ব্রহ্মের অধৈতত্বের হানিকর নহে; এই ত্রিবিধত্ব একই পূর্ণ সংস্বরূপাশ্রিত। সেই আনন্দময় সং অনন্তশক্তিশালী, তাঁহার পূর্বোক্ত বিশেষ বিশেষ শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ বিশেষ নামের দ্বারা তাঁহার বর্ণনা করা হয় মাত্র। অতএব এই সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের অধৈতত্ব, অখণ্ডত্ব ও ঈশ্বরত্ব, জীবের জীবত্ব, ব্রহ্ম ও মোক্ষ, উপাসনার

আবশ্যিকতা, জগতের দৃশ্যস্থানীয়ত্ব সুতরাং অচেতনত্ব প্রভৃতি সমস্তই রক্ষা পায় এবং শ্রুতি সকলেরও অবিরোধত্ব স্থাপিত হয়।

শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, “ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা” ইত্যাদি, গীতায়ও “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ স্বয়ং জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। বেদব্যাসও “অংশনানাব্যপদেশাদনুথা চ” (২য় অঃ ৩য় পাদ ৪২) ইত্যাদি পূর্বোক্ত সূত্রে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া শ্রুতিপ্রণোদিত স্থির সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। জগতের উপাদান যে ব্রহ্ম তাহাও বহু শ্রুতি ও যুক্তি মূলে বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের প্রথম দুই অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন “একাংশেন স্থিতোজগৎ” (১০ম অঃ ৪২ শ্লোক)।

বস্তুতঃ ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তির স্বরূপগত অনন্ত ভেদ থাকাতেই একই ব্রহ্ম বহুরূপে দৃষ্ট হন মাত্র। ইহা ছান্দোগ্য প্রভৃতি শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ; যথা—“তদৈক্ষত বহুশ্রাং”, অর্থাৎ ঈক্ষণের দ্বারাই ব্রহ্ম বহু হইলেন। স্বয়ং এক হইলেও, এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তির ভেদমূলেই তাঁহার বহুরূপে প্রকাশিত হওয়ার যোগ্যতা থাকা উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু বহুরূপে প্রতিভাত হইলেও ব্রহ্মস্বরূপ সর্বদাই নিষ্কলঙ্ক থাকে। এই ঈক্ষণের বহুত্বনিবন্ধন ব্রহ্মস্বরূপে কলঙ্ক স্পর্শ হওয়া দূরে থাকুক, ইহার দ্বারা তাঁহার স্বরূপের পূর্ণতা এবং অনন্তত্বই প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব যখন নিত্যই বর্তমান আছে, তখন অজ্ঞানজনিত কলঙ্ক আর তাঁহাকে কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে ? অল্পজ্ঞ জীব তাঁহার স্বরূপভুক্ত হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মে সর্বজ্ঞেশ্বরত্ব নিত্য বর্তমান থাকায়, ঐ স্বরূপ বস্তুতঃ কখনই কলুষিত হয় না। ইহা

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। যোগীশ্বর-গণের তৃতীয় জ্ঞাননেত্র খুলিয়া যায়, ইহা ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ আছে; দেশ ও কাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন, দূরস্থিত পদার্থকে তাঁহারা ঐ জ্ঞাননেত্রের দ্বারা দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ দর্শন করিতে পারেন বলিয়া যে তাঁহাদের সাধারণ মনুষ্যের গ্ৰায় চন্দ্রচক্ষু থাকে না তাহা নহে। পরশমণির অধিকারী ক্রোড়পতির হাতেও যেমন অন্নমূল্যের পয়সাও থাকে এবং তদ্বারা তদুপযুক্ত কার্য সম্পাদিত হয়, তদ্বৎ তাঁহাদেরও চন্দ্রচক্ষু থাকে এবং ঐ চন্দ্রচক্ষুর দ্বারা সাধারণ মনুষ্যের গ্ৰায় তাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ চন্দ্রচক্ষুতে রোগও জন্মিতে পারে, ইহার জ্যোতিরও হানি হইতে পারে এবং একেবারে অন্ধও হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তন্নিমিত্ত ঐ সকল যোগীশ্বরদিগকে কখনও দর্শন-শক্তিহীন বলিয়া বলা যাইতে পারে না; কারণ ঐ চন্দ্রচক্ষু দুষ্ট হইলেও তৃতীয় জ্ঞান-নেত্রের দ্বারা তাঁহারা সমস্ত দর্শন করিতে পারেন; চন্দ্রচক্ষু দুষ্ট হইলেও তাঁহাদিগের দৃষ্টিকে সেই দোষ স্পর্শ করে না। এইরূপ ব্রহ্মের জীবশক্তি সীমাবদ্ধ ও দুষ্ট হইলেও, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান নিত্যানন্দময় ব্রহ্ম তদ্বারা কোন প্রকারে দুষ্ট হইবেন না।

ভাষ্যকার স্বামী রামানুজ কেবল জগন্নিয়ন্তৃৎ শক্তিক্রিয়ুক্ত ঈশ্বরত্বে মাত্র ব্রহ্মস্বরূপকে পর্যাবসিত করিয়াছেন, পরন্তু শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন:—

উদগীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম

তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাহ্ক্ষরঞ্চ ।

* * * * *

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশাবনীশা

বজাহ্বেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা ।

অনন্তশাস্ত্রা বিশ্বরূপোহকর্তা

ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯ ॥

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

অর্থাৎ এই ব্রহ্মকেই বেদ সর্বশ্রেষ্ঠ (সর্বসার) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাতেই ত্রিবিধত্ব (ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও দৃশ্য জগৎপত্ব) প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তিনি (সর্বাশ্রয়রূপে) অক্ষর স্বভাবও বটেন, (সকলদা একরূপ অপরিবর্তনীয়ও বটেন)। ব্রহ্মের ঈশ্বররূপে তিনি “জ্ঞ” অর্থাৎ সর্বজ্ঞ-স্বভাব; অনীশ্বর অর্থাৎ জীবরূপে তিনি “অজ্ঞ” অর্থাৎ অপূর্ণজ্ঞস্বভাব; তাঁহার উভয়ত্বই অনাদি নিত্য। তদ্বিন্ন তাঁহার আর একটি রূপ আছে যাহা জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগ-সাধক—অর্থাৎ বহির্জগৎ; ইহাও জন্মরহিত নিত্য। এবং ব্রহ্ম আত্মাস্বরূপ, অথচ তিনি অনন্ত (সর্বব্যাপী) এবং বিশ্বরূপ, অর্থাৎ ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্ব তাঁহার স্বরূপগত; সুতরাং তিনি অকর্তা; কারণ পূর্বোক্ত ত্রিতয়ই তাঁহার এই আত্মরূপের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া আছে [“যত এবানন্তো বিশ্বরূপ আত্মা, অতএব অকর্তা, কর্তৃত্বাদি সংসারধর্মরহিত ইত্যর্থঃ” ইতি শাক্তরভাষ্যে। অর্থাৎ যখন ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্বই অক্ষররূপী ব্রহ্মের স্বরূপগত, তখন তাঁহার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কারণ সকলই যখন স্বরূপে বর্তমানই আছে, তখন তিনি আর নূতন করিয়া করিবেন কি?]। ৯ ॥ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধত্ব শ্রুতি নানাস্থানে প্রকাশিত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিবাক্যের প্রামাণিকতা সর্বাংশে স্বীকার করিয়াও একমাত্র ঈশ্বরত্বে ব্রহ্মসত্ত্বাকে পর্যাবসিত করিয়া শ্রীভাষ্যকার উক্ত সকল বাক্যে যে মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অমূলক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। তাঁহার মত স্বীকার করিতে হইলে ব্রহ্মস্বরূপ অপূর্ণ ও

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অন্তবিশিষ্ট হইয়া যায়—ইহা সৰ্ববিধ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। পরন্তু শ্রীভাষ্যেও পূৰ্বোক্ত “অংশ নানা ব্যপদেশাৎ” ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যানে জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ভগবান্ বেদব্যাসের অভিপ্রায় থাকা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের নিত্য বিশেষণ-স্থানীয় বলিয়াও ঐ ভাষ্যে নানাস্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ভাষ্য “ভেদাভেদ” সিদ্ধান্তেরই সম্পূর্ণ অনুকূল। কোন বস্তুর বিশেষণ বলিলে ঐ বিশেষণটি সেই বস্তুর অঙ্গীভূত—স্বরূপান্তর্গত হওয়া চাই নতুবা কেবল সান্নিধ্যে স্থিতি ও নিয়ম্য সম্বন্ধ মাত্র থাকিলে তাহাকে বিশেষণ বলা যাইতে পারে না। অতএব বিশেষ্য-বিশেষণ কথার স্বাভাবিক অর্থ স্থির রাখিয়া ঐ বিশেষ্য-বিশেষণ শব্দ ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞাপক বলিলে এবং তিন প্রকার বিভিন্ন রংএ রঞ্জিত এক বস্ত্রে সংযোজিত তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সূত্রের সম্বন্ধ বিষয়ক দৃষ্টান্তের ভাব পরিহার করিলে তাহার সহিত আমাদের “ভেদাভেদ” মতের কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না এবং শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের বিষয়ক উপদেশও স্থিরতর থাকে।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সমালোচনা এই স্থলে এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট হইবে ; এতদ্বারা এই মত এবং আমাদের ভেদাভেদ মত সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হইবে।

আর একটি কথা জানিয়া রাখিবে যে শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর আদর্শ পুরাণোক্ত কারণাক্ষয়ী নারায়ণে পর্য্যাপ্ত হয়। ভগবান্ নারায়ণের শয়নাবস্থাই (জগতের প্রকৃতি লীনাবস্থাই) রামানুজ স্বামীর সূক্ষ্ম চিদ-চিৎ-সংঘাত। ইহার অধিষ্ঠাতা ভগবান্ নারায়ণ স্বীয় দেহ আকৃষ্ণিত করিয়া প্রলয়কালে কারণ বারিতে শয়ান হইলেন, পুনরায় স্বীয় দেহকে

চতুর্থ অধ্যায়

যেন প্রসারিত করিয়া বিরাটরূপ ধারণ করেন। ইহাই ব্রহ্মের তৃতীয় মূর্ত্ত-রূপ—যাহা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে এবং পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি।

আর চিদানন্দ বর্জিত অনির্দেশ্য এক সন্ন্যাত্র রূপই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের আদর্শস্থানীয় ব্রহ্ম। বস্তুতঃ চিদানন্দ ও ঐ চিদানন্দের প্রকাশভাব রহিত হইয়া যে “সং” কখন থাকেন না, তাহা ঐ মতে লক্ষিত হওয়া দৃষ্ট হয় না। সেই অমূর্ত্তরূপই তাঁহার একমাত্র রূপ নহে ; ঐ অমূর্ত্ত সদরূপের সহিত সর্বশক্তিমত্বাদিগুণ নিত্য সংযোজিত আছে ;—এইরূপ সংযোজিত থাকিয়া তাঁহার স্বরূপের পূর্ণতা ও অদ্বৈতত্বের সম্পাদন করিতেছেন। বেদান্তবাদী নিষ্কার্যগণ ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত উভয় রূপই স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর আদর্শস্থানীয় নারায়ণরূপী ব্রহ্ম ব্রহ্মের প্রকাশিত মূর্ত্তরূপ মাত্র ; তাঁহার প্রকৃতিলীনাবস্থায় কোন রূপের স্পষ্ট প্রকাশ না থাকিলেও, রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবার উন্মুখতা তখনও বর্ত্তমান থাকে, ঐ অবস্থাই রূপসকলের বীজভাব। অতএব ইহাকে নারায়ণের শয়নাবস্থামাত্র বলিয়া বর্ণনা করা যায়। পরন্তু এই মূর্ত্ত নারায়ণরূপে ব্রহ্ম পূর্ণ নহেন ; তদ্ব্যতীত তাঁহার একেবারে অমূর্ত্ত (প্রকাশের জন্ত উন্মুখভাব পর্য্যন্ত রহিত) রূপও আছে। শাস্ত্রিক মতে সেই অমূর্ত্ত রূপই ব্রহ্মের একমাত্র রূপ ; জগত ও জীবকে অবিদ্যা কল্পিত বলিয়াই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবিদ্যাকে একান্ত অলীক পদার্থ বলিলে—জগত ও জীবকে “তৎকল্পিত” বর্ণনা করা অর্থশূন্য প্রলাপ বাক্য হইয়া পড়ে। যাহা একান্ত অলীক, তাহার কল্পনারূপ ক্রিয়া থাকা একেবারে অর্থশূন্য প্রলাপ হয়,—অতএব তাহার একপ্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই জগত-ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা হইল—ইহাতে দ্বৈতবাদই স্থাপিত হয়—ব্রহ্মের অদ্বৈত আর থাকে না—তাঁহার জগত

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

কারণত্ব সিদ্ধান্তেরও অপলাপ করা হয়। জগতই যদি নাই হয় তবে তাহার কর্তাকেও নাই বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। ইহা এক প্রকার সর্বশূন্যবাদ—যাহা বেদান্ত দর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। এই মাত্র জানিয়া রাখিলে সকল মতই বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই সমালোচনা এই স্থানেই শেষ করিলাম ; ইহা ভালরূপ বুঝিলে সকল দর্শনশাস্ত্রই নিজে নিজে বুঝিয়া লইতে পারিবে।

বিষয়—শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজস্বামী উভয়েই অবতার, তবে তাহাদের মতে ভেদ ও

ভ্রম কেন ?

শিষ্য । শঙ্করাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করের অবতার এবং রামানুজস্বামী ভগবান্ অনন্তদেবের অবতার ছিলেন বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধি আছে এবং তাঁহাদের আপন আপন সম্প্রদায়ে ঐ প্রকার অবতার রূপেই তাঁহারা সম্মানিত হইলেন। ইহা সত্য হইলে তাঁহাদের মতে ভ্রম কিরূপে থাকিতে পারে ? এবং তাঁহাদের মতসকল যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ তাহাতে সামঞ্জস্য কোন প্রকারেই স্থাপিত হইতে পারে না। তাঁহারা অবতার হইলে একরূপ হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হয় ?

গুরু । অবতার হইলেই যে অত্রান্ত পূর্ণ সত্যদর্শী হইবেন এইরূপ কোন নিয়ম নাই। অবতার অনেক প্রকারের আছেন। পরশুরাম দেব ভগবদবতার ছিলেন, ইহা সর্বশাস্ত্রে কথিত আছে। তিনি সর্বজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত এবং তাঁহার সহিত সংগ্রামেপ্সু হইয়া পশ্চিমদ্যে পরশুরাম দেব তাঁহাকে

চতুর্থ অধ্যায়

আক্রমণ করিতে যান। পরে শ্রীরামচন্দ্রের বলবীর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার তত্ত্ব অবগত হন। বুদ্ধদেবও সর্বশাস্ত্রে অবতারদিগের মধ্যে গণ্য কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট মতসকলকে অশ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। নরনারায়ণ ঋষি উভয়েই ভগবদবতার ইহা সর্বশাস্ত্র সম্মত, এই নরঋষি কুরুক্লে অর্জুনরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং বৃষ্ণিকূলে শ্রীকৃষ্ণরূপে নারায়ণ আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ইহা সর্ববাদিসম্মত, কিন্তু অর্জুন ভগবদবতার হইলেও তদ্রূপ ছিলেন না, ইহা মহাভারত পাঠে নিশ্চিতরূপে বোধ জন্মে।

বাস্তবিক কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ কার্যের নিমিত্ত ঈশ্বরগণ কোন্ অবতার গ্রহণ করেন তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। কথিত আছে অসুরতাবাপন্ন লোক সকলকে তত্ত্বজ্ঞান হইতে ব্রষ্ট করিয়া তাহাদের বুদ্ধিকে মোহিত করিবার জন্মই বুদ্ধাবতার প্রকটিত হইলেন। ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহার বিচার নিশ্চয়ো-জন কিন্তু ভগবানের সকল কার্যের গূঢ় অভিপ্রায় নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা অনেক সময়েই যে সম্ভবপর নহে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, সুতরাং সকল অবতারকে অশ্রান্ত সত্যদর্শী অথবা সত্যতত্ত্ব প্রকাশক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অবতার পরশুরামদেব, বুদ্ধদেব এবং অর্জুনের দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্টরূপেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

বস্তুতঃ কেহ অবতার কি না এবং অবতার হইলে কাহার অবতার ইহাও কেবল তাঁহার কার্য্যকলাপ দৃষ্টে কখনই নিরূপণ করিতে পারা যায় না। যে কোন অবতारे যে কোন শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে প্রায়

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

তদনুরূপ অথবা কখন কখন তদধিক শক্তিও সিদ্ধ ঋষিগণ ও অপর সিদ্ধ পুরুষগণ সময় সময় প্রকটিত করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ থাকা দেখা যায়। জ্ঞানবস্তা সম্বন্ধেও এইরূপ। সূতরাং কোন শক্তিপ্রকাশ প্রভৃতি কার্যদৃষ্টে অবতারত্ব অবধারিত হয় না। কোন্ দেহকে আশ্রয় করিয়া কে কার্য করিতেছেন ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করিবার শক্তি প্রজ্ঞানেত্র ঋষিগণেরই খুলিয়াছিল। তাঁহারা ই জানিতে পারেন কে কোন্ দেহ অবলম্বনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন অথবা কোন্ দেহ আশ্রয় করিয়া কে কার্য করিতেছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রে কৈবল্য পাদের, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সূত্র ও ভাষ্যে উল্লিখিত আছে যে সিদ্ধ মহাপুরুষগণের এইরূপ শক্তি আছে যে বিভিন্নপ্রকার চিন্তা নির্মাণ করিয়া একই কালে তাঁহারা বিভিন্নদেহ অবলম্বন করিতে পারেন এবং বিভিন্নদেহে বিভিন্নপ্রকার কার্য তত্ত্বৎ দেহনিষ্ঠ চিন্তের দ্বারা সম্পাদন করিতে পারেন। সেই সকল বিভিন্নচিন্তে তাঁহাদের সম্যক শক্তি প্রকাশিত হয় না। সূতরাং কেবল বাহ্যিক কার্যদৃষ্টে অবতারত্ব কাহারও স্থির করা যায় না এবং অবতার হইলেই যে অত্রান্ত সত্যদর্শী হইবেন ইহারও কোন স্থিরতা নাই।

কোন কোন সময়ে জনসমাজের অবস্থাদৃষ্টে ভগবদবতারের আবির্ভাব নহলোকের মনে প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তখন অপেক্ষাকৃত অধিকশক্তিসম্পন্ন কাহাকে দেখিলেই উক্তপ্রকার ভাবাক্রান্ত অনেক লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে ভগবান্ আবিভূত হইয়াছেন এবং আরও কিছু শক্ত্যাধিক্যের পরিচয় পাইলেই তাঁহারা আপন ইচ্ছানুরূপ অবতার আসিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিতরূপে ধারণা করিয়া লয়েন। ষাঁহারা এইরূপ স্বভাবতঃ শক্তিশালী হইলে তাঁহাদেরও মনে কখন কখন এইরূপ

চতুর্থ অধ্যায়

ভ্রম জন্মিয়া থাকে যে তাঁহারা স্বয়ং অবতার । যাঁহারা উচ্চসাধক তাঁহা-
দিগের উপাশ্চের সহিত অভেদ বুদ্ধিও সময় সময় সঞ্চারিত হইয়া থাকে,
তন্নিমিত্ত অত্যাৎসাহ বশতঃ তাঁহারাও আপনাদিগকে সেই ইষ্টেরই
অবতার বলিয়া নিজে মনে করেন এবং অপরের নিকট প্রকাশিত
করেন । আধুনিক কালে যথার্থ সৰ্বদর্শী ঋষিগণের প্রকাশ বিরল
হওয়ায় বহুবিধ অবতার এইরূপে কল্পিত হইয়া বহুবিধ সম্প্রদায়ের
সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে । ইহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কেহ ব্রহ্মা,
বিষ্ণু অথবা মহেশ্বরের অবতার কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত
হওয়া এই কারণে অসম্ভব হইয়াছে । অতএব অবতারত্ব বিষয়ে যখন
নিশ্চিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দৃষ্ট হয় না এবং অবতার হইলেও যখন
তাঁহার অত্রান্তত্ব বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই তখন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এবং
শ্রীমৎ রামানুজস্বামী অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও, এমনকি অবতার
হইলেও তাঁহাদের বাক্যকে শাস্ত্রপ্রমাণাতাবে অথবা শাস্ত্রপ্রমাণের
বিরুদ্ধে কেবল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না । উক্ত কারণে
তাঁহাদের প্রচারিত মতসকলের মধ্যেও বিরুদ্ধভাব থাকা একান্ত
বিস্ময়জনক নহে ।

ব্রহ্ম স্বরূপ কি ও তাঁহাকে লাভ করিবার সৰ্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় কি,

ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

শিষ্য । ব্রহ্মবিদ্যা নানাপ্রকারে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এইরূপ
খুব সংক্ষেপে—দুই চারি কথায় সহজে ধারণার উপযোগীরূপে
ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে এবং তাঁহাকে লাভ করিবার অতি
সহজ ভজন কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ।

গুরু । আচ্ছা, ব্রহ্মস্বরূপ ও তাঁহাকে লাভের সহজ উপায় অতি

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। (১) অনন্ত প্রকারে আপনাকে অনুভব করিবার শক্তি (চিৎ অথবা ঈক্ষণ শক্তি) সম্পন্ন, এবং (২) অনন্তরূপে অনুভূত (দৃষ্ট) হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট, যে (৩) ভূমা (অদ্বৈত, সর্বব্যাপী) আনন্দময় সদ্বস্ত তাহাই ব্রহ্ম। তৎসকলের স্মরণের নিমিত্ত এই সংক্ষেপোক্তির কিঞ্চিৎ বিস্তার নিয়ে করিতেছি :—

(ক) ব্রহ্ম আনন্দময় সদ্বস্ত, আনন্দই তাঁহার মূল স্বরূপ।

(খ) পরন্তু এই আনন্দ চিৎশক্তিব্যক্ত। এই চিৎশক্তি এই প্রকারের যে তদ্বারা আপন স্বরূপগত আনন্দকে তিনি অনন্তরূপে বিষয় করিতে পারেন ও নিত্য করিয়া থাকেন।

(গ) ঐ আনন্দেরও অনন্তরূপে অনুভূত (দৃষ্ট, জ্ঞাত) হইবার যোগ্যতা নিত্য বর্তমান আছে এবং তাঁহার উক্ত চিৎশক্তির দ্বারা নিত্য অনুভূত (জ্ঞাত, দৃষ্ট) হইতেছে।

(ঘ) ঐ চিৎশক্তির দ্বারা এক ভেদরহিত আনন্দমাত্ররূপে ব্রহ্ম আপনাকে (১) যে অবস্থায় জ্ঞাত হইতেছেন, যাহাতে ঐ আনন্দের কোন বিশেষরূপে স্মরণ নাই, তদবস্থাকে ব্রহ্মের পর অমূর্তরূপ বলা যায়; ইহাই অক্ষরব্রহ্ম নামে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। “যত্র সর্বমাঐশ্বাভূৎ তত্র কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদি শ্রুতি এই অবস্থারই প্রকাশক। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে নিগুণ ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

(২) ঐ চিৎশক্তির দ্বারা ব্রহ্ম আপনার স্বরূপগত আনন্দকে যে অবস্থায় অনন্তরূপবিশিষ্টরূপে সম্যক্‌দর্শন করেন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। এই ঈশ্বররূপকে অপর অমূর্ত রূপ বলে। ইহাই ভূমা শ্রুতি

চতুর্থ অধ্যায়

প্রভৃতির লক্ষ্যীকৃত অবস্থা ; এবং এই অবস্থায় ব্রহ্ম ভগবান্ ও বাসুদেব শব্দ বাচ্য ।

(৩) ঐ চিহ্নটির যে অবস্থায় আপন স্বরূপগত আনন্দের কেবল অনন্তপ্রকারের ভোগ্য অথবা ভোগযোগ্যরূপে অনুভব (দর্শন) হয়, নিজ স্বরূপগতরূপে দর্শন হয় না, সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের মহাবিরাট, অনন্তদেব, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি আখ্যা হয়, ইহাই তাঁহার তৃতীয় পরমূর্ত্ত অবস্থা । স্বরূপগত আনন্দের যে ভোগ্যরূপে দর্শন ইহা হিরণ্যগর্ভের জাগ্রদবস্থা, আর ভোগযোগ্যরূপেমাত্র যে অনুভব তাহা তাঁহার শয়নাবস্থা, যাহাকে প্রকৃতিলীনাবস্থাও বলে । ঐ প্রকৃতিলীনাবস্থায় তাঁহার নাম কারণাক্ষিশায়ী নারায়ণ ।

(৪) ঐ চিহ্নটির যে অবস্থায় ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপগত আনন্দকে বিশেষ বিশেষ রূপবিশিষ্টরূপে এবং ঐ বিশেষ বিশেষ রূপকে ব্যষ্টিভাবে (অসম্যকভাবে) দর্শন করেন, তখন তাঁহাকে জীব বলা যায় । যে অবস্থায় ঐ জীবের আপন চিন্ময়তার স্ফুরণ বর্তমান থাকে, স্মুতরাং তিনি বিশেষ দর্শনকারী চিন্ময় আনন্দরূপে বিরাজমান থাকেন, তখন তাঁহাকে বিমুক্ত জীব বলা যায় । এই অবস্থায় তিনি পূর্বোক্ত ঈশ্বরস্বরূপ লাভ করেন, ঈশ্বর সম্যক দর্শনকর্তা, তিনি ব্যষ্টি দর্শনকর্তা এইমাত্র প্রভেদ । যে অবস্থায় আপন চিন্ময়তার স্ফুরণ থাকে না, স্মুতরাং তখন অচেতন দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্টরূপে তিনি অবস্থিত থাকেন, তখন তাঁহাকে বদ্ধজীব বলা যায় ।

(৫) ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দ তাঁহার চিহ্নটির যে অবস্থায় কেবল ভোগ্য অথবা ভোগযোগ্যরূপে অনুভূত (জ্ঞাত, দৃষ্ট) হয়, তখন ইহার জগত ও অচেতন সংজ্ঞা হয় । ইহাকেই ব্রহ্মের প্রকাশভাব অথবা জগদ্রূপতা বলে ।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

অতএব ব্রহ্মস্বরূপ যুগপৎ চতুষ্পাদবিশিষ্ট—(১) অচেতন জগৎ (২) ব্যাধি দ্রষ্টা (মুক্ত ও বদ্ধ) জীব (৩) (মূর্ত ও অমূর্ত) ঈশ্বর (৪) অক্ষর ব্রহ্ম । এই চতুষ্পাদকেই শ্রুতিসকল কখন বিভিন্ন করিয়া কখন একত্রে বর্ণনা করিয়াছেন । শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি প্রথমাধ্যায়ে ৭।৮।৯ বাক্যে এই চতুষ্পাদকে অতি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন । ঐ উপনিষৎ খানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে ।

সহজ ভাষায় এতৎ সমস্ত বর্ণনার মিলিত ফল এই যে ব্রহ্মসচ্চিদানন্দ স্বরূপ, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ মাত্র, তাঁহার পূর্ণাঙ্গের এক এক পাদ ; ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম এতদুভয়ের নিয়ন্তা ; পরন্তু এতৎ সমস্তের নিয়ন্তা ঈশ্বর হইলেও তাঁহার বিভিন্নরূপদর্শনবর্জিত কেবল চিদানন্দময় নিগুণাবস্থাও যুগপৎ বর্তমান আছে

পূর্বোক্ত ব্রহ্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ইহা সহজেই বুঝিবে যে দৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম, এবং তুমি (সাধক) ব্রহ্মের অঙ্গীভূত অংশ মাত্র, স্মৃতরাং সম্পূর্ণরূপে তদধীন । অতএব—(১) ব্রহ্মই তোমার আত্মা এবং তুমি সম্পূর্ণরূপে তদধীন দাস মাত্র, এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, (২) সমস্ত জগৎ ও জাগতিক জীবকে ব্রহ্মেরই প্রকাশভাবমাত্র জানিয়া, স্মৃতরাং সর্বত্র অদোষদর্শী হইয়া, (৩) ব্রহ্মবুদ্ধিতে সকলের (পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, দাস প্রভৃতি সকলের) যথাসম্ভব সেবায় নিযুক্ত হইয়া (৪) নির্লিপ্তভাবে কাল যাপন করিবে । এইরূপ করিয়া পরে সম্পূর্ণরূপে নির্মলচিত্ত হইলে পরাতন্ত্রির উদয় হইয়া অক্ষরব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং পরম মোক্ষপদ লাভ হইবে । ইহাই ব্রহ্মলাভের প্রশস্ত রাজপথস্বরূপ ।

চতুর্থ অধ্যায়

অথবা উপরোক্তভাবে যথাসম্ভব স্মরণ রাখিয়া বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব-সকলের সর্ববিধ সাধারণ কল্যাণ সাধন এবং বিশেষতঃ মোক্ষানন্দ প্রদান করিবার জন্ত ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহাতে সর্বাঙ্গুঃকরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার স্বরূপের ধ্যান, সদগুরুদত্ত তাঁহাব নাম জপ ও তদর্থে সমস্ত কৰ্ম দাসভাবে সম্পাদন করিয়া তদগত চিন্তে যিনি কাল যাপন করিবেন, তিনি অচিরে সমস্ত কল্যাণ লাভ করিয়া মোক্ষাধিকারী হইবেন।

আর এই ভাবও যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইবেন তিনি মোক্ষার্থী হইলে যদি তিনি ভাগ্যক্রমে সদগুরু প্রাপ্ত হইবেন, তবে তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ পূর্বক নিজে সাধনাদির ও ধর্মাধর্মের বিচার বর্জন করিয়া অনলস ও নির্লিপ্তভাবে কেবল তাঁহার আদেশ প্রতিপালনীয়, এই বুদ্ধিতে যদি আদিষ্ট কার্য করিতে করিতে কাল যাপন করেন, তবে তাহাতেই ভববন্ধন হইতে মুক্তি ও শান্তি লাভ করিবেন।

ওঁ তৎ সৎ

ব্রহ্মবিদেহী মহন্ত মহারাজ
শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী

প্রণীত

অমূল্য গ্রন্থসম্ভাষিত

১। ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা—এই গ্রন্থ হিন্দুধর্মচার এবং দর্শন-শাস্ত্রের সারব্যাঞ্জক। ভারতের প্রাচীন উন্নত অবস্থার প্রমাণ সহ বর্ণনাও ইহাতে যথেষ্ট আছে। পৃষ্ঠা ৩৭৫ ; মূল্য দুই টাকা।

২। দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ)—এই খণ্ডে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আছে :—বৈশেষিক-দর্শন, শ্রায়-দর্শন, পূর্বমীমাংসা-দর্শন (কিয়দংশ), সাংখ্য-প্রবচনসূত্র, সাংখ্যকারিকা ও তত্ত্বসমাস বঙ্গানুবাদ সমেত। পৃষ্ঠা ৩৭৫ ; মূল্য দুই টাকা।

৩। দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—দ্বিতীয় খণ্ড (২য় সংস্করণ)—পাতঞ্জল-দর্শন, ব্যাস-ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং গ্রন্থের সারার্থ-ব্যঞ্জক ভূমিকা সমেত। পৃষ্ঠা ২৯৮ ; মূল্য দেড় টাকা।

৪। বেদান্ত-দর্শন (দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—তৃতীয় খণ্ড)—তৃতীয় সংস্করণ ; শ্রীনিহার্কাচার্যভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ, স্থানে স্থানে শঙ্করভাষ্য ও তাহার অনুবাদ এবং গ্রন্থকারের নিজ ব্যাখ্যা সমেত। পৃষ্ঠা ৬৫০ ; মূল্য চারি টাকা। ঐ হিন্দি সংস্করণ—মূল্য চারি টাকা।

৫। শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর জীবন-চরিত—চতুর্থ সংস্করণ ; বাবাজী মহারাজের দুইখানি চিত্র এবং মহন্ত শ্রীসন্তদাসজী মহারাজের একখানি চিত্র সম্বলিত। ৫১ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট সমেত ২৭০ পৃষ্ঠা ; মূল্য দেড় টাকা ! ঐ হিন্দি সংস্করণ—মূল্য পাঁচ টাকা।

৬। ভেদাভেদ (বৈতাভেদ) সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ। পৃষ্ঠা ১৩০ ; মূল্য এক টাকা।

৭। শ্রীমদ্ভগবদগীতা—(উপক্রমণিকা—গীতার ঐতিহাসিক তত্ত্ব, শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণনা, গীতার উপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব, গীতার প্রতি অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশের মর্ম্ম—সরল ও প্রাজ্ঞল অর্থ, ব্যাখ্যা, মন্তব্য, শব্দসূচী ইত্যাদি সমন্বিত) ; মূল্য দুই টাকা।

৮। গুরু-শিষ্য-সংবাদ (ব্রজবিজ্ঞা)—দ্বিতীয় সংস্করণ ; শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ তদীয় শিষ্য শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্. এ. দ্বারা সংগৃহীত। পৃষ্ঠা ২৫৭ ; মূল্য পাঁচ টাকা। ঐ হিন্দি সংস্করণ—মূল্য পাঁচ টাকা।

৯। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাত্ত বিষয়, সাধন-প্রণালী ও ভগবদবতার-দেহতত্ত্ব নিরূপণ—শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্. এ. প্রণীত। মূল্য ১/০ আনা।

১০। সতীর্থ-মণ্ডলী (১ম খণ্ড)—(শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শিষ্যগণের নাম ও ঠিকানার তালিকা) ; ২য় সংস্করণ ; মূল্য ১/০ আনা। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য ১/০ আনা।

১১। বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের আরতি স্তুতি—মূল্য ০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—

চক্রবর্তী, চার্টার্ড এণ্ড কোং লিমিটেড্

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বঙ্গীয় নিষ্যাক আশ্রম

৮৮।১নং কলেজ রোড, পোঃ বটানিক গার্ডেন, হাওড়া।

